বিজয়ী প্রাচ্য

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

দেড় টাকা

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত
সরস্বতী লাইব্রেরী
২, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১লা মাঘ, ১৮৩০ শকাব্দ

প্রিণ্টার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীসরস্বতী প্রেস,
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উদ্ধত রাজপুরুষদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া

নির্ম্মম কারাবাস, নির্ব্বাসন

প্রভৃতি

অনেক সময়ই

আমাদের জীবনে

বিধাতার আশীর্ব্বাদ

হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তারই স্মরণে এবং তাকে জীবনে

চিরস্থায়ী করার কামনায়

এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

সূচীপত্র

ভূমিক

প্রাচ্যের কথা বলিতে গেলে, প্রথমেই মনে পড়ে তার বর্ত্তমান দৈন্য, লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের কাহিনী। আজ স্বদেশে বিদেশে; সর্ব্বত্রই আমরা গোলামের মত পরাজয়ের কলঙ্ক বহিয়া বেড়াইবার বিড়ম্বনা প্রতি পদে পদেই অনুভব করি। আজ জগতের সর্ব্বত্রই আমরা অপাংক্তেয়। ঠিক সেই অবস্থায় 'বিজয়ী' বিশেষণে বিশেসিত করিয়া প্রাচ্যকে পাঠক সমাজে দাঁড করানো, যেন নিতান্ত বিদ্রূপ—অত্যন্ত নিষ্ঠুর পরিহাস। হৃতশ্রী, হৃতসর্ব্বস্ব আহার-বঞ্চিত হতভাগ্যকে যদি, তাহার পূর্ব্ব সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধির কাহিনী শুনানো যায়, তবে তাহা তাহার পক্ষে মোটেও প্রীতিপ্রদ হয় না। চরম দুর্দ্দিনে বহুদিনের বিস্মৃত-প্রায় সৌভাগ্যের কাহিনীকে লইয়া, আলোচনা করার

ভিতর একটা অতি কটু বেদনা বোধ থাকে। যে সেটা অনুভব করিতে পারে না, সে অতি বড় হতভাগ্য। অথচ এই অতীতগৌরবকাহিনী স্মরণ করার ভিতর একটা শক্তির ফল্গু ধারাও প্রবাহিত আছে। ঐ বেদনাবোধ সেই ফল্গুধারাকে চঞ্চল ও বেগবতী করিয়া তোলে। তাই প্রাচ্যের এই অতীতবিজয়কাহিনী স্মরণের সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু এই গ্রন্থের নামকরণ দেখিয়া হয়ত অনেকে অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন। তাহাদিগকে শুধু এই বলিতে চাই, ভাগ্যচক্রে আজ প্রাচী প্রতীচির পদানত, কিন্তু ভাগ্যচক্রের এই ব্যবস্থা বরাবর ছিল না;—এই ব্যবস্থা কেবল আজ ৩।৪ শত বৎসরের প্রাচীন। এই ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বে কিন্তু ভাগ্যচক্র ঠিক উল্টা ছিল, তখন প্রাচী ছিল জয়ী এবং প্রতীচি ছিল বিজিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভূত-পূর্ব্ব গণপতি রুসভেল্ট (President Roosevelt) কার্টিন প্রণীত The Mongols নামক গ্রন্থের ভূমিকায়, যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকলের প্রণিধানযোগ্য,—

As a matter of fact, the recent military supremacy of the white or European races is a matter of only three centuries. For the four preceding centuries, that is, from the beginning of the thirteenth century to the seventeenth, the Mongols and Turkish army generally had upper hand in any contest with European foes, appearing always as invaders and often as conquerors ; while no ruler of

Europe of their days had to his credit such mighty feats of arms, such wide conquests as Genghis Knan, as Timour the Limper, as Bajazet, Selim & Amurath, as Babar & Akbar." Theodore Roosevelt-Foreword to the Mongols. অর্থাৎ বর্ত্তমানের এই শ্বেত বা ইউরোপীয় প্রাধান্য মাত্র তিন শতাব্দীর ব্যাপার। ইহার পূর্ব্বে ১৩শ হইতে ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত মোগল ও তুর্কগণই বহুবার ইউরোপের বিরুদ্ধে বিজয়ীভাবে উপস্থিত হইয়া, ইউরোপ আক্রমণ ও জয় করিয়াছিল। সেই যুগে জেঙ্গিস, তাইমুর, বাজাজেট, সেলিম, আমুরথ, বাবর বা আকবরের মত দিগ্বিজয়ী বীর ইউরোপে ছিল না।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ১৪শ বা ১৫শ খৃষ্টীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচ্য দেশই ছিল আক্রমণকারী এবং ইউরোপ ছিল আক্রান্ত ও বিজিত। খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য ইউরোপের কতক অংশ আক্রমণ, জয় ও দীর্ঘকাল শাসন করে। এ যুগের অনেকটা সুলিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়। তাই ইউরোপে এই পারশীক অভিযানের একটা মোটামুটি ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে এসিয়ার বিজয় বাহিনী ইউরোপে বিজয়ী ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল, সেটা হইল ফিনিসীয় (Phoenician) যুগের কথা। কথিত আছে ফিনিসীয়গণ স্পেন জয় এবং তথায় দীর্ঘকালস্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করে। আরও কথিত আছে যে, ফিনিসীয়গণই ইংলণ্ড পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিল; ফিনিসীয়গণই ইংলণ্ডে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন

করে। পরবর্তী যুগেও এই গ্রন্থোক্ত চারটি জাতি ভিন্ন আরও বহু জাতি বিজয়ীভাবে ইউরোপে প্রবেশ করিয়াছে। কার্থেজীয়গণ, হাঙ্গেরীয় মোগিয়ারগণ, ফিনীয়গণ, বুলগরগণ এবং তুর্কগণ সবাই ইউরোপ জয় করিয়া, কতকটা ভোগ করিয়াছে; ইহাদের অনেকে ইউরোপীয়দের সহিত একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। ইতিহাসের এতগুলি দৃষ্টান্তকে একেবারে অগ্রাহ্য করা খুব সহজ নয়। তাই প্রাচ্যের বিজয়বাহিনীকে একেবারে কল্পনা-প্রসূত বলিয়া অবহেলা করা, হয়ত, সম্ভব হইবে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ফিনিসীয় প্রভৃতিদের কাহিনী লইয়া, আজ যতই মতভেদ থাক না কেন, এই গ্রন্থোক্ত চারটি জাতির বিজয়কাহিনী সম্বন্ধে এখন কোনও সন্দেহ নাই।

কিন্তু পরিতাপের কথা এই যে, পাশ্চাত্যগণ হয় ত প্রাচ্যের এই বিজয় কাহিনীর আলোচনা কিছু কিছু করে। কিন্তু আমাদের দেশে এই সম্বন্ধে কোনই আলোচনা নাই। তারপর, যদি বা আমরা কখনও এই সব বিজয়-বাহিনীর আলোচনা করি, তখনও আমরা ইহাতে যেন গৌরব বোধ করিতে পারি না, বরং কতকটা লজ্জাই বোধ করি। প্লুটার্ক প্রণীত 'বীরচরিত' গ্রন্থোক্ত জীবনীগুলি সমস্ত ইউরোপে যেমন শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত পঠিত হয়, এই গ্রন্থোক্ত কাহিনী আমাদের দেশে তার শতাংশ আদরও পায় না। সীজার বা আলেকসন্দরের জীবনী, সীজার দ্বারা বিজিত ইংলণ্ডে যেমন আদৃত হয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও তেমনি আদৃত হয়। এসিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপের প্রথম বিজয়ী সেনাপতি হিসাবে আলেকসন্দর সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে আজও সম্মানিত

হয়। ছিপিও এফ্রিকেনাসের (Scipio Africanus) বা হেছড্রু-বল (Hasdrubal) প্রাচ্য জগতে কি সেই সম্মান পান? ডেরিয়াস, বা সাইরাসের নাম আমাদের সমাজে কয়জন জানে?

ইহার কৈফিয়ৎভাবে কেহ হয় ত বলিবে যে, আমাদেব দেশে সাধারণভাবে বিদ্যানুশীলন এবং বিশেষভাবে ইতিহাস আলোচনার অভাব এর জন্য দায়ী। কথাটা হয়ত কতকটা সত্য, যদিও ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়। কিন্তু আরও একটা বিশেষ পরিতাপের বিষয় হইল—এই সব প্রাচ্য দেশীয় বীরদের স্মৃতিকে আমরা কার্য্যতঃ অশ্রদ্ধা ও অসম্মান করি। আটিলার নাম বলিতেই আমরা স্মরণ করি Atilla the Hun এবং হুন (Hun) আজকাল একটা গাল বিশেষ হইয়া দাড়াইয়াছে। জেঙ্গিস বা কুব্লাই খাঁর নাম শুনিলেই আমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠে—যেন তাহাদের নাম স্মরণেই অশুচি বা অপবিত্র কিছু নাসারন্ধ্রে জ্বালার সৃষ্টি করে। অথচ তাহাদের অপরাধ, তাঁহারা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে প্রাচ্য বিজয়বাহিনীর নেতারূপে পাশ্চাত্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিশেষ একটা স্থান জুড়িয়া আছেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন, তাঁহাদের ইউরোপ বিজয়ের সময়, তাহারা বহু লোক হত্যা করিয়াছেন, বহু নগর লুণ্ঠন করিয়াছেন: অতএব স্মৃতির জগতেও তাহারা অপাংক্তেয় হইয়া থাকারই যোগ্য। অথচ আমরা ভুলিয়া যাই, এমন কোন যোদ্ধা আজ পর্য্যন্ত জগতে জন্মে নাই, যে এই সব কর্ম্ম করে নাই। অতি প্রাচীন যুগ হইতে অতি অর্ব্বাচীন যুগের সমস্ত ইতিহাস খুঁজিয়াও তেমন দৃষ্টান্ত

পাওয়া যাইবে না। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ইতিহাস হইতে পাশ্চাত্য যোদ্ধাদের অত্যাচারের ২।৪টা দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

সর্ব্বত্রই বীর এবং বহু স্থলে বদান্য বলিয়া আলেকসন্দরের একটা সুখ্যাতি আছে। তাই তাঁহার জীবনী হইতেই ২।৪ টা দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতেছে।

১। আলেকসন্দর যখন টায়ার আক্রমণ করেন, তখন টায়ারবাসীরা অত্যন্ত বীরত্বের সহিত তাহাকে বাধা দেয়। দীর্ঘ অবরোধ ও সংগ্রামের পর নগর অধিকৃত হইল। তাঁহাকে বাধা দিবার ধৃষ্টতার দণ্ড নগরবাসীরা ভালরকমই পাইল। যুদ্ধে আট হাজার সৈন্য হত হইল। তারপর ২০০০ নাগরিককে আলেকসন্দর কীলক বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। প্রায় ৩০ হাজার টায়ারবাসী ও টায়ারী সৈন্য দাসরূপে বিক্রীত হইল।

২। গাজা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব তীরের একটি বিখ্যাত বন্দর। বেতিস ছিলেন এই নগরের শাসনকর্ত্তা। বিশেষ বীরত্বের সহিত তিনি আলেকসন্দরকে বাধা দেন। তাঁহাদের বীরত্ব ও উৎসাহে গাজাবাসীরাও প্রাণপণ করিয়া দেশরক্ষার জন্য চেষ্টা করিল। দুই মাস যুদ্ধ ও অবরোধের পর নগর অধিকৃত হইল। ১০ হাজার গাজাবাসী যোদ্ধা হত হইল এবং তাহাদের অনাথ স্ত্রী পুত্র পরিজনবর্গ দাসভাবে বিক্রীত হইল। আহত অবস্থায় বেতিস বন্দী হইলেন। আলেকসন্দর তাঁহার এই বীরত্বের অতি নির্ম্মম প্রতিদান দিলেন। হোমারের উল্লিখিত একটি আখ্যায়িকা হইতে তিনি বেতিসের দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। ট্রয়-বিজয়ী একিলিস, ট্রয়ের বীর যোদ্ধা হেক্টরের

মৃত-দেহ রথ-চক্রে বাঁধিয়া ট্রয় নগরের চারিদিকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আলেকসন্দর ব্যবস্থাটাকে আরও একটু বীভৎস করার জন্য, আহত জীবিত বেতিসের দেহ রথ-চক্রে বাঁধিয়া রথ চালাইতে লাগিলেন। রথচক্রের আবর্ত্তনের সহিত বীরবর দেশ-ভক্ত বেতিসের দেহ খণ্ড-বিখণ্ডিত হইতে লাগিল। গাজাবাসীরা দেশ-প্রেমের পুরস্কার ভোগ করিল। ভারতের অনেক স্থলেও আলেকসন্দর অত্যন্ত নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছেন।

আটিলা বা জেঙ্গিস খাঁ কি ইহার চেয়েও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন?

প্রাচীন যুগের দপ্তর বেশী ঘাটিয়া লাভ নাই, কারণ তাহা অতি পুরাতন বলিয়া হয়ত উপেক্ষিত হইবে। নব্য ইউরোপের জন্মের সময়ের (অর্থাৎ ১৬শ শতাব্দীর) ইতিহাস দেখা যাউক।

১৬শ শতাব্দীতে নূতন যৌবনের চঞ্চলতায় ইউরোপ চঞ্চল হইয়া উঠিল—এই চঞ্চলতার আবেগে তাহারা সমস্ত দুনিয়াটাকে নিজের হাতের মুটায় আনিয়া ভোগ করিতে ব্যস্ত হইল। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, ন্যায়-অন্যায় সমস্ত প্রকার বন্ধন ও গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া, তাহারা দুনিয়াটাকে তাহাদের সেবায় নিয়োজিত করিতে উন্মুখ হইল। তাহাদের খৃষ্টান ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-গুরু পোপ এবং সমস্ত পুরোহিত সম্প্রদায়, তাহাদের এই চঞ্চলতাকে পোষণ ও পুষ্ট করিতে লাগিল। দুই এমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, ভারত, ও প্রশান্ত-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ তাহাদের ভোগের আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিল।

ভাস্কো-ডি-গামা, পিজারো,কোর্টেস,সার জন হকিন্স, প্রিন্স হেনরী প্রভৃতিই হইল এই যুগের ইউরোপীয় সভ্যতার ও আদর্শের প্রতীক। প্রেসকটের "মেরু জয়" ও "মেক্সিকো জয়" এবং শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রণীত "ফিরিঙ্গি বণিক" পাঠ করিলে পর্য্যায়ক্রমে পিজারো, কোর্টেস ও ভাস্কো-ডি-গামার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে সমস্ত ইউরোপীয় সভ্যতার ও বর্ত্তমান সমৃদ্ধির গোড়ার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রিন্স হেনরী ও সার জন হকিন্স ঘৃণ্য দাস ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত করিয়া, ইউরোপের নব সাম্রাজ্যবাদের ও ধনিকবাদের (Imperialism and Capitalism) ভিত্তি পত্তন করেন। তারপর টাসমেন (Tasman), রেফলস (Raffles), কমোডোর পেরি (Commodore Perry), রোডস (Rodhes), ফেয়ার (Phayre) প্রভৃতি হইল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতীক। জগতের ইতিহাসে যদি অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়নের কাহিনী কিছু থাকে, তবে তা এই সব বীর পুঙ্গবদের জীবনকাহিনীতে। এদের বিস্তৃত কাহিনী এখানে লেখা সম্ভব নয়, অথবা সংক্ষেপে এদের কীর্ত্তির পরিচয় দেওয়াও সম্ভব নয়। প্রশান্ত সাগরে ইউরোপীয় প্রভাব ও বসতি বিস্তারের কাহিনী, ব্রহ্মদেশ জয়, আফ্রিকার বণ্টন ও লুণ্ঠনের কাহিনী পাঠ করিলে, এদের সম্বন্ধে বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। Morel প্রণীত The Black Man's Burden এবং অন্যান্য বই এই সম্বন্ধে পঠনীয়। এদের সদয় ব্যবহার ও সহৃদয়তার ফলে, এসিয়া ভিন্ন জগতের অপর চারিটি মহাদেশের আদিম জাতিরা আজ জগৎ বক্ষ হইতে প্রায় লুপ্ত; কেবল আফ্রিকার

নিগ্রোদিগকে এত দাস ব্যবসায় সত্ত্বেও লোপ করিতে পারে নাই।

তারপর, আরও অর্ব্বাচীন যুগের কাহিনীতে আসা যাক। চীন, আফ্রিকা, সুডান, মিশর, মধ্য এসিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারাই ইহার সাক্ষ্য দিবে। হাজার হাজার নিরীহ কৃষকদিগকে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর দ্বারা শিশু ও নারীদের সহিত তুষারশীতল নদীতে তাড়া করা ও তাহাদের তুষার সমাধির ব্যবস্থা করা, দলে দলে লোককে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করা, রবার চাযের জন্য স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে পাশবিক অত্যাচার করা, বন্দুক কামানের জোরে এক একটা জাতিকে আফিং-সেবনে বাধ্য করা—এই সব হইল এই যুগের ইতিহাস। এবং এই সব দিয়াই আজ, ইংলেণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, বেলজিয়ম, জার্ম্মেনী, রুষিয়া, স্পেন, পর্তুগেল, ইটালী প্রভৃতি দেশ সমৃদ্ধ হইয়াছে।

এর জন্য এদের দোষ দিতে চাই না। জগতের রীতিই এই রকম। মোট কথা হইল, এই প্রকার জাতির উপর জাতির অত্যাচার, চিরকালই চলিয়া আসিয়াছে। বিজয়ী বিজিতের যে দ্বন্দ্ব, তার শেষ এখনও হয় নাই, কবে হইবে বলা কঠিন। হয়ত এই সব নিন্দার্হ, হয়ত এই সব লোপ পাওয়া উচিৎ। কিন্তু ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে ইহা চলিয়া আসিয়াছে। কাজেই ইহার জন্য আটিলা, জেঙ্গিস খাঁ, কাব্লুই খাঁ বা হুলাগুকে নিন্দা করা বা অপাংক্তেয় করিয়া রাখা নিতান্তই একদেশদর্শিতা। আলেকসন্দর, স্কিপিও, ভাস্কো-ডি-গামা প্রভৃতি যদি সমগ্র

ইউরোপে জাতীয় বীরের সম্মান পাইতে পারে, তবে আটিলা, ডারিয়াস, হুলাগু প্রভৃতিও সমগ্র এশিয়াতে সেই সম্মান পাইবার যোগ্য। সমগ্র ইউরোপ যেমন এঁদের গৌরবকে নিজ নিজ জাতির নিজস্ব বলিয়া মনে করে, এশিয়ার পক্ষেও সেই ব্যাপক দৃষ্টি দরকার।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, জগতের ইতিহাসে পর্য্যায় ক্রমে উত্থান-পতন চলিতেছে। একদিন ছিল যখন এশিয়া ছিল বিজয়ী এবং ইউরোপ তাহার সেবার উপকরণ যোগাইয়াছে। প্রায় ২০০০ বৎসর এসিয়া বিজয়ীর গৌরব ভোগ করিয়াছে। আজও এসিয়াবাসী তুর্কগণ, মেগিয়ারগণ, ফিনগণ, বুলগরগণ, ইউরোপের বক্ষে এশিয়ার বিজয়-ধ্বজা তুলিয়া রাখিয়াছে। আজ ৪ শত বৎসর চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে—আজ ইউরোপ বিজয়ী এবং এসিয়া তার পদানত। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইউরোপের সৌভাগ্য-সৌধের ভিত্তিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে; আজ ইউরোপ সন্ত্রস্ত। লেথ্রোপ ষ্টোডার্ড (Lathrop Stoddard), ডিন ঈঞ্জে (Dean Inge), প্রভৃতি লেখকগণ আজ চিন্তিত, কি করিয়া এই পাশ্চাত্য প্রাধান্য বজায় রাখা যায়। হেনরি স্পেঙ্গলার (Henry Spangler), রোঁমা রোঁলা (Romain Rolland), কেইজারলিঙ্গ (Count Herman Kaiserling), রাসেল (Bertrand Russel) প্রভৃতি লেখকগণ আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংস সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া প্রাচ্যের দিকেই তাকাইতেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আজ আবার এসিয়ার বিজয়ের সূচনা দেখা দিয়াছে; আজ এসিয়ার প্রাচীন

জীবন ধারায় নূতন বর্ষার খর জলস্রোত বহিতে সুরু করিয়াছে। আশা করি এই নূতন জল স্রোতের চঞ্চলতায় সমগ্র এসিয়া মাতিয়া উঠিবে এবং তার নূতন বিজয় স্রোত নব্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতার মুকুট পরিয়া সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎকে প্লাবিত করিবে।

নব্য চীনের গুরু ডাঃ সান ইয়াৎ সেন বলিয়াছেন—"We, Asiatics, have a tremendous task set before us. We should not content ourselves with fighting for our national freedoms only but the banner of justice and humanity which we are bound to carry shall have to extend its protection to the oppressed peoples of Europe and America also, who ought to be freed from the yoke of this crafty civilisation. Ours might be a revolt against European civilization, but it will be the assertion of moral enlightenment against craftiness."

এসিয়াবাসীদের সম্মুখে আজ এক বিরাট কর্ত্তব্য পড়িয়া আছে। শুধু নিজ নিজ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না—এই পাটোয়ারী পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপে যে সব পাশ্চাত্য লোক পিষ্ট হইতেছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করাও আমাদেরই কাজ। পাটোয়ারী পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে নৈতিক আদর্শ লইয়া আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে—ইউরোপের বিরুদ্ধে এসিয়ার বিদ্রোহের ইহাই হইল বিশেষত্ব।

এই ধ্বংসোন্মুখ পাটোয়ারী সভ্যতার চাপে আজ সমগ্র জগৎ পিষ্ট হইতেছে। ইহার বিরুদ্ধে এসিয়াকে দাঁড়াইতে হইবে—যেমন বর্ব্বর যুগের অজ্ঞান অন্ধকারের বিরুদ্ধে সে দাড়াইয়াছিল, তাহার দর্শন, জ্যোতিষ, বর্ণমালা, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম প্রভৃতি লইয়া। একাধিকবার এসিয়া জগৎকে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে—ভবিষ্যতেও এসিয়াকে সেই পথ-প্রদর্শকের গুরু দায়িত্ব নিতে হইবে।

এই মহান আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা লইয়া পাঠকদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আশা করি, নূতন এসিয়ার জন্মের স্বপ্ন ব্যর্থ হইবে না।

বিজয়ী প্রাচ্য

পারস্যের জয়যাত্রা

বিজয়ী প্রাচ্য

পারস্যের জয়যাত্রা

পারশীক শক্তির অভ্যুদয়

খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে, পারস্যের অবস্থা তেমন সুবিধা-জনক ছিল না। তখন পারস্য মিদিয়া সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। মিদিয়া ও পারস্য এই উভয় দেশই একদিন বাবিরুষ বা বাবিলোন ও আসিরিয়ার অধীন ছিল। বর্ত্তমান এসিয়ামাইনর বা এসিয়ার পশ্চিমাংশ পৃথিবীর আদিমতম সভ্যতাগুলির জন্মভূমি। ফিনিসিয়া, হিটাইট, এলাম, আসুর, বাবিরুষ, লিদিয়া প্রভৃতি দেশই প্রথম সভ্যতার বার্ত্তা বহন করিয়া, জগতে সভ্য সমাজের জন্ম ও বিকাশ সুগম করিয়া দেয়। একের পর এক শক্তি, শৌর্য্যে ও জ্ঞান-গরিমায়, জগৎ সভ্যতাকে উন্নত করিয়া অপর শক্তির নিকট পরাহত হইয়াছে। আজ পাশ্চাত্যগণ যে গ্রীক

সভ্যতার বড়াই করে, তাহা বহু পরিমাণে এই সব এসিয়ান জাতি সমূহের নিকট ঋণী। বর্ণমালা, মুদ্রা, ওজন, নৌবিদ্যা, জ্যোতিষ, লেখন-প্রথা, চিকিৎসা বিদ্যা, স্থাপত্য, চিত্র ও তক্ষণ শিল্প, সময় নির্দ্দেশক যন্ত্র (বা ঘড়ি) প্রভৃতি সবই এই প্রদেশ হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। গ্রীসের সভ্যতার যখন সূচনাও হয় নাই, তখন হইতেই এসিয়ার পশ্চিম জাতি সমূহ, সভ্যতা ও জ্ঞানে গরীয়ান। খৃষ্টের জন্মের ৩।৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বেই ঐ অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। ঐ অঞ্চলে মিদিয়কগণ হইল সর্ব্বশেষ সভ্য জাতি। ইহারা আর্য্যবংশ সম্ভূত ;—সেই হিসাবে পারশীকদের জ্ঞাতি ও সমগোত্রীয়। মিদিয়কগণ যখন পারশ্য ও তৎপশ্চিম এসিয়ার অধীশ্বর, তখনও আর্য্য পারশীকগণ কোন বিষয়েই সুসভ্য জাতি সমূহের সমতুল্য হইতে পারে নাই।

খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে, পারশ্য মিদিয়কদের অধীন ছিল। তখন মিদিয়কগণই পশ্চিম এসিয়ার অধীশ্বর—ঐ অঞ্চলে তাহাদের গতিরোধ করার মত তখন কেহই ছিল না। ইহার পূর্ব্বেই পারশ্যে আর্য্যজাতির উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। আর্য্যদের সপ্তশাখা বা বংশ তখন পারশ্যে প্রধান। এই সাত বংশের প্রতিনিধিরা পারশ্য শাসন করিত। আখিমিনীয়গণ ইহাদের মধ্যে প্রথম স্থানীয় ছিল। এই আখিমিনীয় বংশীয় কেমবাইসিস (Cambyses) মিদিয়ারাজ অষ্টাইয়াগেসের (Astyages) কন্যা মেনদেনকে বিবাহ করেন। এই দম্পতির পুত্রের নাম সাইরাস (Cyrus)। সাইরাসই পারশীক সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা। সাইরাসের জন্ম

ও বংশ পরিচয় সম্বন্ধে, ইহা হইল গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডি-টাসের মত ; কিন্তু বর্ত্তমান ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে, ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকদের মতে, আখিমিনিস (Achaemenes) নামক এক ব্যক্তি পারশ্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। বিচ্ছিন্ন পারশীক জাতিকে একত্র করিয়া, তিনিই প্রথমে পারশ্যে সভ্যতার পথ সুগম করেন। পাসারগেডি (Pasargadea) নামক বংশে তাহার জন্ম। তাঁহার পুত্র তিসপেস (Teispes), এলাম (Elam) জাতির দখল হইতে আনশান (Anshan) প্রদেশ জয় করেন। তিস-পেসের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র সাইরাস (Cyrus) আনশানের রাজা হইলেন এবং তাঁহার অপর পুত্র আরিয়ারামনেস (Aria-ramnes) ফার্সের (Fars) রাজা হন। *

সাইরাস রাজা হইয়া, প্রথমেই মিদিয়ার দিকে দৃষ্টি দিলেন। মিদিয়ার রাজা আষ্টাইগেসও (Astyges) বিপদ বুঝিয়া প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে আষ্টাইগেস পরাজিত হইলেন। এবং মোট তিনটা যুদ্ধের পর সমস্ত মিদিয়া তাঁহার দখলে আসিল। ৫৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে তিনি মিদিয়ার রাজধানী ইকবাটানা (Ecba-tana) জয় করেন। এতদিন সাইরাস কেবল আনশানের

* এই ফার্স প্রদেশ হইতেই বর্ত্তমান পারশ্য নাম হইয়াছে। পারশ্য উপসাগরের তীরে এখনও ফার্স নামে একটি প্রদেশ আছে—ইহার বর্ত্তমান রাজধানী সিরাজ। পারশ্যের প্রাচীন রাজধানী পার্সিপোলিস (Persepolis) এই প্রদেশের মধ্যেই অবস্থিত।

রাজা ছিলেন এবং ইহার পর ৪ বৎসরের মধ্যে তিনি পারস্থেরও রাজা হইলেন—অর্থাৎ তিসপেসের দুই শাখার অধীন সমস্ত রাজ্যই তাঁহার অধিকারে আসিল। মিদিয়ার পরাজয়ের পর, পশ্চিম এসিয়াতে বাবিলোন (Babylon) ও লিদিয়াই ছিল বিখ্যাত রাজ্য। বাবিলোনের রাজা নবনিদাস (Nabanidas) বিশেষ শান্তিপ্রিয় ছিলেন—তাই সাইরাস বাবিলোন জয়ের জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু লিদিয়ার দিকে.তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

লিদিয়া হইল, এসিয়ার প্রায় পশ্চিমতম প্রদেশ—সার্দিস (Sardes) ছিল ইহার রাজধানী এবং তখন ইহার রাজা ছিলেন ক্রিসাস (Croesus)। তাঁহার শাসনগুণে, ধনে ও শৌর্য্যে লিদিয়া তখন বিশেষ বিখ্যাত ছিল। আজও ইউ-রোপীয়দের নিকট, ক্রিসাস তাঁহার ঐশ্বর্য্যের জন্য খ্যাত। সাই-রাসের নিকট মিদিয়ার পরাজয়ের পর, ক্রিসাস বুঝিলেন, তাঁহার সিংহাসনও নিরাপদ নহে। তাই তিনি স্পার্টা, এসিয়া উপকূলের গ্রীক, বাবিলোন ও মিশরের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার মতলব ছিল, সাইরাস নিজ রাজ্যে শৃঙ্খলা আনিয়া শক্তি সঞ্চয় করার পূর্ব্বেই, তাঁহাকে ধ্বংস করা। কিন্তু তাঁহারই একটি অনুচর পারস্থে পলাইয়া গিয়া, তাঁহার সমস্ত ষড়যন্ত্র ফাঁক করিয়া দেয়। সাইরাসও খবর পাইয়া ঠিক করিলেন, ক্রিসাসকে অবসর দেওয়া ঠিক হইবে না। ১০০০ মাইল দূরে লিদিয়া জয় করার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। মাঝখানে বাবিলোন ও অন্যান্য ছোট ছোট স্বাধীন দেশ অতিক্রম

করিয়া, লিদিয়াতে যাইতে হইবে। কিন্তু সাইরাস দমিবার পাত্র নয়। যুদ্ধে ক্রিসাসের পরাজয় হইল। লজ্জায় ও অপমানে, ক্রিসাস আত্মহত্যা করার জন্য চিতা প্রজ্বলিত করিলেন কিন্তু এই চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়া, সাইরাস তাঁহাকে নিজ দরবারে উচ্চ সম্মান ও উচ্চপদ দিলেন। পরাজিত শত্রুর প্রতি এমন সদয় ও ভদ্র ব্যবহার তখনকার দিনে খুবই বিরল ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ক্রিসাস পারশীক দরবারেই কাটাইয়াছেন। সাইরাসের জীবনীতে আর একটা বিশেষ উদারতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ৭২২ খৃঃ পূঃ অব্দে দ্বিতীয় সার্গন ইহুদিদিগকে বন্দী করিয়া বাবিলোনে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সেই দিন হইতে ইহুদি জাতি তাহাদের স্বদেশ পেলেষ্টাইন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বাবিলোনে বাস করিতে লাগিল। দুইশত বৎসর পর, সাইরাশ বাবিলোন জয় করিয়া ইহুদিদিগকে মুক্তি দিলেন—তাঁহার অনুগ্রহে ইহুদিরা আবার স্বদেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

লিদিয়া জয়ের পর, সাইরাস গ্রীকদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। এসিয়ার পশ্চিম সাগর কূলে যে সব প্রতিপত্তিশালী গ্রীকনগর ছিল, তিনি তাহাদের জয় করিতে লাগিলেন। একে একে সমস্ত গ্রীকনগরই তাঁহার পদানত হইল। অপর দিকে বাবিলোনও তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইল। পূর্ব্বদিকে তাঁহার সাম্রাজ্য আফগানিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। এই সময় ৫২৯ খৃঃ পূঃ অব্দে সাইরাস দেহ ত্যাগ করেন।

তাঁহার পূর্ব্বে, তাঁহার মত এত বড় যোদ্ধা ও বীর বোধ

হয় জন্মায় নাই এবং এত বড় বিরাট রাজ্যও বোধ হয় কেহ শাসন করে নাই। এক হুন ও মোগল দিগ্বিজয়ীদের কথা বাদ দিলে, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বোধ হয় কোন যোদ্ধাই এত রাজ্য জয় করিতে এবং এক জীবনে এত বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। একদিকে তিনি যেমন বীর ছিলেন, অপর দিকে তিনি উদার, প্রজাবৎসল এবং রাজনীতিবিশারদ ছিলেন। এই সব গুণ ছিল বলিয়াই, এক জীবনে তিনি এতটা করিতে পারিয়াছিলেন। আজ জগতে সাম্রাজ্যবাদেরই যুগ চলিতেছে— সাইরাসই জগতে সর্ব্ব প্রথম বহু বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মিশর, বাবিলোন, আসিরিয়া বা অন্য কোন জাতিই এই ভাবে বহু জাতির উপর সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারে নাই। সাইরাসই প্রকৃত পক্ষে সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আলেকসন্দর এবং আরও পরে রোম বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সাম্রাজ্যবাদের বহু দোষ আছে কিন্তু সেই যুগে বহু বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সাহায্যে মানব জাতির মেলামেশা, আদান প্রদান এবং মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথ সুগম হইয়াছে। সেই হিসাবে সাইরাস বিশ্ব সভ্যতার এক মহোপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে মিশর, লিদিয়া, মিদিয়া, বাবিলোন, আসিরিয়া ও পারশ্য এই কয়টি সভ্য দেশের মধ্যে সভ্যতার আদান প্রদান সম্ভব হইয়াছিল। এক হিসাবে অতি প্রাচীন, অধুনা লুপ্তপ্রায়, সভ্যতার স্তর হইতে, পারশীক ও গ্রীক সভ্যতার পত্তন হয় এইখানেই।

৫২৯ খৃঃ পূঃ অব্দে, সাইরাসের ছেলে কেম্‌বাইসিস (Cambyses) রাজা হইলেন। রাজা হইয়াই, তিনি মিশর জয়ে উদ্যোগী হইলেন। প্রাচীন জগতের মধ্যে, এক মাত্র মিশরই তখনও স্বাধীন শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। গ্রীস তখনও জাতীয় জীবনের যৌবনের প্রথম অবস্থায়—রোম তখন সবে মাত্র মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ভারতে তখন কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি ছিল না। মিশর রাজ এমাসিসও ইরাণ আক্রমণের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এমাসিস (Amasis) মারা যান এবং তাঁহার পুত্র তৃতীয় পসেম্মটিকস (Psammeticas) রাজা হন। ৫২৫ অব্দে, পেলুসিয়ামের যুদ্ধে (Battle of Pelusium) মিশরীয়গণ পরাজিত হয়। কিছু দিন পরে কেমবাইসিস, মিশরের রাজধানী মেম্ফিস (Memphis) দখল করেন। ইহার চার বৎসর পর, কেম্বাইসিস আত্মহত্যা করেন।

কেম্বাইসিস পিতার উপযুক্ত পুত্রই ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী রহিলেন না। কাজেই রাজ-সিংহাসন লইয়া গোলমাল অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

এই সময় গৌমাতা নামে এক ঠক, কেম্বাইসিসের (বহুপূর্ব্বে মৃত) ভ্রাতা বলিয়া নিজকে পরিচয় দিয়া, রাজ-সিংহাসন দখল করিল। কিন্তু রাজ্যের ৭টি সম্ভ্রান্ত বংশের প্রতিনিধিরা ইহাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করিল এবং ইহাকে হত্যা করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আখিমিনীয় বংশের অপর এক শাখা ছিল; তাহারা ফার্সে রাজত্ব করিত। সেই বংশের দরিয়াবুস বা ডারিয়াসও

এই ষড়যন্ত্রে ছিলেন। গৌমাতার মৃত্যুর পর ডারিয়াস রাজা হইলেন। পারশীকদের মধ্যে, বোধহয়, ইনিই সব চেয়ে প্রতাপশালী রাজা ছিলেন।

জাল রাজার মৃত্যু ও ডারিয়াসের সিংহাসন আরোহণের সংবাদ পাইয়াই, সাম্রাজ্যের নানা প্রদেশে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। এলাম, বাবিলোন, মিদিয়া, আর্মেনিয়া প্রভৃতি ৮টি প্রদেশে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। একে একে ডারিয়াস সব বিদ্রোহই দমন করিলেন—বিরাট পারশীক সাম্রাজ্য আবার একত্র ও সংঘবদ্ধ হইল। ইহার পর, তিনি নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিলেন। পূর্ব্বে আসিরীয়দের প্রথায় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্রপতি ছিলেন;—ইহার ফলে সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই বিদ্রোহ লাগিয়া ছিল। কিন্তু ডারিয়াস এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া, প্রত্যেক প্রদেশে ৩টী স্ব-স্ব-প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের ক্ষমতা খর্ব্ব করিলেন। সাম্রাজ্যবাদের প্রথম মূলমন্ত্র (Divide et impera)"ভেদনীতির সাহায্যে শাসন,"—তাঁহার দ্বারাই উদ্ভাবিত হইল। এই বিস্তৃত রাজ্যের গমনাগমনের সুবিধার জন্য, তিনি সার্ডিস (Sardes) হইতে সুসা (Susa) পর্য্যন্ত এক বিরাট রাস্তা করিয়া দেন। পারশীক সম্রাটদের মধ্যে, তিনিই প্রথম মুদ্রা প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার সুবর্ণমুদ্রা 'দরিক' (Daric) প্রাচীন জগতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল।

ইহার পর, ডারিয়াস এসিয়া অতিক্রম করিয়া ইউরোপের দিকে যুদ্ধযাত্রা করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার আদেশে,

কেপাডোশিয়ার শাসনকর্ত্তা, কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীর, অর্থাৎ ক্রিমিয়া ও দক্ষিণ রুষ আক্রমণ করেন। কিছু সৈন্য বন্দী করিয়া আনাই ছিল, তাঁহার প্রতি আদেশ। এই সব বন্দীদের নিকট হইতে ঐ দেশের খবর সংগ্রহ করাই ডারিয়াসের উদ্দেশ্য ছিল। ইহাদের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া. তিনি ৫১২ খৃঃ পূঃ অব্দে বর্ত্তমান কনষ্টেণ্টিনোপোলের নিকট দিয়া ভসপরাস (Bhos-poras) পার হইয়া ইউরোপে যান। পারশীক সম্রাটের অধীন গ্রীকরা ভসপরাসের উপর দিয়া নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। এই সেতু বাহিয়া, ডারিয়াসের বিরাট বাহিনী ইউরোপে পদার্পণ করিল। ঐতিহাসিক যুগে, এসিয়ার ইহাই প্রথম ইউরোপ আক্রমণ। ডারিয়াসের সঙ্গে এক নৌ-বাহিনীও চলিল। প্রথমেই থ্রেসিয়ানদের সহিত সংঘর্ষের পালা। থ্রেসিয়ানদের মধ্যে মাত্র একটি শাখা একটু বাধা দিতে চেষ্টা করিল, আর সবাই বিনা যুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রায় ২০০ শত বৎসর পরে, যখন আলেকসন্দর এসিয়া আক্রমণ করেন, তখন প্রতি পদে পদেই তিনি বাধা পাইয়াছিলেন। আর ইউরোপ প্রায় বিনা বাধাতেই, এসিয়ার যোদ্ধা সম্রাটের নিকট ইউরোপের দ্বার খুলিয়া দিল।

ডারিয়াস ক্রমে দান্যুবের মোহনায় আসিলেন। আইওনীয় (Ionian) গ্রীকগণ, দান্যুবের উপর এক সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিল। সেই সেতু বাহিয়াই ডারিয়াস দান্যুব পার হইলেন। প্রায় দুইমাস ধরিয়া তিনি দক্ষিণ রুষময় ঘুরিলেন। দক্ষিণ রুষের সিথিয়ান (Scythians) বা শকগণকে পরাজিত করাই

তাহার ইচ্ছা। কিন্তু যাযাবর শকগণ ক্রমেই তাঁহার আক্রমণ-মুখ হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল। মোটের উপর, শকদের প্রায় সমস্ত দেশই তিনি জয় করিলেন। চতুর শকগণ কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সহিত সম্মুখযুদ্ধে ব্যাপৃত হইল না। শত্রুর অন্বেষণে, ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইল। অজ্ঞাত দেশ, বর্ব্বর জাতির বাসভূমি, তাই খাদ্য সম্ভারেরও অভাব, যাতায়াতের অসুবিধাও বিস্তর, তার উপর বন জঙ্গল হইতে বন্য শত্রুদের অতর্কিত আক্রমণ ও ব্যাধি—এই সব মিলিয়া তাঁহার বহু অসুবিধা করিল।

এদিকে শত্রুরা তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথেও বিঘ্ন জন্মাইতে চেষ্টা করিল। দানুবের মোহনায় সেতু-রক্ষক গ্রীক সৈন্য-দিগকে হাত করিয়া, সেতু ধ্বংস করার জন্য তাহারা অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু গ্রীকগণ ডারিয়াসের বিরুদ্ধে এই সব করিতে ভরসা পাইল না। দুইমাস পর্য্যন্ত বিজয়ীভাবে (বর্ত্তমানের) দক্ষিণ রুষিয়া মথিত করিয়া তিনি আবার দানুব তীরে আসিলেন। দানুব পার হইয়া, তিনি সার্ডিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; কিন্তু ইউরোপে তাঁহার সৈন্যবাহিনী রাখিয়া আসিলেন। এই সৈন্যদল প্রথমে থ্রেস জয় করিল। ম্যাসিডোনও ইহাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিল।

এই অভিযানের ফলে, থ্রেস ও মাসিডোন পারশীক সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করিল এবং বর্ত্তমানের দক্ষিণ রুষিয়া, বিজয়ী পারশীক সম্রাটের নিকট মস্তক অবনত করিল। কিন্তু বর্ব্বরাধ্যুষিত এই প্রদেশে নিজের অধীন রাখার মত লোভনীয়

কিছুই ছিল না। এই সময় হইতেই প্রাচ্য কর্ত্তৃক পাশ্চাত্যের জয় আরম্ভ হইল। ইহার পর, প্রায় প্রতি যুগেই বিজয়ী প্রাচ্য-বাহিনী ইউরোপের অংশ বিশেষ জয় করিয়াছে। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া, এই জয়ের ধারা ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়াছে। এই ২০০০ হাজার বৎসর ইউরোপ বহুবার এসিয়ার নিকট পরাজিত হইয়াছে। কেবল মাঝখানে আলেক-সন্দর ও রোমীয় সম্রাটগণ এসিয়ার অংশ বিশেষের উপর কিছু দিন বিজয় পতাকা উড়াইয়াছেন। মোটের উপর ঐ দীর্ঘকাল, এসিয়া ছিল জেতা ও ইউরোপ ছিল বিজিত। ১৬শ শতাব্দী হইতে চাকা ঘুরিয়া গেল। আবার হয়ত অদূর ভবিষ্যতে একদিন চাকা ঘুরিয়া দাঁড়াইবে।

গ্রীস আক্রমণ

ডারিয়াস যখন থ্রেস ও মেসিডোন জয় করিলেন, তখন গ্রীসের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এইখানে গ্রীসের সম্বন্ধে ২।৪ টা কথা বলা দরকার।

সমগ্র ইউরোপে গ্রীসই ছিল তখন সভ্য—রোমের তখন মাত্র পত্তন হইয়াছে। তখনও রোমে কোন সভ্যতা বা রাষ্ট্রশক্তি গড়িয়া উঠে নাই। গ্রীস অতি ক্ষুদ্রদেশ—বাংলা দেশের ময়মনসিংহ ও মেদিনীপুর এই দুইটি জেলা হইতে গ্রীস বোধ হয় বড় ছিল না। কিন্তু এই গ্রীসও মাত্র একটি রাষ্ট্রের অধীন ছিল না; প্রত্যেক নগরই এক একটি স্ব-স্ব-প্রধান রাষ্ট্র ছিল। তন্মধ্যে, এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ, থিবস্, ডেলস, আর্গস, বিওষিয়া প্রভৃতিই প্রধান ছিল। ইহার মধ্যে আবার এথেন্স ও স্পার্টাই ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং এই নগরদ্বয় চিরকালই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী

ছিল। এথেন্স ছিল উত্তর গ্রীস বা এটিকার (Atica) অন্তর্গত এবং স্পার্টা ছিল দক্ষিণ গ্রীস বা পেলোপেন্নেসাসের (Peloponnesus) অন্তর্গত। এথেন্স ছিল গণতন্ত্রের উপাসক এবং স্পার্টা ছিল স্বেচ্ছাচার রাজতন্ত্রের ভক্ত।

এই ত গেল মূল গ্রীসের কথা; এসিয়ার কূলে ও ঈজিয় সাগরের দ্বীপ সমূহেও বহু গ্রীক উপনিবেশ ছিল। এই সব গ্রীকগণ পূর্ব্বে সার্ডিস-রাজ ক্রিসাসের অধীন ছিল এবং পরে পারশীক রাজের অধীন হইল।

সভ্যতায়, জ্ঞানে, ব্যবসায়, উপনিবেশ স্থাপনে, সাম্রাজ্য বিস্তারে সব বিষয়েই এথেন্স ছিল গ্রীসের মুকুটমণি। আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে গ্রীস ছিল সাম্য ও গণতন্ত্রের দেশ। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নয়। গ্রীসের মধ্যে এথেন্সই ছিল সব চেয়ে গণতন্ত্রমূলক। কিন্তু সেই এথেন্সেও কখনও ২০ হাজারের বেশী লোক নাগরিকের অধিকার ভোগ করিত না। আর কয়েক লক্ষ লোক ছিল হেলট (Helot) বা ক্রীতদাস। এই হেলটগণ ঐ ২০ হাজার নাগরিকের হাতে নির্ম্মমভাবে অত্যাচারিত হইত। গ্রীসের সব দেশেই এই ব্যবস্থা ছিল। কাজেই বাস্তবিক গণতন্ত্র গ্রীসে ছিল না বরং ছিল অত্যাচারী অভিজাত তন্ত্র।

তখন এথেন্সের রাজা ছিলেন হিপিয়াস (Hippias)। গ্রীক ভাষায় ইহাদিগকে বলা হইত টাইরেণ্ট (Tyrant);—বর্ত্তমানে টাইরেণ্ট বলিতে আমরা বুঝি অত্যাচারী শাসক। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক ভাষায় ইহার অর্থ ছিল প্রচলিত অভিজাত-

তন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া যে রাজা হয়। এই টাইরেণ্টরা অনেকে বেশ সুশাসকই ছিলেন, অবশ্য কেহ কেহ হয়ত অত্যাচারীও ছিলেন। স্পার্টার সাহায্যে এথেন্সের অভিজাতরা হিপিয়াসকে রাজ্যচ্যুত করে। হিপিয়াস গ্রীস হইতে পলায়ন করিলেন এবং সার্ডিসে যাইয়া পারশীক ক্ষত্রপের (Satrap) বা শাসন কর্ত্তার আশ্রয় লন। সার্ডিসের পারশীক দরবার এই অতিথিকে আশ্রয় দিল এবং তাঁহাকে এথেন্সে পুনপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এথেনীয়-দিগকে আদেশ করিল। এথেন্স এই আদেশ অগ্রাহ্য করিল।

ইহার কিছু পরে আইয়োনীয় গ্রীকগণ পারশ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মিলিটাস দ্বীপের টাইরেণ্ট এরিষ্টগোরাস (Aristagoras) সার্ডিসের পারশীক ক্ষত্রপকে আশা দিয়াছিলেন যে পারশীকগণ নক্সছ (Noxos) * আক্রমণ করিলে, তিনি ও অন্যান্য গ্রীকগণ পারশ্যকে সাহায্য করিবে। কিন্তু কার্য্যকালে এরিষ্টগোরাসের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে, পারশীকদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। পারশীকদের পরাজয়ের সংবাদে আইয়োনীয় গ্রীকগণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। খৃঃ পূঃ ৪৯৯ অব্দে তাহারা বিদ্রোহ আরম্ভ করিল। এই বিদ্রোহীদের সাহায্যের জন্য এথেন্স ২০ খানা রণতরী পাঠাইল। এথেন্সের সাহায্য পাইয়া, বিদ্রোহীরা আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। নিজেদের শক্তি ও যোগ্যতার বিচার না করিয়াই, তাহারা সার্ডিস (Sardes) আক্রমণ করিতে গেল। তাহাদের আকস্মিক

* গ্রীসের অনতিদূর দক্ষিণে কাইকিয়াডেস (Kykiades) দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম। ইহার অধিবাসীরা সবাই গ্রীক।

আক্রমণের জন্য পারশীকগণ মোটে ও প্রস্তুত ছিল না। তাই গ্রীকগণ প্রথম আক্রমণে অরক্ষিত সার্ডিস নগর দখল করিল। কিন্তু নগরের দুর্গ জয় করা বা এই নগরটি নিজ দখলে রাখা, তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কাজেই গ্রীকগণ নগরোপকণ্ঠ ত্যাগ করিয়া, পালাইয়া গেল। কিন্তু পারশীকগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং ইফিসাসের নিকট এক যুদ্ধে গ্রীক বাহিনীকে পরাজিত করিল। এই পরাজয়ের পর, এথেনীয়গণ আইয়োনিয়া পরিত্যাগ করিয়া পালাইল। বিদ্রোহের সূচনাতে উৎসাহ দেখাইয়া, পরাজয়ের পর এই ভাবে পলায়ন করা. এথেনীয়দের পক্ষে নিতান্তই গর্হিত হইয়াছিল। এখন হইতে আইয়োনিয়ার বিদ্রোহ দমন করা ব্যতীত, উদ্ধত এথেন্সকে শাস্তি দেওয়াও ডারিয়াসের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। এই ঘটনায় ডারিয়াস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে, প্রত্যহ ভোজনের সময় একটি ভৃত্য, তাঁহাকে শুনাইয়া চীৎকার করিত "হুজুর, এথেনীয়দের কথা ভুলিবেন না।" পাছে এথেনীয়দের উপর প্রতিশোধ লইতে ভুলিয়া যান, তাই তাঁহার এই ব্যবস্থা।

এই সময় বিদ্রোহীরা কেরিয়াতে (Caria) এক যুদ্ধে জয়ী হইল। কিন্তু ইহার কিছু পরেই লেডে (Lade) এক নৌযুদ্ধ হয়। প্রায় ৪০০ রণতরী লইয়া গ্রীকগণ এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিল এবং পারশীকদের পক্ষে ছিল প্রায় ৬০০ যুদ্ধ জাহাজ। পারশীক নৌবাহিনীর ভার ছিল ফিনিসীয় (Phoenician) ও সাইপ্রিওটদের (Cypriote) উপর। কিছু সময় যুদ্ধের পর গ্রীক

নৌবাহিনী পলায়ন করিতে লাগিল। খৃঃ পূঃ ৪৯৪ অব্দে এই যুদ্ধ হইল। ইউরোপ ও এসিয়ার মধ্যে ঐতিহাসিক যুগে এই প্রথম নৌযুদ্ধ—এই যুদ্ধে এসিয়া জয়ী হইল। ইহার পর, এসিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপের প্রধান অবলম্বনই ছিল নৌবাহিনী। বহুবার এই নৌবাহিনীর জোরেই এসিয়ার আক্রমণ হইতে ইউরোপ আত্মরক্ষা করিয়াছে। পারশ্যের শক্তি খর্ব্ব হইল সেলামিসে; তুরস্কের শক্তি খর্ব্ব কারার জন্য ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ লেপাণ্টো (Lepanto), চ্ছিও (Scio) ও নেভারিনোর (Navarino) যুদ্ধে তুরস্কের নৌবাহিনীকে তিন বিভিন্ন সময়ে তিনবার ধ্বংস করে। * ১৬শ শতাব্দী হইতে পাশ্চাত্য জাতি সমূহের বিশ্বগ্রাসী লালসার খোরাক যোগাইয়াছে, তাহাদের নৌশক্তি। এখনও এই নৌশক্তির জোরে, সে বিশ্বকে নিজের সেবাদাসী করিয়া রাখিয়াছে। ইউরোপকে জয় করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে দরকার এসিয়ার নৌবলবৃদ্ধি। রুষ জাপান যুদ্ধে জাপানের নৌবাহিনী যুসিমা'র (Tsushima) যুদ্ধে যখন রুষ নৌবাহিনীকে ধ্বংস করিল, তখনই জাপানের জয়ের আশা হইল। ইউরোপ জানে, যতদিন সে নৌবলে বলীয়ান থাকিবে, ততদিন কেহ তাহাকে দাবাইতে পারিবে না। তাই আজ ইংলেণ্ড

* লেপাণ্টোতে (১৫৭১) স্পেন, মাল্টা, জেনোয়া, ভিনিস এবং পোপ একত্র হয়, চ্ছিওতে ইংলেণ্ড ও রাষিয়া একত্র হয় এবং নেভারিনোতে (১৮২৭) ইংলেণ্ড, রাষিয়া ও ফ্রান্স একত্র হয়। শেষোক্ত যুদ্ধের ফলে গ্রীস তুরস্ক-অধিকার হইতে স্বাধীন হইল।

সিংঙ্গাপুরের জন্য ব্যস্ত; আমেরিকা গুয়াম ও পার্ল বন্দর * লইয়া ব্যস্ত; এবং সমস্ত শ্বেত জাতি আজ প্রাণপণে নৌশক্তি বৃদ্ধির দিকে ঝুঁকিয়াছে।

লেড যুদ্ধের পর, পারশীকগণ মিলিটাস দ্বীপ দখল করিল। সেই সময় য়ুনানী মণ্ডলীতে মিলিটাস বিশেষ বিখ্যাত। তখনও এথেন্স ও স্পার্টার তত প্রতিপত্তি হয় নাই। আইয়োনীয় বিদ্রোহে মিলিটাসই (Melitus) ছিল অগ্রণী ও নেতা। পারশীকগণ সেই দ্বীপ দখল করিয়া, এখান হইতে বহু নরনারী ও শিশুকে টাইগ্রিসের মোহনায় এম্পে (Ampe) নগরে নির্ব্বাসিত করিল। বিজিত রাজ্য বা দেশের অধিবাসীদিগকে এইভাবে নির্ব্বাসিত করাকে, তৎকালীন প্রচলিত প্রথানুসারে বিশেষ দয়াসূচকই বলিতে হইবে। এই সময় এবং ইহার ৩।৪ শত বৎসর পরেও গ্রীক ও রোমকগণ বিজিত জাতিকে দাসভাবেই ব্যবহার করিত এবং তাহাদের উপর বীভৎস অত্যাচার করিত। গ্রীকবীর আলেকসন্দর তাঁহার প্রাচ্যাভিযানে

* প্রশান্ত মহাসাগরে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র, জাপান ও ফিলিপাইনের প্রায় সমদূরে গুয়াম দ্বীপে একটি বড় রকম নৌ-আড্ডা স্থাপন করিয়াছে; ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই, সে হাওয়াই (Hawaii) দ্বীপের পার্ল বন্দরে (Pearl Harbour) আর একটি আড্ডা করিয়াছে। এই একই উদ্দেশ্য, সে আজ নিকারাগুয়ার (Nicaragua) উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফনসেকা উপসাগরে (Gulf of Fonseca) একটি আড্ডা স্থাপন করিতেছে।

বহু স্থানেই এই প্রকার বর্ব্বর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন। পারশীকগণ ত কেবল নির্ব্বাসিত করিয়াই ছাড়ান দিল।

এই বিদ্রোহ দমনের সময় থ্রেস ও মেসিডোন হইতে পারশীক বাহিনী সরাইয়া আনিতে হয় এবং সেই সুযোগে থ্রেস ও মেসিডোন স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ডেসিয়াস যখন আইয়োনীয় বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত, এথেন্স তখন ভাবী পারশীক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই সময় এথেন্স যে সব রণতরী নির্ম্মাণ করিল, তাহাই শেষ পর্য্যন্ত গ্রীসকে পারশীক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এই বিদ্রোহের ফলে ডারিয়াসের গ্রীস আক্রমণে দেরী হইল এবং এই অবকাশে গ্রীস আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পাইল। যদিও আইয়োনীয় গ্রীকদের বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল, কিন্তু প্রকারান্তরে তাহারাই গ্রীসের বাঁচিবার পথ করিয়া দিল।

খৃঃ পূঃ ৪৯৩ অব্দে ডারিয়াস আবার থ্রেস ও মেসিডোন জয় করিতে মনন করিলেন; এথেন্স ও ইরিট্রিয়াকে (Eritria) শাস্তি দেওয়াও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যদিও জলপথে মাত্র ২০০ মাইল, কিন্তু নানা কারণে পারশীক সৈন্য স্থলপথেই রওনা হইল। পারশীকগণ স্থল যুদ্ধেই দক্ষ ও দুর্জয় ছিল, জল যুদ্ধে তত পটু ছিল না। তারপর এথেন্সের নব নির্মিত নৌবাহিনীর ভয়ও ছিল। ডারিয়াসের ভাগ্নেয় মার্দোনিস (Mardonis) মাসিডোন অভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আগমনে বিদ্রোহী মাসিডোনরাজ আলেকসন্দর আবার পারশ্যের বশ্যতা স্বীকার করিলেন (৪৯৩); থ্রেসও পারশীক

বশ্যতা স্বীকার করিল। এমন সময় ঝড়ে তাঁহার বহু মালবাহী জাহাজ নষ্ট হইয়া গেল; তাই মার্দোনিসকে কিছু দিন মাসিডোনে অপেক্ষা করিতে হইল। ইতিমধ্যে মার্দোনিসের নিয়োগ কাল ফুরাইয়া যাওয়াতে, তিনি দেশে ফিরিয়া গেলেন (৪৯২)। ডারিয়াস কোন সেনাপতিকেই বেশী দিনের জন্য এক কাজে নিযুক্ত করিতেন না। মার্দোনিসের স্থলে ডেটিস ও আর্টাফার্নেস (Datis and Artapharnes) নামক সেনাপতিদ্বয় আসিলেন।

মার্দোনিসের প্রত্যাবর্ত্তনের পর, পারশীকগণ আর এথেন্সের দিকে অগ্রসর হয় নাই। ৪৯০ খৃঃ পূঃ অব্দে, আবার মার্দোনিস এথেন্স ও ইরিট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিলেন। ঈজিয় সাগরের বক্ষ চিড়িয়া পারশীক নৌবাহিনী, পারশীক সৈন্যদের লইয়া, গ্রীসের দিকে যাত্রা করিল। পথে পারশীকগণ নেক্সস (Naxos) দ্বীপটি জয় ও দখল করিল; সেখান হইতে বিজয়ী বাহিনী ডেলসে গেল। ডেলসের * বিখ্যাত এপোলো মন্দিরের খাতিরে পারশীকগণ এই দ্বীপটির উপর বিশেষ জোর জুলুম করিল না। অপরের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে প্রাচ্যগণ বরাবরই অনিচ্ছুক—এই কাজ তাহাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। পাশ্চাত্য জাতিদের পক্ষে এই কাজ নিতান্তই সহজ ও প্রকৃতি-সম্মত। ডেলস হইতে পারশীকগণ ইউবিয়াতে যায়; সেখান হইতে পারশীকগণ ইরিট্রিয়া নগরে গেল। আইয়োনীয় বিদ্রোহীদের সাহায্য করিতে যাইয়া, ইরিট্রিয়ার সৈন্যগণ সার্দিস

* নক্সস ও ডেলস দুইটি গ্রীক আধ্যুষিত দ্বীপ।

আক্রমণের সময়ও বিদ্রোহীদের সাথে ছিল। তাহাদের প্রতি রাগের ইহাই কারণ। পারশীকগণ নগর অবরোধ করিল এবং কিছু দিন পরেই ইরিট্রিয়া দখল করিল। অধিবাসীদিগকে ইলামে (Elam) নির্ব্বাসিত করা হইল; সমস্ত নগর আগুণে ভস্মীভূত হইল। যখন ক্ষুদ্র ইরিট্রিয়া এই ভাবে পারশ্যের হাতে লাঞ্ছিত হইতেছিল, এথেন্স তখনও বেশ নিশ্চিন্ত— স্বজাতি প্রতিবেশীকে সাহায্য করার জন্য সে কিছুই করিল না।

পারশীক বাহিনী যখন নক্সছ, ডেলস ও ইরিট্রিয়া জয়ে ব্যস্ত ছিল, এথেন্স তখন তাহার সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিল। পারশীকগণ যদি ঐ সব স্থানে দেরী না করিয়া, সিধা এথেন্সের দিকে চলিয়া যাইত, তবে আর এথেন্স প্রস্তুত হইবার সময় পাইত না। ইরিট্রিয়া ধ্বংসের পর পারশীক বাহিনী মেরাথনের (Marathon) দিকে যাত্রা করিল। এই মেরাথনে গ্রীক ও পারশীক বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অপরিচিত ও অপরিসর স্থানে পারশীক বাহিনীর বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। এথেন্সের টাইরেণ্ট হিপিয়াসও পারশীক বাহিনীর সঙ্গে ছিল; তাহার ভরসা ছিল যে তাহার পক্ষীয় লোকরা এথেন্সে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিবে। পারশীকগণ এই ভরসার উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছিল। কিন্তু কার্য্য কালে কিছুই হইল না। ইহাতেও পারশীকদের অনেক অসুবিধা হইল। গ্রীক পক্ষে সৈন্য চালনার ভার ছিল মিলটিয়াডিসের (Miltiades) উপর—তিনি বেশ সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু পারশীক পক্ষের ডেটিস ও

আর্টাফার্ণেস তেমন সুদক্ষ ছিলেন না। (৪৯০) এই সব কারণে পারশীকগণ পরাজিত হইল। এই পরাজয়ের পর পরাশীকগণ গ্রীস ত্যাগ করিল। মেরাথনে তাহাদের নৌবাহিনী ছিল। তাহার সাহায্যে তাহারা জল পথে দেশে ফিরিয়া গেল।

সেবারের মত গ্রীস বিজয় স্থগিত রহিল কিন্তু ডারিয়াস তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। ইহার কিছু পরেই মিশরে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। সেই বিদ্রোহে ও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় গ্রীক অভিযানের আয়োজন করিতে দেরী হইল। যখন সেই আয়োজন আরম্ভ হইল, তখন মৃত্যু আসিয়া তাহাতে বাধা জন্মাইল। এই সব যোগাড়-যন্ত্র করিতে খৃঃ পূঃ ৪৮৫ অব্দে, তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন।

জগতের ইতিহাসে ডারিয়াসের স্থান অতি উচ্চে। সেই প্রাচীন যুগে তাঁহার মত এমন বিচক্ষণ, বীর, দয়ালু ও রাজনীতি-বিশারদ রাজা নিতান্তই বিরল। প্রজার সুখ বিধানের জন্য তিনি সদাই ব্যস্ত ছিলেন,—শত্রুর প্রতিও তিনি অনাবশ্যক ক্রূঢ়তা প্রদর্শন করিতেন না। সাইরাছ যে সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়া যান, তিনিই তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সেই যুগে তাঁহার সাম্রাজ্যের মত, এত বিস্তৃত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী কোন সাম্রাজ্যই দেখা যায় না। এসিয়া ও ইউারাপের চিরকালের বিরোধের সূত্রপাত হয়, তাঁহারই আমলে; এবং এই বিরোধের ভিতর দিয়াই দুই মহাদেশের সভ্যতার আদান প্রদানের পথ পড়িল। ঐতিহাসিক সাইকেস (Sykes) লিখিয়াছেন "he ranks very

high among the greatest Aryans of history"—আর্য্য জাতির ইতিহাসে ডারিয়াসের স্থান বহু উচ্চে। তাঁহার সমকক্ষ বীর, রাজনীতি-বিশারদ, বহু গুণে গুণান্বিত রাজা আর্য্য জাতির মধ্যে বড় বেশী পাওয়া যাইবে না। শুধু দিগ্বিজয়েই তাঁহার প্রতিভা ব্যয়িত হয় নাই। রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ করা, প্রাচীন সুয়েজ খাল পুন কর্ত্তনকরা এবং প্রজাদের সুখ সুবিধার সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থা করাতে, তাঁহার দূরদর্শিতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

এথেন্সের ধ্বংস ও পারশীক বাহিনীর প্রত্যাবর্ত্তন।

ডারিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ঝারকৃসেছ (Xerxes) সম্রাট হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল আর্ত্তাবাজানেস (Artabazanes)। কিন্তু কনিষ্ঠ ঝারকসেছের মাতাই ছিলেন ডারিয়াসের প্রিয়তমা পত্নী। তাঁহার এই প্রেয়সীর অনুরোধে, সম্রাট কনিষ্ঠ পুত্র ঝারকসেছকেই সম্রাট পদের জন্য নির্ব্বাচন করিয়া যান। ঝারকসেছ অতি সুপুরুষ কিন্তু অত্যন্ত বিলাসী ও অলস ছিলেন। গৌরব ও যশের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার অনুরাগই ছিল না। গ্রীসে পারশীক বাহিনীর পরাজয়ে, তিনি কোনই অপমান বোধ করিতেন না। কিন্তু ডারিয়াসের প্রিয় সেনাপতি মার্দ্দোনিসের প্রাণে এই পরাজয়ের অপমান তীব্র

হইয়া বাজিতেছিল - তাই প্রতিশোধের জন্য মার্দোনিস প্রায়ই ঝারকসেছকে উত্যক্ত করিতেন।

মার্দোনিসের তাড়নায়, তিনি অবশেষে যুদ্ধের আয়োজনে মন দিলেন। প্রথমে সম্রাট মিশরে যান এবং সেখানকার বিদ্রোহ দমন করেন (৪৮৪ খৃঃ পূঃ)। ইতিমধ্যে বাবিলনেও বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। মিশর জয়ের পর, পারশীক বাহিনী বাবিলোনের বিদ্রোহ দমন করে। ইহার পর গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযানের আয়োজন আরম্ভ হইল।

এইখানে একটি কথা বলা দরকার। পারশীকদের গ্রীক অভিযানের যে ইতিহাস আমরা পাই, তাহা গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখা। হেরোডোটাস পারশীক-গ্রীক যুদ্ধের বিস্তারিত উপাখ্যান লিখিয়াছেন। আক্রান্ত দেশ যদি বিদেশী আক্রমণকারীর বিজয় অভিযানের কাহিনী লেখে, তবে সে নিজের দেশ ও জাতির কলঙ্ক যথাসম্ভব ঢাকিয়াই লিখিবে। তাই গ্রীক ঐতিহাসিকদের কেতাবে যে সব কাহিনী পাওয়া যায়, তাহার অনেকটাই অসত্য। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণও সকলেই তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু এই সব বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণও গ্রীকানুরাগী পাশ্চাত্য দেশবাসী—তাই তাহারা যতটা বাদছাদ দিতে চান, প্রকৃতপক্ষে হেরাডোটাসের কাহিনী হইতে হয়ত আরও অনেক বেশী বাদ যাইবে। যাক, এই সম্বন্ধে সঠিক কোন মাপকাঠি পাওয়া কঠিন। তাই আমরাও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মতই যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়াছি। যদি বর্ত্তমান পারশীকগণ কখনও ইসলামী প্রভাব ত্যাগ করিয়া,

প্রাচীন সভ্যতার গৌরব ও জাতীয়তা বোধ অনুশীলন করে এবং তারপর যদি প্রাচীন পারশীক গ্রন্থাদি ও উপকরণ অবলম্বনে ঐ যুগের ইতিহাস লিখে, তবেই হয়ত কতকটা সত্য নির্ণয়ের পথ সুগম হইবে। মোটের উপর পাঠকগণ যেন এই একটা কথা মনে রাখেন যে অনেকে যেমন হেরোডোটাসকে "ইতিহাসের জন্মদাতা" বলে, তেমনি কেহ কেহ আবার তাঁহাকে "মিথ্যাবাদীর আদি পুরুষ"ও বলে। সেই হেরোডোটসই হইল, এই গ্রীক অভিযানের ইতিহাস লেখক।

হেরোডোটাসের মতে মার্দ্দোনিস যে পারশীক বাহিনী লইয়া গ্রীক অভিযানে বাহির হইলেন, তাহাতে সৈন্য ও অনুচর সহ ৫০ লক্ষ লোক ছিল। এই বিরাট বাহিনীর মধ্যে ১২টি প্রধান এবং আরও বহু অপ্রধান জাতির লোক ছিল। তুলার পোষাক পরিহিত (**with cotton coats**) ভারতীয় সৈন্যও এই বাহিনীতে ছিল। সিন্ধুনদের পশ্চিম পারে ইরাণী সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল—সেখান হইতে ভারতীয় সৈন্য গ্রীসে গিয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (৫১২ খৃঃ পূঃ) ডারিয়াস যখন এই প্রদেশ জয় করেন, তখন গ্রীক সেনাপতি স্কাইলক্স (Scylax) ও গ্রীক সৈন্যেরা তাঁহার হইয়া ভারতের ঐ প্রান্ত প্রদেশ জয় করে। আজ আবার পারশীক সম্রাটের পক্ষ হইয়া ভারতীয়গণ গ্রীস জয় করিতে চলিল।

এই অভিযানে বিভিন্ন জাতির লোক হয়ত ছিল ;কিন্তু ৫০ লক্ষ লোক যে নিতান্তই বাজে মিথ্যাভাষণ তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; কত যে লোক ছিল তাহা

সঠিক বলা কঠিন। তবে অনেকের মত যে এথেন্সের স্বাধীন নাগরিকের সংখ্যা কখনও ২০ হাজারের বেশী ছিলনা এবং ইহার দাসের সংখ্যা ২।৩ লক্ষ হয়ত ছিল। * এই সামান্য ২০ হাজার লোকের দেশকে আক্রমণ করিতে বড় জোর হয়ত ১০ হাজার সৈন্যই পর্য্যাপ্ত,—না হয় ২০ হাজার লোকই ধরা যাইতে পারে।

এই বাহিনীতে রথারোহী, উষ্ট্রারোহী, পদাতিক ও নৌসেনা ছিল। এই বাহিনী প্রথমে কেপাডোসিয়া প্রদেশে একত্রিত হইল এবং সেখান হইতে লিডিয়াতে গেল। ঝারকসেছ তখন লিডিয়াতেই ছিলেন। হেলসপণ্ট প্রণালীর উপর দুইটি নৌসেতু নির্ম্মিত হইল। নিকটে এবিডস (Abydos) সহরে একটি পর্ব্বতের উপর বসিয়া সম্রাট সৈন্যদের দেখিতে লাগিলেন। দলে দলে সৈন্য হেলস্পণ্ট পার হইয়া ইউরোপে প্রবেশ করিল। ডোরিসকাস পর্য্যন্ত তাহারা একদলেই গেল। ডোরিসকাস ক্ষেত্রে সব সৈন্য গণনা করা হইল এবং সেখানে তাহারা তিন দলে বিভক্ত হইল—কথা রহিল থার্ম্মাতে (Therma) যাইয়া তিন দল আবার একত্র হইবে। থার্ম্মা যাইবার পূর্ব্বে থ্রেসিয়ানদের দেশ পার হইতে হইল। থ্রেসিয়ানগণ গ্রীকদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। গ্রীকগণ প্রথমে ১০ হাজার সৈন্য থ্রেসে

* "In neither of these two republics (Athens & Sparta) did the freemen ever exceed twenty thousand, whilst the slaves ran into hundreds of thousands." Putnam Weale—The Conflict of Colour. P. 21.

পাঠাইয়াছিল কিন্তু কিছুদিন পরেই এই গ্রীকবাহিনী থ্রেস ত্যাগ করিয়া যায়। অবশেষে থ্রেসীয়ানগণ পারশীকদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্ধি ক্রয় করিল।

পারশীক অভিযানের খবর পাইয়াই, এথেন্স যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। পারশীকদের নৌবাহিনীকে বাধা দিবার জন্য এথেনীয় নৌবাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হইল। পূর্ব্ব হইতেই এথেনীয়গণ পারশীক আক্রমণের আশঙ্কায় নিজেদের নৌবল বাড়াইতেছিল। এই সব রণতরীর সাহায্যে, নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে, এথেন্সের সমস্ত নাগরিকদিগকে স্থানান্তরিত করা হইল। কেবল নগর রক্ষার উপযোগী সৈন্য ও রাষ্ট্রচালকগণ এথেন্সে রহিল। অন্যান্য গ্রীক নগরের নিকটও এথেন্স সাহায্য পার্থনা করিল। নানা গ্রীকনগর হইতে সৈন্যদল এথেন্স তথা গ্রীসের রক্ষার জন্য সম্মিলিত হইল। এই সম্মিলিত সৈন্যদলের মধ্যে স্থল বাহিনীর নেতৃত্ব ভার পড়িল স্পার্টার উপর এবং নৌবাহিনীর নেতৃত্ব ভার পড়িল এথেন্সের উপর।

স্পার্টানগণ প্রথমে প্রস্তাব করিল উত্তর গ্রীস বা এটিকা ত্যাগ করিয়া সবাই মিলিয়া কোরিন্থ যোজকে (the isthmus of Corinth) পারশীকদিগকে বাধা দেওয়া হউক। এথেন্স ও এটিকার গ্রীকগণ এই প্রস্তাব অনুমোদন করিল না। অবশেষে, স্পার্টানরাজ লিওনিদাসের (Leonidas) অধিনায়কত্বে গ্রীক বাহিনী থার্মোপলিতে (Thermopylae) আড্ডা গাড়িল। থার্মোপলি স্থানটি প্রতিরোধ ও বাধার পক্ষে অতি চমৎকার। একদিকে পাহাড় এবং একদিকে সমুদ্র—এই দুইয়ের মাঝখানে

ছোট একটী গিরিবর্ত্ম। ইহার বহিষ্কার মুখটি বন্ধ করিতে পারিলে বিরাট বাহিনী লইয়া, এই পথে অগ্রসর হওয়া বা প্রত্যাবর্ত্তন করা দু-ই কঠিন। ৭০০০ হাজার সৈন্য লইয়া লিওনিদাস এই বর্ত্মমুখ রোধ করিয়া বসিলেন। এবং সমুদ্র পথেও ইউবিয়া দ্বীপের উত্তরে আর্টিমিসিয়ামে (**Artemisam**) গ্রীকনৌবাহিনী সম্মিলিত হইল। জল ও স্থল পথে একই কালে পারশীকদিগকে আক্রমণ করাই গ্রীকদের উদ্দেশ্য ছিল।

থার্মোপলিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। লিওনিদাস ও তাঁহার অনুচরগণ প্রাণপণে পারশীকদিগকে বাধা দিতে লাগিল। থার্ম হইতে থার্মপলিতে আসিতে পারশীকদের বহুদিন লাগিল—থার্মোপলি এথেন্স হইতে অল্পদূরে। একবার যদি পারশীকগণ থার্মোপলি বর্ত্ম অতিক্রম করিতে পারে, তবে এথেন্স পর্য্যন্ত পথ তাহাদের নিকট উন্মুক্ত হইবে। তাই গ্রীকগণ বাধা দিবার জন্য যথাসাধ্য করিল। পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যে মাত্র ১০০ ফিট প্রসস্ত গিরিবর্ত্ম তখন ছিল—এই ক্ষুদ্র পথের মুখ রক্ষাই লিওনিদাসের কাজ। দুই দিন চেষ্টা করিয়াও পারশীকগণ বর্ত্ম মুখ মুক্ত করিতে পারিল না - ঝারকসেছ একটু নিরাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তৃতীয় দিনে এক স্বদেশদ্রোহী গ্রীক তাহাদিগকে নূতন এক পথের সন্ধান দিল। পাহাড়ের উপর দিয়া একটা পথ ছিল, সেই গ্রীকটি পারশীকদিগকে এই পথের সন্ধান দিয়া দিল। পারশীকগণ তখন দলে দলে সেই পথে অগ্রসর হইল। যে গ্রীকবাহিনী সেই পথ রক্ষা করার জন্য ছিল, তাহারা পারশীকদের আক্রমণের বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না। গ্রীকগণ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন

করিতে লাগিল। কেবল লিওনিদাসের স্পার্টান, থিবিয়ান (Thebians) ও থেসপিয়ন (Thespian) সৈন্যরা শেষ পর্য্যন্ত বাধা দিবার চেষ্টা করিল। তাহারা বুঝিল গ্রীসের দ্বার রক্ষা করা অসম্ভব—কিন্তু তুচ্ছ জীবনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করাও কাপুরুষতা। স্বদেশ রক্ষার জন্য ইহারা সবাই সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। নিশ্চিত পরাজয় জানিয়াও তাহরা মৃত্যুকে প্রেয়সীর মত আলিঙ্গন করিল। এই বীরত্ব ও ত্যাগের জন্যই লিওনিদাস ও তাঁহার অনুচরগণ চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিতে হয়। অনেকের ধারণা আছে থার্মোপলির যুদ্ধে গ্রীকগণ এমন কিছু একটা করিয়াছে, যাহা জগতের ইতিহাসে আর ঘটে নাই। গিরিবর্ত্ম-মুখে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক সৈন্যকে বাধা দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। লিওনিদাসের খাস সৈন্য ভিন্ন, অন্য গ্রীকগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তারপর, অনেকের ধারণা আছে যে গ্রীকগণ মাত্র ৩০০ শত সৈন্য লইয়া থার্মপলিতে পারশীক সৈন্যকে বাধা দেয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়। লিওনিদাসের সহিত শেষ পর্য্যন্ত ৩০০ সৈন্য সেখানে স্বদেশের জন্য বীরগতি লাভ করে। কিন্তু এই ৩০০ সৈন্য ভিন্ন আরও বহু সৈন্য সেখানে ছিল—পারশীক আক্রমণের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে।

পারশীক সৈন্য যখন থার্ম হইতে থার্মোপালির দিকে যাত্রা করিল, তখনও পারশীক নৌবাহিনী থার্মতেই ১২ দিন অপেক্ষা

করিল। ১২ দিন পর,তাহারা স্থল সৈন্যের সহিত যোগ রাখার জন্য দক্ষিণে চলিল। থার্মোপলির নিকটে, ইউবিয়া দ্বীপের উত্তরে তাহারা আশ্রয় লইল। পথে কয়েকখানা গ্রীক রণতরীর সহিত দেখা হয়—গ্রীক তরীগুলি কতক পালাইল এবং কয়েক খানা জখম হইয়া সমুদ্রে ডুবিল। ইহার পর ইউবিয়ার নিকট আর্টি-মিসিয়াম (Artemisium) স্থানে পারশীক নৌবহর আশ্রয় লইল। ইউবিয়া ও এটিকার (বা উত্তর গ্রীসের) মধ্যে ইউবীয় প্রণালী—এই খানেই গ্রীক নৌবাহিনীর আড্ডা। এক রাত্রে ভীষণ ঝড় হয়, তাহাতে ৪০০ পারশীক রণতরী ডুবিয়া গেল। পারশীকদের প্রায় অর্দ্ধেক রণতরী এইভাবে নষ্ট হইল।

কিন্তু তবুও পারশীকগণ দমিল না। তাহাদের উদ্দেশ্য ও আশা ছিল ইউবীয় প্রণালীর দুই মুখে পারশীক নৌবাহিনী গ্রীক বাহিনীকে আক্রমণ করিবে এবং দুই দিকের আক্রমণে গ্রীক বাহিনী নিশ্চয় পরাজিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে ইউবিয়া দ্বীপ ঘুরিয়া প্রণালীর দক্ষিণ মুখে যাইবার জন্য ২০০ রণতরী পাঠান হইল। কিন্তু আবার ঝড় হইয়া, তাহাতে সমস্ত তরীই ডুবিয়া গেল। ঠিক এই সময় উত্তর মুখে আর্টিমিসিয়ামে গ্রীক রণতরী, পারশীক রণতরীকে আক্রমণ করিল। প্রথম দিনের যুদ্ধে কোন পক্ষই জয়যুক্ত হইতে পারিল না। পরদিন, দক্ষিণগামী ২০০ পারশীক রণতরীর ধ্বংসের খবর এবং ৫৩ খানা নূতন এথেনীয় রণতরী, আর্টিমিসিয়ামে পৌছিল। সেই দিন পারশীকগণ ভীষণ বেগে গ্রীক নৌবহরকে আক্রমণ করিল। গ্রীকগণ প্রায় পরাজিত হইতেছিল; এমন সময় খবর আসিল থার্মোপলি

পারশীকদের হস্তগত হইয়াছে। এই সংবাদে গ্রীক নৌবাহিনী একেবারে যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল। গ্রীক নৌবাহিনী যে পলায়ন করিল, পারশীকগণ তাহা জানিতে পারিল না ; তাহারা মনে করিল, আবার হয়ত কালকার যুদ্ধের জন্ম অল্পদূরে গ্রীকগণ প্রস্তুত হইতেছে। সেইদিন যদি পারশীকগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিত, তবে বোধ হয় অনেক গ্রীক-তরীই তাহাদের হাতে বন্দী হইত। গ্রীকদের বহু রণতরী এই যুদ্ধে জখম হইল। স্থল ও জল উভয়ত্রই পারশীকগণ জয়যুক্ত হইল।

স্থল ও জলযুদ্ধে জয়ী হইয়া, পারশীকগণ এটিকার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে আর কেহ বাধা দিতেও ভরসা পাইল না। ঝারকসেছ বিজয়গর্ব্বে এথেন্সে প্রবেশ করিলেন। এথেনীয়গণ কোন প্রকার বাধা না দিয়াই, নগর ছাড়িয়া পলায়ন করে। ডেলফির দৈববাণী আদেশ দিয়াছিল যে, কাষ্ঠ প্রাচীরই এথেন্সকে রক্ষা করিবে। এই দৈববাণীর উপর নির্ভর করিয়া কতক লোক এথেন্সের পোতাশ্রয় এক্রোপলিসে (Acropolis) যাইয়া আশ্রয় লইল। সম্রাট এথেন্স দখল ও ধ্বংস করিয়া, এক্রোপলিসও দখল করিলেন। সমস্ত উত্তর ও মধ্যগ্রীস পারস্থের পদানত হইল।

এইখানে, প্রাচ্যাভিযানের সময় আলেক্সন্দর প্রতি পদে পদে কি রকম বাধা পাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ ও তুলনা করা উচিৎ। গ্রীসের মুকুটমণি এথেন্স সম্পূর্ণ বিনা-বাধায় শত্রুর হাতে আত্মসমর্পন করিল। আলেকসন্দর কোথাও এমন সহজে

জয়ী হইতে পারেন নাই। তবুও আমরা পাশ্চাত্যজাতিসমূহের বীরত্ব ও স্বদেশ-প্রাণতার প্রশংসায় শতকণ্ঠ।

এই সময় পারশীকদের এক বিপদ ঘটিল। সেলামিসে (Salamis) পারশীক নৌবাহিনী গ্রীকবাহিনীর নিকট পরাজিত হইল। এই পরাজয়ে ঝারকসেছ একটু দমিয়া যান। এদিকে, গ্রীস বিজয় প্রায় শেষ হইয়াছে মনে করিয়া, তিনি দেশে ফিরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। গ্রীস জয় সম্পূর্ণ করার জন্য একদল সৈন্যসহ মার্দ্দোনিস গ্রীসে রহিলেন। তিনি বেশীরভাগ সৈন্য সঙ্গে লইয়া হেলেসপণ্ট হইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। এথেন্স জয় করিয়া, সমস্ত পারশীক বাহিনীই থেসেলিতে গিয়াছিল। যখন পারশীক সম্রাট স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন মার্দ্দোনিস নিজের মত করিয়া নূতন উদ্যমে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি সন্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়া, তিনি আবার দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন।

পারশীকদের এথেন্স দখলের ১০ মাস পরে মার্দ্দোনিস আবার এথেন্স দখল করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে এথেন্স দুইবার পারশীকদের পদানত হইল। এথেন্স পদানত করিয়া বীরবর মার্দ্দোনিস বিওষিয়াতে গেলেন। সমস্ত বিওষিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। তাঁহার অশ্বারোহী দলের সেনানী মেসিষ্টাস (Masistus) একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া গ্রীসের যত্র তত্র পারস্থের বিজয় নিশান উড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে সমস্ত গ্রীস মার্দ্দোনিসের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইল। লক্ষাধিক

সৈন্য লইয়া তাহারা প্লেটিয়া (**Plataea**) ক্ষেত্রে একত্রিত হইল। যুদ্ধে পারশীকদের জয় যখন প্রায় সুনিশ্চিত, তখন বীরবর মার্দ্দোনিস হঠাৎ আহত হইয়া পড়িলেন। আহত মার্দ্দোনিসকে উদ্ধার করার জন্য পারশীকগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিল। মার্দ্দোনিস যুদ্ধ ক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিলেন। নেতা-বিহীন পারশীকগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিল। ইহার পর, পারশীক বাহিণী গ্রীস ত্যাগ করিয়া গেল। মার্দোনিসের মৃত্যুর সহিতই পারস্তের গ্রীস বিজয়ের চেষ্টা বন্ধ হইল।

শেষ কথা

পারশীকদের এই গ্রীক অভিযানের সহিত আলেকসন্দরের এসিয়া বিজয়-চেষ্টার একটু তুলনা করা যাউক। শেষ পর্য্যন্ত পারস্যও গ্রীস জয় করিয়া, রাখিতে পারে নাই এবং গ্রীসও শেষ পর্য্যন্ত পারস্য জয় করিয়া রাখিতে পারে নাই। পারশীকদের বিজয়-অভিযান গ্রীস পর্য্যন্ত যাইয়া প্রতিহত হয়, আলেকসন্দরের বিজয়-অভিযান পঞ্চনদের তীর পর্য্যন্ত যাইয়াই প্রতিহত হয়। আলেকসন্দরের ভারত-ত্যাগের কয়েক মাসের মধ্যেই ভারত হইতে গ্রীক-শাসনের চিহ্ন লোপ পাইল। গ্রীসেও পারশীকদের আধিপত্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। পারস্য প্রভৃতি দেশও খুব বেশী দিন গ্রীসের অধীন থাকে নাই। ২৫০ খঃ পূঃ অব্দে (অর্থাৎ আলেকসন্দরের পারস্য বিজয়ের ৭৭ বৎসর

পরে) পার্থিয়া প্রবল হইয়া গ্রীক শাসন-পাশ ছিন্ন করে এবং গ্রীকদের হাত হইতে পারস্ত, মিদিয়া প্রভৃতি প্রদেশ জয় করিয়া, নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করে। অপর দিকে থ্রেস, থেসিলি, মেসিডোন এবং বিশেষতঃ কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান রুশিয়ার অন্তর্গত প্রদেশগুলি বহুকাল পারস্তের অধীন ছিল। ঈজিয় সাগরের ও এসিয়ার উপকূলের গ্রীকগণও বহুদিন পারস্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। আলেকসন্দরের অধি-নায়কত্বে গ্রীস যখন পারস্ত আক্রমণ করে, তখন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠতম সেনাপতি তাহাদের নায়ক হইলেন। আলেকসন্দর যেমন ইউরোপীয় যোদ্ধাদের মধ্যে প্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এদিকে, পারশীক সম্রাট ঝারকসেছ ছিলেন পারশীক সম্রাটদের মধ্যে প্রায় সর্ব্বাধম। এই পারশীক অভিযানের প্রকৃত নায়ক ছিলেন মার্দোনিস—নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্রাট এই অভিযানের আয়োজন করেন। তিনি ছিলেন বিলাসী, ব্যভিচারী, ভীরু ও কাপুরুষ। মার্দোনিসকে সামান্য কিছু সৈন্য দিয়া, তাঁহাকে গ্রীসে রাখিয়া, তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে তিনি নিজের কাম ও লালসার আগুণের ছোঁয়াচে পারশীক সাম্রাজ্যে আগুণের খেলা সুরু করেন। পারস্তের বিখ্যাত সেনাপতি মার্দোনিসের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার কোন চেষ্টাই তিনি করিলেন না। যখন পারস্তের সম্রাট ব্যভিচারে ও লালসা চরিতার্থে ব্যস্ত, তখনও সম্রাটের প্রান্তিক প্রদেশের ক্ষত্রপগণ গ্রীসের সহিত ছোট খাটো যুদ্ধে ব্যাপৃত। গ্রীস তখন ঈজিয় গ্রীকদিগকে মুক্ত করার চেষ্টায় ছিল। ৪৬৬ খৃঃ পূঃ অব্দে তাঁহার দেহরক্ষী বাহিনীর

সেনাপতি আর্টাবেনাস তাঁহাকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করেন।

আর্টাবেনাসের (Artabanus) চেষ্টায় ঝারকসেছের কনিষ্ঠ পুত্র আর্তাঝারকসেছ (Artaxerxes) সম্রাট হন। ঝারকসেছের কু-শাসনে ও অনাচারে সাম্রাজ্যে বহু বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর নানাস্থানে বিদ্রোহ প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল। আর্তাঝারকসেছ প্রায় পিতার মতই অকর্ম্মণ্য ছিলেন—জাতীয় গৌরব ও প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁহার কোনই আকর্ষণ ছিল না। তবুও তিনি সাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ ও অক্ষত রাখিয়া গিয়াছিলেন। মিশরের বিদ্রোহ দমন করিতেই তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। ইনারাস নামক এক রাজকুমার মিশরে বিদ্রোহ আরম্ভ করেন। এই সময় এথেনীয়গণ বিদ্রোহীদের সাহায্যের জন্য ২০০ রণতরী ও একদল সৈন্য মিশরে পাঠায়। গ্রীকগণ প্রথমে কতকটা সুবিধা করিয়া, মেম্ফিস (Memphis) অবরোধ করে। কিন্তু পারশীক সেনাপতি মেগাবাইজাস (Magabyzus) তাহাদিগকে পরাজিত করে—হতাবশিষ্ট গ্রীক বাহিনী পালাইয়া প্রসোপিটিস (Prosopitis) দ্বীপে আশ্রয় লয়।

এদিকে গ্রীক নৌ-বাহিনী নীল নদীতে থাকিয়া দরকার মত স্থল বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু পারশীকদের একটি কৌশলে সমস্ত গ্রীক রণতরী ধ্বংস হইল। পারশীকগণ একটি খাল কাটিয়া নীল নদীর জল অপর পথে সরাইয়া লইয়া যায়। হঠাৎ একদিন গ্রীক নৌসৈন্যেরা দেখিল, সমস্ত গ্রীক নৌবাহিনী ডাঙ্গার উপর ঠেকিয়া

গিয়াছে—নদীর তলদেশে পর্য্যন্ত একটুও জল নাই। পারশীকগণ এত নিপুণতার সহিত এই কাজ করিয়াছিল যে, গ্রীকগণ পূর্ব্বে কিছুই টের পায় নাই। অবশেষে গ্রীকগণ নিজেদের জাহাজে অগ্নি সংযোগ করিল। নতুবা সমস্ত দ্রব্যাদি সহিত সব জাহাজই পারশীকদের অধিকারে যাইত। ইহার পর যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে পারশীকদের হাতে প্রায় সমস্ত গ্রীক সৈন্যই হত হয়—মাত্র ৬০০০ হাজার সৈন্য অবশিষ্ট রহিল। এই ৬০০০ হাজার গ্রীকসৈন্য পারশীকদের হাতে আত্মসমর্পণ করিল এবং বন্দীভাবে সুসাতে* নীত হইল।

এই পরাজয়ের পর দুইটি নৌযুদ্ধ হয়—নীল নদীর মুখে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে গ্রীক নৌবাহিনী পরাজিত হয় এবং সেলামিসে আর এক যুদ্ধ হয় (৪৪৯ খৃঃ পূঃ), তাহাতে পারশীকগণ পরাজিত হইল। ইহার পর এথেনীয়গণ পারস্থের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিল। সন্ধি-সর্ত্ত আলোচনার জন্য, এথেনীয় দূত সুসাতে যায়। সেখানে বসিয়া সন্ধি-সর্ত্ত ঠিক হইল। পারস্থ ডেলস সঙ্ঘের (Delos League) অন্তর্ভুক্ত গ্রীকদের স্বাধীনতা স্বীকার করিল; কিন্তু অন্যান্য গ্রীকদিগকে পারস্থের পাশমুক্ত করার জন্য এথেন্স আর চেষ্টা করিবে না; এথেন্স সাইপ্রাস দ্বীপ পারস্থের হাতে ছাড়িয়া দিল। খৃঃ পূঃ ৪৪৯ অব্দে এই সন্ধি হইল।

* সুসা (Susa) পারশীক সাম্রাজ্যের রাজধানী।

বিজয়ী প্রাচ্য

হূনদের ইউরোপ জয়

হুনদের ইউরোপ জয়

হুন-শক্তির পত্তন

যে সব প্রাচ্যজাতি ইউরোপ আক্রমণ ও জয় করে, তাহাদের মধ্যে হুনগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্য এসিয়া হইতে বাহির হইয়া, সমস্ত রাশিয়া, বল্কান প্রদেশ, পোলেণ্ড, জার্ম্মেনী, ইটালী, নেদারলেণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সমস্ত দেশ তাহাদের বিজয়ী সৈন্যদলের পদানত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে, স্পেন ব্যতীত সমস্ত ইউরোপ মহাদেশ তাহারা জয় করিয়াছিল। কার্য্যতঃ ইউরোপে এমন কোন শক্তিমান পুরুষ ছিল না, যে হুনদিগকে কিছু মাত্রও বাধা দিতে পারে *। দুই রোমক সাম্রাজ্য ও সম্রাট, পোপ,

* "Nowhere did he (Atilla) meet with resistance save the brave little town of Azimus."—Encyclopeadia.

ও জার্ম্মেন রাজন্যবর্গ সবাই হুন-নেতা এটিলার নিকট নিষ্প্রভ হইয়াছিল।

হুন ও শকগণ প্রায় একই জাতি সম্ভূত। উভয় দলই মধ্য এশিয়া হইতে বাহির হইয়া, এসিয়া ও ইউরোপের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। আমাদের বক্তব্য আখ্যান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই, তাহারা কৃষ্ণসাগরের উত্তর কূল পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইউরোপের ঐ অংশ (অর্থাৎ বর্ত্তমান রাশিয়া) জয়ের কোন সঠিক ইতিহাস সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই এবং মনে হয়, ঐ অংশ জয় করিতে তাহাদের তেমন যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়া যাইতে হয় নাই। আদিম যুগে এমন ভাবের অনেক ঘটনার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। মোটের উপর, আটিলার অধিনায়কত্বে হুনগণ যে, সমস্ত পশ্চিম ইউরোপ জয় করে, সেটাই তাহাদের সব চেয়ে গৌরবময় কাহিনী এবং আমরা সেই কাহিনীই বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

তখন হুনগণ আজোফ সাগরের উত্তর কূলে রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। তাহাদের রাজার নাম ছিল রৌয়া বা রুগুলা। সেই সময় কনষ্টেন্টিনোপলে রোমক সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় থিয়োডোসাস। তখন রোমক সম্রাট হুনরাজকে প্রতি বৎসর ১৭৫ সের সোনা (১৪০০০ পাউণ্ড) কর বা নজর স্বরূপ দিতেন। দানুব নদীর তীরে, কয়েকটি অসভ্য জাতির সহিত, রোমক সম্রাট মৈত্রী স্থাপন করিলেন। রৌয়া ইহাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন; কারণ, এই সব জাতিও তাঁহার প্রজার মধ্যে গণ্য ছিল। তারপর, এই সময়, হুনদের রাজ্য হইতে অনেক লোক রোমক রাজ্যে

আশ্রয় লয়। রৌয়ার আশঙ্কা ছিল, এই সব লোকদের ও অসভ্য জাতিদের সাহায্যে ও পরামর্শে হয়ত রোমক সম্রাট তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবেন। তাই তিনি রোমক সম্রাটের নিকট দূত পাঠাইলেন যে, যদি তাঁহারই প্রজারা তাঁহার শাসন ও আদেশ ভঙ্গ করিয়া রোমক সাম্রাজ্যে আশ্রয় লয় এবং তাঁহারই প্রজা দানুবীয় জাতিদের সহিত রোমকগণ স্বতন্ত্র সন্ধিস্থাপন করে, তবে তিনি সম্রাটের সহিত সমস্ত সন্ধি ছেদন করিবেন।

সম্রাট থিয়োডিসাস ইহাতে বিশেষ ভীত হইলেন—তিনি বুঝিলেন, যে করিয়া হউক রৌয়াকে তুষ্ট করিতেই হইবে। তাই তিনি দূত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে ছিলেন; এমন সময় খবর পাইলেন যে, রৌয়া মারা গিয়াছেন। এই সংবাদে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য সম্রাট যেন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

রৌয়ার মৃত্যুর পর, তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র এটিলা ও ব্লেডা ৪৩৩ খৃঃ অব্দে রাজা হন। আটিলার পিতার নাম ছিল মণ্ডজুক (Mundjuk)। ৪০৬ খৃঃঅব্দে আটিলার জন্ম হয়। মাণ্ড-জুকের মৃত্যুর পর তাহার দুই ভাই, রৌয়া ও অক্তার (Octor) রাজা হন। এবং রৌয়ার মৃত্যুরপর আটিলা ও ব্লেডা রাজা হন। তাঁহারা যখন রাজা হন, তখন কৃষ্ণসাগর ও দানুবের তীরস্থ সমস্ত জাতি ও দেশ হুনদের অধীন। রাইন নদী হইতে চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর, তখন হুনদের একছত্র আধিপত্য। হুনদের বিশ্বাস ছিল, আটিলা দেব-সেনাপতির পুত্র; আটিলার নিজেরও বিশ্বাস ছিল, দৈবী বলে তিনি বলীয়ান—জগতে তিনি অজেয়।

ব্লেডা বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারিলেন না। ৪৪৫ অব্দে ব্লেডা মারা যান। কোন কোন ইউরোপীয় লেখক বলিতে চান যে, আটিলাই তাঁহার ভাইকে হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কথার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমান নাই। আটিলার সমসাময়িক লেখক প্রিস্‌কাল, ব্লেডার মৃত্যুর বিবরণে, এমন কোন অভিযোগ করেন নাই। তাঁহার লেখা হইতে ব্লেডার স্বাভাবিক মৃত্যুই অনুমান করা যায়। প্রায় ১০০ শত বৎসর, পর দুইজন লেখক এই অলীক অভিযোগের সৃষ্টি করেন। ইহার একটা প্রধান কারন, আটিলার উপর তৎকালীন ইউরোপের ভয়ানক বিরূপতা এবং সেই বিরূপতার বশেই তাহারা আটিলাকে জঘন্যভাবে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

আটিলার আমলে পূর্ব্বে চীন এবং পশ্চিমে স্কান্দনেভিয় উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত দেশ হুন সাম্রাজ্যের অধীন হয়। পারশ্য এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্য হুনদের প্রতাপে কম্পমান হইত। টিউটনিক, স্লাভ, তুরাণী প্রভৃতি জাতি হুনদের সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিল। অষ্ট্রোগথ, গেপিডি, এলানি, হেরুলি (Astrogoths, Gepidae, Alani, Heruli,) প্রভৃতি জার্ম্মেন জাতিরা তাঁহার সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে। বর্ত্তমান হাঙ্গেরীর (Hungary) অন্তর্গত পান্নোনিয়া (Pannonia) প্রদেশে তিনি নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। অনেকেরই অনুমান বর্ত্তমান টকে (Tokay) নগরের নিকট তাঁহার রাজধানী ছিল।

তখন পূর্ব্ব রোমক ও পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যের মধ্যে

বেশ আত্মীয়তা ও হৃদ্যতা ছিল। পূবের সম্রাট ছিলেন থিওডিসাস (২য়) এবং পশ্চিমের সম্রাট ছিলেন ভেলেনটিনিয়ান। এই দুইজন সম্রাটই ছিলেন নিতান্ত অকর্ম্মা ও নাম-মাত্র সম্রাট। কনষ্টেন্টিনোপলে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা চালাইতেন সম্রাট থিওডিসাসের ভগ্নি পুলচেরিয়া (**Pulcharia**) এবং রোমে বাস্তব পক্ষে শাসন করিতেন, ভেলেনটিনিয়ানের মাতা প্লেসিডিয়া (**Placidia**)। প্লেসিডিয়ার এক কন্যা ছিল—তাহার নাম ছিল হোনোরিয়া। বংশগত প্রথা অনুসারে, মাতা ও ভ্রাতা, ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে অবিবাহিত রাখেন। কিন্তু হোনোরিয়ার নিকট এই কুমারী জীবন অসহ্য বোধ হইল। তাহার কামুক, উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাজপ্রাসাদের কর্ম্মচারীদের সহিত তাহার অনেক কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হওয়ায়, অগত্যা প্লেসিডিয়া তাহাকে কনষ্টেন্টিনোপলে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে পুলচেরিয়া, তাহাকে আরও কঠোর পাহারায় রাখিলেন। সেখান হইতে সে আটিলার নিকট নিজের অঙ্গুরীয় সহ এক দূত পাঠাইয়া, আটিলার স্ত্রী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সে আটিলাকে ইহাও অনুরোধ করে যে, আটিলা যেন তাঁহার ভাবী পত্নীকে উদ্ধার করেন। আটিলা তখন ইহার কোনই জবাব দিলেন না। এদিকে পুলচেরিয়া এই খবর জানিতে পারিয়া, আরও কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিলেন। এই সব হইল পরের কথা, এখন ইহার আগের কথা বলিতে হয়।

রৌয়ার মৃত্যুর পর হুনদের নিকট রোমক দূত পাঠান

স্থগিত হইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরই থিওডিসাস, আটিলা ও ব্লেডার নিকট দূত পাঠাইলেন। রোমক দূতগণ আটিলার শিবিরে গেল। বর্ত্তমান সার্ভিয়ার অন্তর্গত মার্গাস (Margus) নগরে আটিলার সহিত তাহাদের দেখা হইল। ঠিক হইল, রোমকগণ প্রতি বৎসর ১৪,০০০ পাউণ্ডের স্থলে ২৮,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সোনা কর স্বরূপ দিবে, যে সব রোমক ও হুন আটিলার শাসন এড়াইবার জন্য রোমক সাম্রাজ্যে পালাইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, অথবা প্রতি জনের জন্য ৮ পাউণ্ড করিয়া সোনা দিতে হইবে; কয়েকটি বাজারে রোমীয় ও হুনগণের দ্রব্যাদির আদান-প্রদান চলিবে এবং আটিলার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত কোন বিদেশী জাতির সহিত রোমকগণ সন্ধি করিতে পারিবে না।

ইহার পর, তিনি উত্তর ও পশ্চিমে নিজ রাজ্য বিস্তারে মন দেন। সমস্ত জার্ম্মেনী তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল; বালটিক সাগরের দ্বীপপুঞ্জ তাঁহার অধীন হইল এবং রোন (Rhone) নদীর তীরে বার্গেণ্ডীয়দিগকেও তিনি পরাজিত করেন। কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণে মিডিয়া রাজ্যেও তিনি তাঁহার বিজয় বাহিণী চালনা করিলেন। ৪৪১ অব্দ পর্য্যন্ত রোমের সহিত তাঁহার কোন বিরোধ ছিল না।

কিন্তু এই সময়, মার্গাসের বিশপের হঠকারিতার ফলে, আবার রোমের সহিত তাঁহার বিরোধ আরম্ভ হইল। এই ধর্ম্মযাজকটি একদিন গভীর রজনীতে একদল সশস্ত্র সঙ্গী লইয়া দানুব নদী পার হইল এবং হুনদের একটি ধনাগার লুণ্ঠন

করিল। ইহার প্রতিশোধ স্বরূপ, আটিলা রোমক বণিকদিগের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিলেন। এই ব্যাপারের মীমাংসার জন্য, কনষ্টেন্টিনোপল হইতে আবার তাঁহার নিকট দূত গেল,—তিনি দূতদিগকে বলিলেন, মার্গাসের সেই ধর্ম্মযাজককে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিতে হইবে। রোমকগণ মহা বিপদে পড়িল—মার্গাসের পুরোহিতরা ও রাজ-কর্ম্মচারীরা পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেকরই মত হইল, সমস্ত জাতি ধ্বংস হওয়ার চেয়ে, বরং সেই বিশপকেই আটিলার হাতে সমর্পণ করা ভাল। ধূর্ত্ত বিশপ এই খবর পাইয়া, গোপনে আটিলার সহিত দেখা করিল। সে আটিলাকে বলিল যে, যদি তিনি তাহাকে অভয় দেন, তবে সে বিনা যুদ্ধেই মার্গাস নগর তাঁহার হাতে সমর্পণ করিবে। আটিলা এই প্রস্তাবে রাজি হইলেন। এই বিশ্বাস-ঘাতক স্বদেশ-দ্রোহী খৃষ্টান পুরোহিত, গোপনে হূনদের নিকট মার্গাসের দ্বার খুলিয়া দিল। আটিলা মার্গাস দখল করিলেন।

ইহার কিছু পর (৪৪২) তিনি, শ্লেভোনিয়ার অন্তর্গত সিরমিয়াম (Sirmium) নগর অবরোধ করেন। সেখানকার এক বিশপ, গির্জার সমস্ত মূল্যবান বাসন-পত্র সংগ্রহ করিয়া, আটিলার সেক্রেটারী কনষ্টেন্টিয়াসের (Constantius) নিকট পাঠাইয়া দেয়। এই কনষ্টেন্টিয়াস্ জাতিতে ছিল গল *। সেই বিশপ তাহাকে বলিয়া পাঠাইল যে, হূনগণ নগর অধিকার করিলে, এই সব দ্রব্যের বিনিময়ে যেন তাহাকে মুক্ত করা হয় এবং যদি সে মারা যায়, তবে যতটি সম্ভব নাগরিককে যেন

* গলদের বাসস্থান ছিল ফ্রান্সে।

ইহার দ্বারা মুক্ত করা হয়। নগর জয়ের পর, কনষ্টেন্টিয়াস এই সব দ্রব্য লইয়া গোপনে রোমে যায় এবং সিলভানাস (Silvanus) নামে এক স্বর্ণকারের নিকট উচ্চমূল্যে তাহা বিক্রী করে। তাহার আচরণে, আটিলা ও ব্লেডার খুবই সন্দেহ হয় এবং সে যখন রোম হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহাকে ক্রুশ কাষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া মারার আদেশ দেন। * এদিকে আটিলা পশ্চিম

* এসিয়াবাসীদের নিকট এই বীভৎস প্রথা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল—হুনগণ বোধহয় ইউরোপে আসিয়াই ইহার পরিচয় পায়। যিশুকে এই প্রকার ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া মারা হইয়াছিল, তাহা বোধহয় অনেকেই জানেন। তাহা হইতে অনেকেই ইহাকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি বলিয়া মনে করেন। ইহা যে বীভৎস, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সময় ও তাহার পূর্ব্ব হইতেই গ্রীক ও ইহুদিদের মধ্যে এই প্রকার হত্যার প্রথা খুব বেশী প্রচলিত ছিল। পেলেষ্টাইনে, রোমক আমলেও বহু লোককে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারা হইত। অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার প্রণীত Chinese Religion Through Hindu Eyes, নামক গ্রন্থে ইহার বহু প্রমাণ পাইবেন। খৃষ্টের ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে আলেকসন্দরও ভারতে মৌচীকর্ণদের রাজাকে এই ভাবে হত্যা করেন।

এই ক্রুশবিদ্ধ করার প্রসঙ্গে Hodgkin লিখিয়াছেন, "—a mode of execution which Christian empire from religious rather than human sentiment had by this time abandoned."—Italy & her Invaders. P. 91.

রোমক সম্রাটকে খবর পাঠাইলেন যে, সেই স্বর্ণকারই প্রকৃত পক্ষে তাহার অর্থ অপহরণ করিয়াছে ; তাই সম্রাট হয় সেই সব বাসন-পত্র ফেরৎ দিবার ব্যবস্থা করুন, নতুবা সেই স্বর্ণকারকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করুন। সম্রাট মহা ফাঁপরে পড়িলেন এবং অগত্যা তিনি আটিলার নিকট এই সম্বন্ধে দূত পাঠাইলেন।

ইহার তিন বৎসর পর (৪৪৫), ব্লেদা মারা যান। সম্ভবতঃ ভ্রাতৃশোকে কাতর হইয়া দুই বৎসর আটিলা বিশেষ করেন নাই। ৪৪৭ খৃঃ অব্দে তিনি প্রাচ্য রোমক

অর্থাৎ যিশুর সহিত সম্পর্কিত বলিয়া, ধর্ম্ম সংস্কারের বশে খ্রীষ্টান রোমক সাম্রাজ্য হইতে এই প্রকার প্রাণদণ্ড প্রথা সেই সময় (অর্থাৎ আটিলার সময়) লোপ পাইয়াছে ; দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা ইহা লোপ করে নাই।

ইহার পরেও গলদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহারা মনে করিত, এইভাবে নরহত্যা করায়, দেবতারা তুষ্ট হইয়া, তাহাদের পাপ মোচন করিয়া দিবেন।

"Then at the moment of their departure to slay, every tenth man so selected, by crucifixion, a practice which is the more lamentable because it arises from a superstitious notion, that they will thus ensure for themselves a safe return. Purifying themselves as they consider by such sacrifices...they think the foul murders which they thus commit are acts of worship to their gods"—Italy & her Invaders. vol, 11. P.367.

সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হুনগণ থার্মপলি (Thermopylae) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। গেলিপলিতে (Gallipoli) রোমক বাহিণী ভীষণ ভাবে পরাজিত হইল। সমস্ত সাম্রাজ্য আটিলার ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। এনাটোলিয়াস নামে একজন রোমক কন্সালকে আটিলার নিকট সন্ধির প্রস্তাব লইয়া পাঠান হয়। সন্ধি স্থাপিত হইল—বাৎসরিক কর তিন গুণ (অর্থাৎ ২৮,০০০ পাউণ্ড হইতে ৮৪,০০০ পাউণ্ড) করা হইল এবং গত বকেয়া বাবদ আরও ২৪০০০০ পাউণ্ড নগদ রোমকগণ তাঁহাকে দিল। প্রাচ্য সাম্রাজ্যের শেষ কপর্দক পর্য্যন্ত দিয়াও, যখন এত টাকা সংগ্রহ হইল না, তখন প্রত্যেক সেনেটারদের উপর কর বসাইতে হইল—যে পরিমাণ কর বসান হইল, সেই পরিমাণ টাকা হয়ত সব সেনেটারের ছিলও না। এই সব কর দেওয়ার জন্য, বহু সম্ভ্রান্ত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইল—অনেকে নিজ পরিবারের মহিলাদের অলঙ্কার পর্য্যন্ত বিক্রী করিয়া এই কর দিল। অনেকে উদ্বন্ধনে ও অনাহারে আত্মহত্যা করিল। তখন সাম্রাজ্য দুর্দ্দশার চরমে গিয়াছে—বহু ছোট ছোট জাতিও সাম্রাজ্যের নিকট হইতে কর আদায় করিতে লাগিল। তার উপর আবার, সম্রাট ও তাঁহার পারিষদ-বর্গের বিলাসিতায় অজস্র অর্থ জলের মত ব্যয় হইতে লাগিল।

আটিলা ও প্রাচ্য রোমক সাম্রাজ্য

ইহার পর, আটিলা ক্রমাগতই প্রাচ্য রোমক সাম্রাজ্য হইতে টাকা আদায় করার চেষ্টায় রহিলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সামান্য একটু চোখ রাঙ্গানীতেই সাম্রাজ্য কাঁপিয়া উঠিবে। এই সন্ধির কিছু পরই, তিনি আবার কনষ্টেন্টিনোপলে লোক পাঠাইয়া, তাঁহার পলাতক প্রজাদিগকে পত্যর্পণ করিতে আদেশ দিলেন। সম্রাট বিনীত ভাবে জবাব দিলেন, তাঁহার যে সব পলাতক প্রজা রোমক আশ্রয়ে ছিল, পূর্ব্বেই তাহাদিগকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আটিলার নিকট তাঁহার হইয়া যাহাতে দুই কথা বলে, এই আশায় তিনি হুন দূতদিগকে অত্যন্ত খাতির ও সম্মান করিলেন এবং বহু ধনরত্ন তাহাদিগকে উপহার দিলেন। আটিলা দেখিলেন তাঁহার কোন অনুগত কর্ম্মচারীকে পুরস্কৃত করিতে হইলে, এই একটা বেশ সুযোগ।

তাই ১২ মাসের মধ্যে তিনি চার বার এইভাবে দূত পাঠান। সম্রাটও এই ভাবে ঘুষ দিতে দিতে বিরক্ত হইয়া উঠেন।

চতুর্থবারে, এডিকোন নামে একজন হুন ও অরেষ্টেস নামে একজন রোমক কর্ম্মচারীকে তিনি দূত ভাবে পাঠান। এডিকন (Edecon) আটিলার অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুচর ছিল। সম্রাটের এক খোজা (eunuch) সেবক এডিকোনের নিকট প্রস্তাব করে যে, এডিকন যদি আটিলাকে হত্যা করিয়া তাহাদের সহিত যোগ দেয়, তবে তাহারা এডিকনকে বেশ সুখে রাখার ব্যবস্থা করিবে। এডিকন প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে রাজি হয় নাই; কিন্তু পরে নানা ভাবে তাহাকে প্রলোভিত করিয়া, তাহারা ঠিক করিল, সম্প্রতি রোমকগণ তাহাকে ২০০০ পাউণ্ড দিবে এবং আটিলাকে হত্যা করিয়া তাহাদের নিকট আসিলে পর, রোমকগণ তাহাকে চিরকাল মহা সুখে রাখিবে। সম্রাট থিওডিসাসও এই ষড়যন্ত্র সমর্থন করিলেন। সুসভ্য খৃষ্টান-সম্রাট সম্মুখ যুদ্ধে অক্ষম হইয়া, গুপ্ত ঘাতকের সাহায্যে আটিলাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিলেন! অবশ্য ইহাও ঠিক হইল যে, এডিকন নিজহাতে আটিলাকে হত্যা করিবে না, হত্যা করার লোক সম্রাট পাঠাইবেন।

এই সময় আটিলা কিন্তু চুপ করিয়া ছিলেন না। তখনও বহু পলাতক হুন রোমকদের আশ্রয়ে ছিল। সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে তাহাদের ফেরৎ দিতে রোমকগণ বাধ্য। কিন্তু রোমকগণ তাহা দিতেছিল না, তাই তিনি দানুব পার হইয়া, রোমক সাম্রাজ্য বারে বারেই অক্রমণ করিতে থাকেন। এই

সময় বর্ত্তমান থে্রসের অন্তর্গত সার্ডিকা (Sardica) ও নৈসাস্ (Naissus) আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়।

হুন-দূত এডিকন ও অরেষ্টেস দেশে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রোমকদের একজন দূতও গেল। মেক্সিমিন (Maximin) নামে একজন সম্ভ্রান্ত, বিদ্বান ও সৎ রোমক ছিলেন রোমকদূতদের নেতা এবং প্রিস্কাস নামে একজন দার্শনিক (Sophist) হইলেন তাঁহার সহকারী। পূর্ব্বে রোমকগণ বরাবরই আটিলার নিকট কন্সাল (Consul) * পদের কোন লোককে দৌত্যের নেতা করিয়া পাঠাইত। কিন্তু এবার ইচ্ছা করিয়া, তাহারা কন্সালের চেয়ে নিম্নপদস্থ মেক্সিমিনকে পাঠাইল। মেক্সিমিন ও প্রিস্কাস (Priscus) উভয়েই ছিলেন অখৃষ্টান প্রাচীন দেবদেবী উপাসক। কারণ তখন খৃষ্টানদের মধ্যে বিদ্বান, চরিত্রবান ও বিশ্বাসযোগ্য লোক খুবই দুর্লভ ছিল; বৈষয়িক উন্নতির আশায় সাধারণতঃ সমাজের নিকৃষ্ট স্তরের লোকই তখন খৃষ্টান হইত †। ইহাদের মারফৎ সম্রাট

* রোমক সমাজে খুব সম্মানিত ব্যক্তি ভিন্ন কেহ কন্সাল হইত না। আটিলাকে বিশেষভাবে খাতির করার জন্য, রোমকগণ কন্সাল পাঠাইত।

† "......we are driven, however reluctantly to the conclusion that by this time the traitors, time-servers and the hypocrites had ranged themselves on the side of successful Christianity and that when the emperor wanted a man of indisput-

নিজের বক্তব্য বলিয়া দিলেন। অন্যান্য বারের ন্যায় এবার আর তত নরম স্বরে নিবেদন জানাইলেন না—এবার যেন কতকটা বেপরোয়া ভাব। তিনি ইহাও বলিয়া পাঠাইলেন যে, ভবিষ্যতে এই সব দৌত্যকার্য্যে আর কন্সাল পদীয় লোক পাঠান হইবে না। আটিলার পলাতক প্রজাদের সম্বন্ধে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, মাত্র ১৭জন তখনও রোমক রাজ্যে ছিল, তাহা এই সঙ্গে পাঠান হইল, আর কোন পলাতক হুন রোমক রাজ্যে নাই।

মেক্সিমান ও প্রিস্‌কাসের সহিত বহু মূল্যবান উপহার পাঠান হইল। ১৭টি পলাতক হুনও এই সঙ্গে গেল; আর গেল একদল রোমক গুপ্ত ঘাতক। ইহাদের নেতা ছিল ভিজিলাস

ably high character and sterling honesty, to mask by his innocence a dark and nefarious design, his thoughts naturally turned to the few remaining Pagan Statesmen,..."—Italy and Her Invaders vol. 11 P. 60.

—নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিশ্বাসঘাতক, সুবিধা-বাদী ও ভণ্ডরাই বৈষয়িক উন্নতির আশায় তখন খৃষ্টান হইত। যখন সম্রাটগণ কোন সাধু, সৎ ও চরিত্রবান রাজনীতিজ্ঞকে কোন কাজে নিযুক্ত করিয়া নিজের কদর্য্য অভিসন্ধিকে ঢাকিতে চাহিতেন, তখন তাঁহারা দেব-দেবী পূজক অ-খৃষ্টানদের মধ্যেই তেমন সৎ ও চরিত্রবান লোক পাইতেন, খৃষ্টানদের মধ্যে সৎ ও সাধু লোক প্রায়ই মিলিত না।

(Vigilas) নামে একজন দোভাষী। মেক্সিমান বা প্রিস্‌কাস খৃষ্টভক্ত সম্রাটের এইসব ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই জানিতেন না—তাঁহারা বাস্তবিক সরল বিশ্বাসে দূতভাবেই গিয়াছিলেন। সম্রাটের মতলব ছিল—যদি নিতান্তই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে গুপ্ত ঘাতকগণ হয়তবা দূত বলিয়া অব্যাহতি পাইবে এবং মেক্সিমিন ও প্রিস্‌কাসের বিদ্যা, চরিত্রের খাতিরেও হয়ত বাঁচিতে পারিবে।

দূতগণ হুন-শিবিরের দিকে যাত্রা করিল। প্রায় ২০।২২ দিন পর তাহারা আটিলার শিবিরে যাইয়া পৌছিল। পথে এক বিভ্রাট ঘটিল। একদিন সকলে একত্র খাইতে বসিয়াছে। খাইবার সময় আটিলা ও থিওডিসাসের সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। হুনগণ আটিলার এবং রোমকগণ তাহাদের সম্রাট থিওডিসাসের প্রশংসা করিতে লাগিল। ভিজিলাস তখন বেশ অনেকটা মদ টানিয়া চুড় হইয়াছে। মদের ঝোকে সে বলিল "এই দুইজনের একটা তুলনাই হয় না; আটিলা একজন সাধারণ মানুষ, আর সম্রাট হইলেন দেবতা।" তাহার এই কথায় হুনগণ রাগিয়া উঠিল। দুই পক্ষে তখন ভীষণ কলহ আরম্ভ হইল—প্রায় রক্তারক্তি হইবার যোগাড়। মেক্সিমিন ও প্রিস্‌কাস অতিকষ্টে দুই দলকে ঠাণ্ডা করিলেন। যাহাতে তাহাদের মনে এই বিবাদের কোন দাগই না থাকে, সেই উদ্দেশ্যে, মেক্সিমিন, এডিকন ও অরেষ্টিসকে রেশমী বস্ত্র ও ভারতীয় মণিমুক্তা প্রভৃতি উপহার দিলেন।

দানুব পার' হইয়া দুইদিন পর, কিছুদূরে পর্ব্বতের পাদদেশে

তাহারা আটিলার তাঁবু দেখিতে পাইল। তাহারা শুনিল দানুবের দক্ষিণে রোমক রাজ্য আক্রমণ করার জন্য আটিলা অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা পর্ব্বতের উপর তাঁবু গাড়িবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল, কিন্তু হুনগণ তাহাতে বাধা দিল। আটিলা আছেন সমতল ভূমিতে, আর রোমকগণ পর্ব্বতের উপরে থাকিবে, ইহা তাহারা কিছুতেই সহ্য করিবে না। অগত্যা রোমকগণ নীচেই তাঁবু খাটাইল।

সেই দিনই বিকাল বেলা, এডিকন, অরেষ্টিস ও কয়েকটি সম্ভ্রান্ত হুন তাহাদের শিবিরে আসেন। হুনদের প্রধান মন্ত্রী অনেগেষের (**Onegesh**) ভ্রাতা স্কট্টাও (**Scatta**) এই সঙ্গে ছিলেন। তাহারা আসিয়া রোমকদিগকে বলিলেন, "আপনাদের বক্তব্য কি, তাহা মোটামুটি আমাদিগকে বলুন।" রোমকগণ বলিল—"আমাদের বার্ত্তা হুনরাজের নিকটে জানাইবার হুকুম আছে, অন্যের নিকট বলিতে পারি না।" ইহাতে স্কট্টা বলিলেন—"আমরা বিনা প্রয়োজনে আসি নাই, হুনরাজই আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।" কিন্তু তাহাদের নিকট কোন কথা বলিতে রোমকগণ স্বীকার করিল না। স্কট্টা ও তাঁহার অনুচরগণ নিজ শিবিরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু কিছু সময় পর আবার তাঁহারা আসিলেন। এবার এডিকন তাঁহাদের সহিত আসিলেন না। হুনগণ রোমক সম্রাটের সমস্ত গোপনীয় বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া বলিল—"আপনাদের সম্রাট এই, এই বলিয়াছেন—সত্য কিনা? যদি ইহার অতিরিক্ত কিছু না থাকে, তবে দেশে চলিয়া যাইতে পারেন; হুনরাজের সাক্ষাৎ মিলিবে না।"

মেক্সিমিন একটু অবাক হইলেন, এই সব গোপনীয় বার্ত্তা হুনগণ কি করিয়া জানিল। তিনি মিথ্যা বলিতেও পারেন না, অথচ দূত হিসাবে ইহাদের নিকট স্বীকার করিতেও পারেন না। তাই তিনি কিছুই বলিলেন না। যাইবার সময় হুনগণ বলিয়া গেল,এখনই তাহাদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ভিজিলাস্ দেখিল, মেক্সিমিন যদি একটু মিথ্যা কথা বলিতেন, তবেই তাহারা হুনরাজের নিকট নীত হইত। এইটুকু মিথ্যা না বলার জন্য সে মেক্সিমিনকে নিন্দা করিতে লাগিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল কোন প্রকারে একবার হুন-শিবিরে যাওয়া দরকার, নতুবা আটিলাকে হত্যা করিবে কি করিয়া!

এদিকে, এডিকন দেশে ফিরিয়া, আটিলার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই, তাঁহার সহিত রোমকদের ষড়যন্ত্রের সব কথা আটিলার নিকট প্রকাশ করেন। রোমক দূতগণ যে বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছিল, তাহাও রোমক মন্ত্রী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। সেই সব কথাও তিনি আটিলাকে বলেন। কাজেই আটিলা জানিলেন যে, রোমকদের এই দৌত্যের উদ্দেশ্য, প্রকাশ্যে তাঁহার সম্মান ও পদ-গৌরবের হানি করা এবং গোপনে তাঁহাকে হত্যা করা।

রাত্রে যখন রোমক দূতগণ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময় আটিলা খবর পাঠাইলেন, তাঁহারা আজ রাতটা থাকিতে পারে। তাহারা সেই রাত্র সেখানে রহিল। পর দিন প্রত্যুষেই আবার হুন-রাজ তাহাদিগকে চলিয়া যাইবার আদেশ পাঠাইলেন। কিন্তু প্রিসকাসের অনেক অনুনয় বিনয়ে স্কট্টা

রাজি হইলেন যে, তিনি আটিলাকে অনুরোধ করিয়া একবার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিবেন। স্কট্টার চেষ্টায় সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল।

যখন রোমক দূতগণ তাঁহার সম্মুখে গেল, তখন আটিলা একখানা কাঠের টুলের উপর বসিয়া ছিলেন। মেক্সিমিন যাইয়া প্রথমে অভিবাদন করিয়া, পরে রোমক সম্রাটের চিঠি তাঁহার হাতে দিলেন এবং বলিলেন—"আমাদের সম্রাট আপনার সর্ব্ব-প্রকার মঙ্গল কামনা করেন।" আটিলা উত্তর দিলেন—"রোমকগণ আমার সম্বন্ধে যেমন কামনা করে, ঠিক তেমনি যেন তাহাদের অদৃষ্টে ঘটে।" পরে তিনি ভিজিলাসের * দিকে ফিরিয়া বলিলেন —"আমার নিকট আসিতে তোমার লজ্জা হয় না? পূর্ব্ববারে যে সন্ধি করিয়া গিয়াছ, তাহা এখনও পূরণ কর নাই; এখনও বহু হুন পলাতক তোমাদের রাজ্যে আছে।" ভিজিলাস বলিল—"আর কোন হুন পলাতক আমাদের রাজ্যে নাই।" আটিলার আদেশ অনুসারে, একজন হুন কর্ম্মচারী তখন খাতা হইতে পলাতক হুনদের নামের তালিকা পড়িয়া গেল। ইহার পর আটিলা বলিলেন—"নির্লজ্জ পশু, তুমি দূত হইয়া আসিয়াছ, তাই রক্ষা, নতুবা তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতাম। এখনই তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। তোমরা বৃথাই এই সব স্বজাতি-দ্রোহী হুনদের আশ্রয় দিয়াছ; আমার আক্রোশ

* এই ভিজিলাসই আটিলাকে হত্যা করার জন্য প্রেরিত ঘাতকদলের নেতা ভাবে যান।

হইতে আজ পর্য্যন্ত তোমরা কোন নগর বা দুর্গই রক্ষা করিতে পার নাই ; ভবিষ্যতেও পারিবে না।”

ভিজিলাসের সহিত এলাস (Elas) নামক এক জনকে সঙ্গে দিয়া, তাহাকে তখনই কনষ্টেন্টিনোপল্ পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাহার মারফৎ আবারও বলিয়া দেওয়া হইল, সমস্ত হুন পালাতকদের ফেরৎ না দিলে, সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপদ আছে। যাইবার পূর্ব্বে, এডিকন তাহার সহিত দেখা করিয়া বলিয়া দিলেন, এখনও তিনি তাহাদের সহিতই আছেন—শীঘ্রই যেন রোমকরা তাঁহাকে তাহাদের প্রতিশ্রুত পুরস্কার পাঠাইয়া দেয়।

মেক্সিমিন (Maximin) ও প্রিসকাস বহু উপহার সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ভিজিলাসকে বিদায় দেওয়ার পর, আটিলা সেই সব উপহার গ্রহণ করিলেন এবং অন্য সব রোমক দূতদিগকে বেশ ভাল ভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। সেখান হইতে, তিনি নিজ রাজধানীর দিকে ফিরিলেন; রোমকদূতগণও সঙ্গে সঙ্গে গেল। কিছু দূর যাইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী এক গ্রামে তিনি বিবাহ করিতে যান। রোমকদূতগণ বরাবর তাঁহার রাজধানীর দিকে চলিল। একদিন রাত্রিতে এক হ্রদের তীরে তাহারা তাঁবু খাটাইয়া বিশ্রাম করিতেছিল। গভীর রাত্রে ঝড় উঠিয়া, তাহাদের সমস্ত তাঁবু উড়াইয়া লইয়া যায়। তাহাদের চীৎকারে ও কোলাহলে গ্রামের হুনগণ মশাল জ্বালাইয়া তাহাদের নিকট আসিল। হুনগণ সেই রাত্রেই নিজ আলয়ে বিপন্ন রোমকদিগকে আশ্রয় দিল। তখনই হুনগণ আগুণ জ্বালাইয়া তাহাদের

সেঁকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। পরদিন গ্রামবাসী হুনদের আতিথ্যেই, তাহাদের খাওয়া দাওয়া হইল এবং হুনদের সাহায্যে হ্রদের তীরে ও জলের মধ্যে তাহারা তাহাদের তাঁবু ও অন্যান্য সব দ্রব্য খুঁজিয়া পাইল। সেই গ্রামের মালিক ছিলেন, আটিলার ভ্রাতা ব্লেডার বিধবা পত্নী। এই মহিলার এই সহৃদয়তা ও আতিথ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, রোমকগণ তাঁহাকে নানা মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিলেন এবং তাহার মধ্যে, ভারতের মরিচ বা গোলমরিচ (Indian Peper) ছিল বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। *

সেখান হইতে তাহারা আবার চলিতে লাগিল। সাত দিন পর, আটিলা হুকুম পাঠাইলেন, তাহারা যেন আর অগ্রসর না হয়; আটিলা আসিয়া শীঘ্রই এই পথে মিলিত হইবেন – তাঁহার পিছন পিছন তাহাদের যাইতে হইবে। কয়েকদিন পর পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্য হইতে একদল রোমক দূত আসিয়া পৌছিল। আটিলার রোমক কর্ম্মচারী আরষ্টিসের শ্বশুর কাউণ্ট রমুলাস (Romulus) এই সঙ্গে ছিলেন। দুই রোমক সাম্রাজ্য হইতে দুই দল দূত হুনরাজ আটিলার নিকট চলিল।

কয়েক দিনের মধ্যে আটিলা ও তাঁহার পিছন পিছন রোমক-দূতগণ, আটিলার রাজধানীতে গেলেন। হুন রমণীরা আসিয়া

---

* তখন ইউরোপে ভারতের মরিচের খুবই আদর ছিল। ইহার ৪০ বৎসর পূর্ব্বে গথ-বীর আলারিক (Alaric) রোমকদের মুক্তির পণ স্বরূপ ভারতীয় মরিচ (গোল মরিচ) দাবী করিয়াছিলেন।

তাহাদের বিজয়ী রাজাকে অভিনন্দিত করিল। অবগুণ্ঠনবতী রমণীরা জাতীয় বিজয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মিছিল করিয়া, নগর-প্রান্ত হইতে রাজ-প্রাসাদে গেল। ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপর আটিলার বাসস্থান; তাঁহার বাসস্থান অতি সাধারণ ধরণের কাঠের নির্ম্মিত প্রকাণ্ড একটি গৃহ। নগরের সমস্ত গৃহই কাষ্ঠ নির্ম্মিত।

আটিলার প্রধান মন্ত্রী অনেগেষ কয়েকদিন পর, রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি দানুবের মোহনায়, অকাটজিরি (**Acatziri**) নামে এক শ্লাভোনিক জাতিকে দমন করিতে গিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে আটিলা এই জাতিকে আক্রমণ করেন। প্রাচ্য রোমক সম্রাট সেই যুদ্ধে ইহাদের বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু রোমকদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া অকাটজিরিদের অন্যতম রাজা কুরিডাচ্ (Curidach), হুনদের সহিত যোগ দিয়া তাহাদের যুদ্ধজয়ে অনেক সাহায্য করেন। এই জয়ের পর, আটিলা তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে নিমন্ত্রণ করেন। কুরিডাচের আশঙ্কা হইল, হয়ত-বা নিজের বাড়ী ডাকাইয়া, আটিলা তাঁহার কোন ক্ষতি করিবেন। তাই তিনি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া সসম্ভ্রমে বলিয়া পাঠাইলেন—"আমি ক্ষুদ্র মানব, আপনার মত দেবতার সহিত বন্ধুত্বের যোগ্যতা ও ক্ষমতা আমার নাই।" আটিলা তাহার মনের ভাব টের পাইলেন, কিন্তু সেই সময় কিছুই বলিলেন না। কিছুদিন পরে, কুরিডাচ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, নিজের জ্যেষ্ঠপুত্রকে অকাটজিরিদের রাজা করার জন্য, তিনি মন্ত্রী অনেগেষকে সংবাদ পাঠান।

অনেগেষ সেখান হইতে কার্য্য সমাধা করিয়া, এখন বিজয়গর্ব্বে রাজধানী ফিরিলেন। *

অনেগেষ রোমকদের প্রতি বরাবরই একটু সন্তুষ্ট ছিলেন; তাই রোমকদূতদের আশা ছিল যে, অনেগেষের সাহায্যে হয়ত তাহারা কিছু সুবিধা করিতে পারিবেন। তাহাকে তুষ্ট রাখার জন্য, বহু মূল্যবান উপহার আদি সহ, প্রিস্কাস তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। অনেগেষের বাড়ীর ধারে, একটি সম্ভ্রান্তবেশী হুন আসিয়া, পরিস্কার গ্রীক-ভাষায় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। প্রিস্কাস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কোন জাতির লোক?" তিনি বলিলেন—"আমি পূর্ব্বে গ্রীক্ ছিলাম। কোন যুদ্ধের পর, হুনগণ আমাকে বন্দী করে এবং আমি অনেগেষের ক্রীতদাস হই। এক যুদ্ধে আমি যে সব দ্রব্য লুণ্ঠন করি, তাহার সবই অনেগেষকে দেই। হুনদের নিয়ম অনুসারে, তাই আমি মুক্ত হইলাম। কিন্তু দেশে না যাইয়া, আমি এখানেই বাস করিতেছি। রোমক শাসনের চেয়ে, হুনদের শাসন বহু বিষয়ে ভাল। নিজেদের প্রজাদের রক্ষা করার ক্ষমতা

* ইংরাজদের ভারত জয়ের ইতিহাসে ইহার চেয়েও কলঙ্ক-কর বহু ঘটনা আছে। আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরে শ্বেত-প্রভুত্ব বিস্তারের ইতিহাস ও আমেরিকা জয়ের ইতিহাসে ইহার চেয়ে শতগুণ বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই সব ঘটনা মাত্র সেদিনকার, আর আটিলার এই ঘটনা ১৫ শত বৎসর পূর্ব্বের কথা।

রোমকদের নাই, অথচ সর্ব্ব বিষয়েই অত্যাচার করিতে তাহারা পটু। রোমক শাসকদের অতিরিক্ত শোষণ ও শাসনের ফলে, প্রজাদের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। শত অপরাধ করিয়াও ধনীরা খালাস পায়, আবার বিনা অপরাধেও দরিদ্রেরা শাস্তি পায়। অপর দিকে শত অত্যাচার সহ্য করিয়াও দরিদ্রেরা ন্যায় বিচার পায় না। হুনদের মধ্যে তাহা নাই। এখানে প্রজারা নিরাপদে বাস করে, রাজার অত্যাচার নাই, ধনী ও দরিদ্র সবাই সমান ভাবে বিচার পায়। ক্রীতদাস হইয়া আসিয়াছিলাম, আজ আমি অনেগেষের সহিত এক সঙ্গে ভোজনও করি।"

প্রিসকাস তাঁহার নিকট রোমক শাসনের বহুগুণ ব্যাখ্যা করিলেন। সেই গ্রীক-হুন বলিলেন—"সবই বুঝিলাম, কিন্তু ইহা সবই পুথির কথা—কার্য্যতঃ ইহার কিছুই হয় না।"

কিছু পরে অনেগেষের গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল। উপহারাদি লইয়া, তিনি অনেগেষের সহিত দেখা করিতে গেলেন। প্রিসকাস তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, যাহাতে তিনি নিজে রোমকদের নিকট আটিলার দূতরূপে যান এবং রোমকদের জন্য সুবিধাজনক সন্ধির ব্যবস্থা করিয়া দেন। বহু খোসামুদি ও প্রলোভনের দ্বারা তিনি অনেগেষকে হাত করার চেষ্টা করেন। অনেগেষ বেশ একটু ক্রুদ্ধ হইয়াই বলিলেন—"দেখুন যতই বলুন, নিজের রাজা, নিজের জাতি ও নিজের ভবিষ্যৎ, স্বজাতীয়দের স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া, আপনাদের দলে যাইব, এমন আশা করিবেন না। তবে এখানে বসিয়া, রাজার

নিকট আপনাদের জন্য কিছু অনুরোধ করিতে পারি। ইহার চেয়ে বেশী আশা করিবেন না।”

তারপর কথা হইল, ভবিষ্যতে কোন শ্রেণীর লোক হইতে আটিলার নিকট রোমকদূত আসিবে। আটিলা তিনটি লোকের নাম করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাদের যে কোন একজনকে আসিতেই হইবে। প্রিসকাস বলিলেন—“বিশেষভাবে তিনটি লোকের নাম করিয়া দিলে, তাহাদের প্রতি হয়ত লোকের নানা সন্দেহ হইবে।” অথচ কিছু পূর্ব্বে প্রিসকাস নিজেই চাহিয়াছিলেন যে, হুনদের দূতরূপে অনেগেষই যেন কানষ্টেন্টিনোপলে যান। ইহার উত্তরে আটিলা জবাব দেন যে, “রোমকগণ আমার নির্দ্দেশ না মানিলে যুদ্ধ করিয়া ইহার মীমাংসা করিয়া লইব।” প্রিসকাশের দৌত্য ব্যর্থ হইল।

প্রিসকাস নিজ রোজনামচায় লিখিয়াছেন যে, আটিলার প্রধান মহিষীর নাম ছিল ক্রেকা (Kreka)। হুনদের মধ্যে বিশেষ কোন পর্দ্দা প্রথা ছিল না। প্রিসকাস মহারাণী ক্রেকার সহিতও দেখা করিয়াছিলেন।

ইহার পর পশ্চিম সাম্রাজ্যের দূতদের সহিত তাহার দেখা হয়। নিজের ব্যর্থতার কথা বলিয়া প্রিসকাস জিজ্ঞাসা করিলেন —তাহাদের অবস্থা কি রকম? পশ্চিম সাম্রাজ্যের দূতগণ বলিল— “কিছুই হইল না। হয় সেই সব পবিত্র পাত্রগুলি, নতুবা স্বর্ণকার সিলভানাসকে (Silvanus) আটিলা চায়-ই। ইহার একটিও না পাইলে, সে যুদ্ধ করিবে। জয়ের উল্লাসে এর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। আবার নাকি শীঘ্রই পারশ্য আক্রমণ করিতে

যাইবে।” প্রিসকাস বলিলেন—“তবে ত' রক্ষা পাই। কিছুদিন আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।” অপর পক্ষের এক রোমক দূত বলিল—“না, তাহাতে আরও বিপদ বাড়িবে। এখন তবু কর নিয়াই ক্ষান্ত হয়, কিন্তু পারশ্য বিজয় করিলে (আক্রমণ করিলে, জয় তাহার নিশ্চিত) সে আর দুই রোমক সাম্রাজ্য রাখিবে না। এখনই সে বলে, রোমক সম্রাটগণ তাহার ভৃত্যের মত এবং তাহার যে কোন সেনাপতি রোমক সম্রাটদের সমান পদস্থ। পারশ্য জয় করিলে আর রক্ষা থাকিবে না।” সেইদিন দুই দল দূতকেই আটিলা ভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন।

এই ভোজের প্রসঙ্গে প্রিসকাস আটিলার অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার যথেষ্ট পরিচয় পাইলেন। আটিলার পারিষদ ও অন্যান্য অতিথিদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু আটিলা নিজে পাণ ও ভোজনের জন্য কাষ্ঠপাত্র ব্যবহার করিতেন। অন্য সকলের জন্য নানাবিধ মূল্যবান খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তিনি নিজে খাইলেন কেবল কিছু মাংস। তাঁহার সাজ পোষাকও অতি সাধারণ ছিল। সাধারণ লোকের সাজ পোষাকের সহিত তাঁহার সাজ পোষাকের পার্থক্য ছিল, শুধু পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায়। সমস্ত হুন শস্ত্রাস্তদের তরোয়ালের বাটে, ঘোড়ার লাগামে ও জুতার মাথায় বহু মূল্যবান মণিমুক্তা ছিল, কিন্তু আটিলার সেই সব কিছুই ছিল না।

ভোজের পর, একদল চারণ আসিয়া, আটিলার বিজয় সঙ্গীত গাহিল। তাহাদের সঙ্গীতের উদ্দীপনায়, হুন-বীরগণ মাতিয়া উঠিল। কেহ বা জয়ধ্বনি করিল, কাহারও বা মুখে

চোখে রণোন্মাদনা ছিটকাইয়া বাহির হইল এবং অনেক বৃদ্ধ বর্ত্তমানের অক্ষম দেহ ও যৌবনের শৌর্য্য বীর্য্য স্মরণ করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিলেন। তাহার পর এক ভাঁড় আসিয়া অনেকটা সময় ভাঁড়ামি করিল। ভোজ সভায় হাসির লহর খেলিতে লাগিল। এই ভাঁড়টি ছিল মূর জাতীয় (Moor)—দেখিতে বেটে ও কুব্জ-পৃষ্ঠ। এইটি ব্লেডার খুব প্রিয়পাত্র ছিল। এত উত্তেজনা ও হাসিকান্নার মধ্যে আটিলা যেন এই সবটার উর্দ্ধে থাকিয়া, সব দেখিতেছিলেন মাত্র। তিনি নির্ব্বিকার ভাবে চুপ করিয়াছিলেন। এমন সময়, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সেখানে আসিয়া পিতার আসনেরই এক পাশে বসিল। আটিলা সস্নেহে বালকের মাথায় ও মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এই নির্ব্বিকার লোকটির মুখে এবার স্নেহের চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইল।

সাল্লা নামে (Sulla) একজন সম্ভ্রান্ত রোমকের স্ত্রী ও সন্তানগণ হুনদের হাতে বন্দী ছিল। এই ভোজের পরদিন অনেগেষের সহিত দেখা করিয়া, দূতগণ ইহাদের মুক্তির আবেদন করে। অনেগেষের অনেক অনুরোধে আটিলা সাল্লার সন্তান-দিগকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন, কিন্তু সাল্লার বিধবা স্ত্রীর জন্য ৫০০ পাউণ্ড (£ 500) দাবী করিলেন।

ইহার পর দূতগণ রাণী ক্রেকার সহিত আর একবার ভোজ খাইতে যান। রাণী তাহাদিগকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিলেন। মেক্সিমানের সততায় ও চরিত্রে, আটিলা বিশেষ সন্তুষ্ট হন। তিনি আরও একদিন তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন।

এবার তিনি আরও ভদ্রতার ও হৃদ্যতার সহিত তাহাদের সহিত ব্যবহার করেন। তিনি একটা কথা বিশেষভাবে তাহাদিগকে অনুরোধ করেন। তাঁহার অধীনে কনষ্টেন্টিয়াস্ (Constantius) নামে একজন রোমক কর্ম্মচারী ছিল। কনষ্টেন্টিয়াস একবার দূতরূপে কনষ্টেন্টীনোপলে যায়। তখন সম্রাট থিয়োডিসাস একটি রোমক মহিলার সহিত তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রাণীর চক্রান্তে সেই মহিলার পিতা হত হন এবং সেই মহিলার বিবাহ অন্যত্র সম্পাদিত হয়। সেই হইতে বেচারা কনষ্টেন্টিয়াস বড় মন-মরা হইয়া ছিল। আটিলা তাহার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"সম্রাটের কথায় এই রকম ব্যতিক্রম হওয়া শোভনীয় নহে।" এই বেচারার দুঃখে, তাঁহার এতই সহানুভূতি হইয়াছিল যে, পলাতক হুন ও সিরমিয়ামের মূল্যবান দ্রব্যাদির কথা না বলিয়া, এই কথাই তিনি বিশেষভাবে বলিলেন। আটিলার চরিত্রের একটা দিক ইহাতে বেশ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ইহার তিন দিন পর মেক্সিমান ও পিস্কাস বিদায় লইলেন। তাহাদের যাইবার সময়ও আটিলা কনষ্টেন্টিয়াসের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—"এই ঘটনায়, হয় সম্রাট ইচ্ছা করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন, না হয়, তিনি নিজের প্রজা ও কর্ম্মচারীদের শাসনে রাখিতে পারেন না। প্রথমটা হইলে, তাঁহাকে দণ্ড দেওয়াই কর্ত্তব্য এবং দ্বিতীয় অবস্থায়, আমার শক্তিতে তাঁহার রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া দিতে রাজি আছি।"

পথে ভিজিলাসের সহিত তাহাদের দেখা হইল। ভিজিলাস

এখনও আশা ছাড়ে নাই—এডিকোনকে যে তুই হাজার পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ দিবার কথা ছিল, সে তাহা লইয়া হুন দরবারে যাইতেছিল। হুনগণও জানিত ভিজিলাস শীঘ্রই সোনা লইয়া আসিবে। তাই তাহারা তাহার সন্ধানেই ছিল। ভিজিলাস ও তাহার পুত্র হুনদের হাতে বন্দী হইল। তাহার নিকট ২০০০ পাউণ্ড পাওয়া গেল। আটিলার প্রশ্নের উত্তরে সে নানা রকম মিথ্যাকথা বলিল। কিন্তু পরিশেষে পুত্রের প্রাণের ভয়ে সব কথা স্বীকার পাইল। সে ইহাও জানাইল যে, ক্রিসাফিয়াস (**Chrysaphius**) নামে এক খোজাই এই ষড়যন্ত্রের প্রধান পাণ্ডা এবং সম্রাটও ইহা সমর্থন করিলেন। আটিলা তাহার পুত্রকে খালাস দিয়া বলিলেন—"তোমার পুত্র আরও ২০০০ পাউণ্ড আনিয়া দিলে, তুমি মুক্তি পাইবে।"

এদিকে মেক্সিমাস ও প্রিসকাস যাইয়া সম্রাটের নিকট সব কথা জানাইলেন। ইহার কিছু পরেই অরেষ্টেস ও এসলাস (**Orestes & Eslas**) নামে তুইজন দূত আটিলার নিকট হইতে সম্রাটের নিকট আসিলেন। যে থলিয়াতে করিয়া ভিজিলাস অর্থ লইয়া গিয়াছিল, সেই থলিয়া দেখাইয়া, তাঁহারা বলিলেন—"সম্রাট এই থলিয়া চিনেন কি? আপনি যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন, ইহা ভদ্রলোকের উপযুক্ত নয়; কৃতদাসেরই উপযুক্ত। যাক সেই খোজা ক্রিসাফিয়াসকে আমাদের চাই।" সম্রাট কতকটা হতভম্ব হইয়া গেলেন। আটিলার দয়া ভিক্ষা করিয়া তিনি আটিলার নিকট আবার দূত পাঠাইলেন।

আটিলার নির্দ্দিষ্ট তিনজন হইতে তুইজন লোক দূত ভাবে

গেলেন। বহু মূল্যবান উপহার ও সম্রাটের বিনীত অনুরোধ লইয়া তাহারা চলিল। সম্রাটের উপহারে, নরম সুরে ও অন্যতম দূত নোমাসের (Nomus) ব্যবহারে আটিলার রাগ অনেকটা কমিল। এই দূতদের চেষ্টায় সন্ধি স্থাপিত হইল। আটিলার পার্শ্বচর কনষ্টেন্টিয়াসের জন্য সম্রাট আর একটি ধনী মহিলা সংগ্রহ করিয়া দিলেন। পূর্ব্বের সেই রমণী তাহার স্বামীকে ত্যাগ করিতে রাজি হইল না। আরও ২০০০ পাউণ্ড দিয়া সম্রাট ভিজিলাসকে মুক্ত করিলেন। ক্রিসাফিয়াসের প্রদত্ত উপঢৌকনে এবং সম্রাট ও দূতদের অনুরোধে, ক্রিসাফিয়াস্ এবার বাঁচিয়া গেল। দূতদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, হুনরাজ বহু রোমক বন্দীকে খালাস করিয়া দিলেন। পলাতক হুনদের সম্বন্ধে সর্ত্ত হইল যে, আটিলা আর অতীত দাবী লইয়া সম্রাটকে জ্বালাতন করিবেন না, কিন্তু সম্রাটও ভবিষ্যতে অন্য কোন পলাতককে আশ্রয় দিবেন না।

ইহার এক বৎসর পর, সম্রাট দ্বিতীয় থিওডিসাস দেহত্যাগ করেন। সম্রাটের ভগ্নি পুলচেরিয়া (Pulcheria) ও তাহার প্রণয়পাত্র মার্সিয়ান সিংহাসন দখল করেন। ইহার পর পুলচেরিয়া মার্সিয়ানকে স্বামী বলিয়া পরিচয় দিতেন। হঠাৎ সিংহাসন পাওয়ায়, মার্সিয়ান নিজকে একটা মস্ত বড় কিছু মনে করিতে লাগিলেন। তাই তিনি আটিলার সহিত একটু গোলমাল করার ইচ্ছায় রহিলেন। গত বৎসরের সন্ধিসর্ত্ত তিনি মানিতে চাহিলেন না।

আটিলা ও পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্য

এইবার আটিলা পশ্চিম সাম্রাজ্যের দিকে দৃষ্টি দিলেন। পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল রোম, কিন্তু সেই সময় সম্রাট ও তাঁহার সভা রেভেনা (Ravena) নগরেই থাকিত ; তাই রেভেনাই প্রকৃত পক্ষে পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। খৃষ্ট-যাজক পোপ তখন রোমে থাকিতেন। তখন পশ্চিম সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন তৃতীয় ভেলেনটিনিয়ান (Valentinian III)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সম্রাটের ভগ্নি হোনোরিয়া (Honoria) আটিলাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়া আটিলার নিকট চিঠি দিয়াছিলেন। আটিলা এখন সম্রাটের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন—"হোনোরিয়া আমার বাগদত্তা পত্নী ; তাঁহার উপর যেন কোন প্রকার অত্যাচার না হয় এবং তিনি সাম্রাজ্যের অর্দ্ধেক ভাগী। যদি তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য অংশ দেওয়া না

হয়, তবে আমি তাঁহার স্বার্থ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিব।" সম্রাট উত্তর দিলেন—"হোনোরিয়ার অন্যত্র বিবাহ হইয়াছে, তাই সে আপনার বাগদত্তা পত্নী হইতে পারে না। হোনোরিয়া রাজ্য পাইতে পারে না, কারণ রোমকদের মধ্যে পুরুষরাই রাজ্যাধিকারী হয়।" অবশ্য সম্রাট এখানে সত্যের অপলাপ করিলেন, কারণ ঠিক সেই সময়ই পুলচেরিয়া প্রাচ্য সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে, আটিলা আবার দূত পাঠাইলেন। এবার তিনি হোনোরিয়ার ভাবী স্বামী ভাবে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যের অর্দ্ধেকটা দাবী করিলেন। সম্রাট তাঁহার দাবী পূরণ করিলেন না। আটিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

পারিপার্শ্বিক অপর ২।১টা কারণে এই যুদ্ধ আরও আসন্ন হইল। ফ্রাঙ্কদের রাজা মারা যান। এই রাজার কনিষ্ঠ পুত্র অনেক দিন যাবৎ পিতার প্রতিনিধি ভাবে রোমে ছিলেন। রোমের বিখ্যাত সেনাপতি এটিয়াস (Ateius) এই রাজপুত্রকে খুব স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকে তাঁহার ধর্ম্মপুত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। রাজার মৃত্যুর পর রোমকদের সাহায্যে এই কনিষ্ঠ পুত্র ফ্রাঙ্কদের রাজা হন। বড় ছেলে পালাইয়া আটিলার শরণ লইল।

তখন উত্তর আফ্রিকার অধিপতি ছিল ভেণ্ডালগণ (Vandals)। ভেণ্ডালদের রাজা গেইছারিক (Gaiseric) আটিলার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। ভেণ্ডালগণ মধ্য-ইউরোপ হইতে বাহির হইয়া, ইটালীর উপর বীভৎস অত্যাচার করিয়াছিল এবং রোমের হাত হইতে উত্তর আফ্রিকা জয় করিয়া সেখানে রাজ্য

স্থাপন করে। প্রাচীন কার্থেজের নাম অনুসারে গেইছারিকের রাজধানীর নামও ছিল কার্থেজ। সেইখান হইতে তাহারা পশ্চিম সাম্রাজ্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। প্রথমে আটিলা ও গেইছারিকের মধ্যে কথা হয় যে, আটিলা স্থলপথে ও গেইছারিক জলপথে ইটালী আক্রমণ করিবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত, আটিলা তাঁহার কোন সাহায্যই পান নাই। কিন্তু তাঁহার সহিত সখ্য করার ফলে, মধ্য-ইউরোপে আটিলার একজন শত্রু বৃদ্ধি হয়। ভিছিগথদের (Visigoth) রাজা থিওডোরিকের (Theodoric) কন্যার সহিত গেইছারিকের পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। কোন কারণে, এই বর্ব্বর রাজাটি বধুর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া, পুত্র বধুর নাক কান কাটিয়া বধূ পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন। তাই থিওডোরিক ও গেইছারিকের মধ্যে তীব্র শত্রুতা জন্মিল। গেইছারিকের বন্ধু হিসাবে আটিলাকেও তিনি শত্রু ভাবেই দেখিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রোমক শাসনকর্ত্তারা প্রজাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিত। এত বেশী কর ও খাজনা তাহারা আদায় করিত যে, প্রজারা ক্রমে বিদ্রোহের দিকে চলিতেছিল। গলে (Gaul) এই কৃষক বিদ্রোহ বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। প্রায় ১৫০ বৎসর যাবৎ কৃষক ও শাসকের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ইহার ফলে অত্যাচারী শাসকদের চেয়ে কৃষকদেরই দুর্ভোগ হইতেছিল বেশী। সেই অবস্থায় তাহারা আটিলার আশ্রয় প্রার্থনা করিল। ইউডোক্সিয়াস (Eudoxius) নামে একজন শিক্ষিত চিকিৎসক তাহাদের প্রতিনিধি ভাবে আটিলার

নিকট গেলেন। আটিলা তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। এবং রোমের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

৪৫১ খৃঃ অব্দের বসন্ত কালে, আটিলা সসৈন্যে রাইনের দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী চলিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতে ৫।৭ লক্ষ সৈন্য তাঁহার সহিত ছিল; কিন্তু এত সৈন্য যে ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহ। এই বাহিনীর মধ্যে প্রধান ছিল হুনগণ ও তাহাদের মিত্র দুই টিউটনিক জাতি গেপিডি (Gepidae) ও অষ্ট্রগথ (Ostrogoth)। ইহা ভিন্ন আরও বহু টিউটনিকও স্লাভনিক জাতি আটিলার অধীনে ছিল। অষ্ট্রগথ ও গেপিডিগণ তাঁহাদের বীরত্বের জন্য বিখ্যাত ছিল। অষ্ট্রগথদের নেতা ছিলেন ওয়ালামির, থেউডিমির ও ওয়াইডিমির (Walamir, Theudemir, Widemir) এবং গেপিডিদের নায়ক ছিলেন আর্দেরিক (Arderic)। আটিলার সমস্ত সামন্ত রাজাদের মধ্যে অর্দেরিক ছিলেন সব চেয়ে বীর ও বিখ্যাত এবং আটিলা অনেক সময়ই তাঁহার পরামর্শ লইতেন। রাইন নদী পার হইবার জন্য, থারিঞ্জার ওয়াল্ড (Thuringer Wald) নামক স্থানের বড় বড় গাছ কাটিয়া, আটিলা নৌকা তৈরি করিতে লাগিলেন। অপর দিকে, রাইন নদীর পশ্চিমে, গলদেশে বহু জাতি তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

আটিলার বিপক্ষে বহু জাতি সম্মিলিত হইয়া ছিল। ফ্রাঙ্ক ও ভিসিগথগণই বর্ত্তমান ফ্রান্সের বেশী ভাগ দখল করিয়া রাখিয়াছিল। বর্ত্তমান ব্রিটেনীতে একদল কেলটিক জাতি

রোমক সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীন হইয়া স্বতন্ত্র এক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। সেক্সনগণ পূর্ব্বে ছিল, ডেনমার্কের দক্ষিণে; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আটিলা যখন বালটিক সাগরের তীরবর্ত্তী দেশ ও দ্বীপ সকল জয় করেন, তখন, সেক্সনগণ সেখান হইতে সরিয়া বর্ত্তমান নর্মেণ্ডীর এক কোনে আড্ডা স্থাপন করে। নর্মেণ্ডীর অপর অংশ ও বেলজিয়ামের কতটা লইয়া, ঠিক সেক্সনদেরই উপরে, ছিল ফ্রাঙ্কদের এক আড্ডা। বর্ত্তমান সেভয়র (Savoy) কাছাকাছি বার্গেণ্ডিয়ানদের এক উপনিবেশ ছিল। এই সব জাতিরা কতকটা স্বাধীন ভাবেই বাস করিত। কিন্তু কেলটীকগণ ভিন্ন আর কেহই সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল না; অনেকেই রোমের প্রাধান্য মানিত। এই সব জাতিদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাবও ছিল না। ইহাদের মধ্যে ভিসিগথগণ ছিল সবচেয়ে প্রবল। তাহাদের রাজা ছিলেন থিওডারিক। রোমক সেনাপতি ঐটিয়াস (Aetius) ও থিওডারিকের মধ্যে বহু দিনের বিবাদ ছিল। এখন সকলেরই স্বার্থ হইল এক যোগে আটিলাকে বাধা দেওয়া। তাই রাইনের অপর তীরে এই সব জাতি আটীলার বিরুদ্ধে একত্র হইতে লাগিল।

আটিলাও বুঝিলেন রোমক ও ভিসিগথদের একত্র মিলন তাঁহার পক্ষে সুবিধার নয়। তাই তিনি দুই শক্তির মধ্যে বিবাদ জন্মাইবার জন্য দুই স্থানেই দূত পাঠান। রোমে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, ভিসিগথগণ, তাঁহার ও রোমকদের উভয়েরই সমান শত্রু এবং রোমক ও হূনগণ একযোগে ভিসিগথদের বিরুদ্ধে পূর্ব্বে বহু যুদ্ধ করিয়াছে। আটিলা ইহাও আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহার

এই যুদ্ধযাত্রা সেই সব যুদ্ধেরই পূর্ব্বানুবর্ত্তী (Continuation)। অপর দিকে তিনি থিওডরিককে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার সহিত রোমকদের চির শত্রুতা ; এই অবস্থায় তিনি যে রোমকদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অস্বাভাবিক। কিন্তু আটিলার এই চাতুরী ও ভেদনীতি ব্যর্থ হইল। ভিছিগথ ও রোমকগণ বুঝিল তাহাদের উভয়েরই বিপদ উপস্থিত।

রোমকগণ থিওডরিকের নিকট এক দূত পাঠাইল। দূত-মুখে তাহারা থিওডরিক ও ভিছিগথদের বহু স্তুতি করিল এবং আটিলার বিরুদ্ধে রোমের সহিত যোগ দিলে কি কি সুবিধা হইতে পারে, তাহাও বলিয়া পাঠাইল। আটিলা যে তাঁহার অপমানকারী ভেণ্ডাল (Vandal) রাজের মিত্র তাহাও স্মরণ করাইয়া দিল। থিওডরিক রোমকদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

কিন্তু এতগুলি জাতির সম্মিলিত শক্তিও আটিলাকে বাধা দিতে পারিল না। নগরের পর নগর বিজয়ী আটিলার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। খৃষ্টান যাজকগণ শেষে ঐশী শক্তির শরণ লইল কিন্তু তাহাদের জপ তপ ব্যর্থ করিয়া আটিলা ক্রমাগতই পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বর্ত্তমান জার্ম্মেনী পূর্ব্বেই তাঁহার অধীন ছিল—এবার তিনি রাইন নদী পার হইয়া, বর্ত্তমান বেলজিয়াম ও ফ্রান্স জয় করিতে লাগিলেন।

গত মহাযুদ্ধের সময়, রাইম (Rheims) নগর জার্ম্মেনগণ অধিকার করে এবং রাইমের গির্জা জার্ম্মেন গুলিতে বিধ্বস্ত

হয়। আটিলা সেই রাইম নগর জয় করিয়াছিলেন রাইমের গির্জাও তিনি অধিকার করেন। বর্ত্তমানে যে স্থানে প্যারী নগর—আটিলার সময় সেই স্থান সেইন নদীর (River Seine) একটি নগণ্য চর ছিল মাত্র। আটিলার ভয়ে সেখানকার নরনারীরা সকলে পলায়নের আয়োজন করে। জেনোভেফা (Genovefa) নামক একটি বালিকা সকলকে বলিল যে হুনগণ এখানে আসিবে না—তাহারা কেহ যেন না পালায়। পুরুষরা তাহার এই কথা একেবারেই অগ্রাহ্য করিল এবং সেই বালিকাকে প্রায় হত্যা করার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু কতকটা নারীদের জেদে এবং কতকটা সেণ্ট জার্মেনাস (St. Germanus) নামে এক সাধুর আশ্বাসে, তাহারা সেখান হইতে পলাইল না। এই নগণ্য দ্বীপ দখল করার জন্য বোধহয় আটিলার বিশেষ আগ্রহও ছিল না। সেই জন্যই হউক বা কোন দৈব কারণেই হউক, আটিলা সেখানে গেলেন না। পরবর্ত্তী কালে যখন এই খানে বিখ্যাত প্যারী সহর গড়িয়া উঠিল, তখন প্যারী-বাসীরা জেনেভেফা ও জার্মেনাসকে ভুলিল না। আজও তাঁহারা সেণ্ট (Saint) বা সাধু হিসাবে প্যারী-বাসীদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইতেছেন।

জার্ম্মেনী ও গলের সমস্ত নগর আটিলার পদানত হইল। রেইম, কেমব্রে (Cambray), কলোন (Calogne), এমেইন (Amiens), মেজ (Metz) ষ্ট্রেসবার্গ (Strasburg) প্রভৃতি সমস্ত সুরক্ষিত দুর্গ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। তিনি নগর লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি গ্রহণ

করিলেন। সমস্ত গল (Gaul) জয় করিয়া এইবার তিনি ভিসিগথদের রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। থিওডরিকের রাজ্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বে ভিসিগথদের নানা উপনিবেশ তাঁহার পথে পড়িল। অবশেষে তিনি অর্লিয়নের নিকট উপস্থিত হইলেন।

আর্লিয়ন (Orleans তৎকালীন নাম Aureliani) বাসীরা তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এনিয়ানাস (Anianus) নামক একজন খৃষ্টান পুরোহিত (Bishop) অর্লিয়নবাসীদের নেতা হইলেন। রোমক সেনাপতি এটিয়াসের (Aetius) সহিত দেখা করিয়া, তিনি ঠিক করিয়াছিলেন যে থিওডরিক ও এটিয়াস, এই নগরেই আটিলাকে বাধা দিবেন। নগরের প্রাচীরের বাহিরে তখন হুনগণ হানা দিতেছে। বিশ্ববিজয়ী আটিলার হাত হইতে যে রক্ষা পাইবে, এমন ভরসা নগরবাসীরা করিতে পারিল না। বিশেষতঃ রোমক ও ভিসিগথ সৈন্য আসিতে যখন দেরী হইতে লাগিল, তখন নগরবাসীরা প্রায় নিরাশই হইল। এনিয়ানাস অতি কষ্টে তাহাদিগকে বুঝ মানাইতে লগিলেন।

এদিকে ঐটিয়াস যখন সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন পথে তিনি শুনিলেন যে থিওডরিক নিজরাজ্য ছাড়িয়া আসিতে ইচ্ছুক নন। এই সংবাদে তিনি মহা প্রমাদ গণিলেন। এভিটাস (Avitus) নামক একজন সম্ভ্রান্ত রোমককে তিনি থিওডরিকের নিকট পাঠান। থিওডরিক এভিটাসকে বিশেষ খাতির করিতেন। তাঁহার অনুরোধে, থিওডরিক সসৈন্যে

অর্লিয়নের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই দুই সম্মিলিত সৈন্যের সাহায্যে অর্লিয়ন রক্ষা পাইল। আটিলা অর্লিয়ন নগর দখল করিতে ব্যর্থ হইলেন। ঐটিয়াস ও থিওডরিকের সহিত ঐ অঞ্চলের নানা জাতির লোক ছিল। এই যুদ্ধের কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। মোটের উপর এপর্য্যন্তই জানা যায় যে তিনি অলিয়ন নগর দখল করিতে পারিলেন না। এইখানে ব্যর্থকাম হইয়া তিনি. আর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলেন না; রাইন নদীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। *

আটিলার ইউরোপ জয়ের অভিযানে এই প্রথম তিনি ব্যর্থ হন; ইহার পূর্ব্বে কোথাও তাঁহার বিজয় বাহিনী প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে নাই।

* জোর্ডেনেস (Jordanes) নামক লেখকের মতে, ঐটিয়াস ও থিওডরিক, আটিলার ভয়ে পূর্ব্বেই অলিয়ন নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। সেই নগরের রক্ষক, আলন্সদের রাজা সঙ্গিবান (Sangiban King of Alans), আটিলার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, নগর আটিলার হাতে ছাড়িয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; ঐটিয়াস ও থিওডরিক, তাহা টের পাইয়া, আগেরভাগেই নগর ধ্বংস করেন এবং সঙ্গিবানকে প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া তাহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

ফ্রান্স ও জার্মেনী জয়

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আটিলার বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। সমস্ত পথই প্রায় জনমানবশূন্য। কোথাও খাদ্য পাওয়া যায় না—কোথাও আশ্রয় মিলে না। মস্কো হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে, নেপোলিয়ানের বিরাট বাহিনীর যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল আটিলার সৈন্যেরও প্রায় সেই অবস্থাই হইল। তার উপর আবার, ঐ সব অঞ্চলের বর্ব্বর টুটেনিক জাতি সকল অতর্কিত ভাবে মাঝে মাঝে আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অথচ এই সব হঠাৎ আক্রমণকারীদের সহিত যুদ্ধ করাও সম্ভবপর নয়;—বন জঙ্গল, নদী পাহাড় সবই তাহাদের পরিচিত, হুনগণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইলেই তাহারা কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া যাইত। অথচ পথঘাট অপরিচিত থাকার জন্য হুনগণ তাহাদের অনুসরণ করিতেও পারিত না।

অবশেষে তিনি ট্রয়েস (Troyes) নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ট্রয়েস নগরে লুপাস (Lupus) নামে এক সাধু ও বৃদ্ধ বিশপ বা পুরোহিত থাকিতেন। আটিলার আগমনের সংবাদ শুনিয়াই, তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন। তিনি জানিতেন, আটিলার আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করা, নগর-বাসীদের সাধ্য নয়, তাই তিনি ঐশী-শক্তির শরণ লন। আটিলা যখন নগরপ্রান্তে আসিলেন, তখন লুপাশ তাঁহার সহিত দেখা করেন। লুপাসের বাক্যে, সৌম্য চেহারায় ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া, তিনি তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। আটিলা ঐ নগর লুণ্ঠন করিলেন না। কিন্তু তিনি লুপাসকে একটি সর্ত্তে আবদ্ধ করিলেন—আটিলার অনুরোধে, তিনি রাইন নদীর তীর পর্য্যন্ত আটিলার সহিত যাইতে সম্মত হইলেন। আটিলা তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, রাইনের পার যাইয়াই, তিনি লুপাসকে বিদায় দিবেন। আটিলা তাঁহার কথা ঠিক রাখিয়াছিলেন। রাইন নদীর তীরে যাইয়া পথ প্রদর্শক সঙ্গে দিয়া তিনি লুপাসকে তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। এই ঘটনাতে বুঝা যায় যে, আটিলা হৃদয়হীন পশু ছিলেন না। তিনি সাধু সজ্জনের মূল্য বুঝিতেন এবং নিজের কথাও রক্ষা করিতে জানিতেন। লুপাস এক জন সাধু, তাই তাঁহার অনুরোধে তিনি ট্রয়েস নগরকে অব্যাহতি দিলেন এবং শুধু তাঁহার সঙ্গ লাভ করার জন্যই লুপাসকে রাইন পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আনিলেন।

কিন্তু এই সমস্ত পথই, ঐটিয়াস ও থিওডারিক কতকটা দূরে

থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন। ট্রয়েস নগরের অল্প দূরে দুই পক্ষে এক যুদ্ধ হয়।

সেইন নদীর তীরবর্ত্তী মেরি নগরের (Mery sur Seine) নিকট এই যুদ্ধ হইল। চেলোনের যুদ্ধ (Battle of Chalons) নামে এই যুদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। নিকটে একটি পর্ব্বতক ছিল। রোমকগণ পূর্ব্বেই তাহা দখল করিয়া লইয়াছে। এই পাহাড় হইতে তাহারা নীচে হুনদের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। আটিলা এই পাহাড় দখল করার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রোমকদের চেষ্টায় হুনদের গতি রুদ্ধ হইল। হুনগণ পশ্চাদ্দিকে চলিতে লাগিল। তখন আটিলা তাঁহার সৈন্যদের সম্বোধন করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন—"বন্ধুগণ, সমস্ত বিশ্বজয় করিয়া, আজ এই ভিসিগথ ও রোমকদের সম্মুখে কি তোমরা পরাজিত হইবে? অসম্ভব! ভীরু, কাপুরুষ রোমকগণ তোমাদের আতঙ্কে সদাই শঙ্কিত, তাই তাহারা অন্য সব বন্ধুবান্ধব লইয়া তোমাদিগকে বাধা দিতে আসিয়াছে। হেয়, ঘৃণ্য রোমকদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার দরকার নাই—তোমরা থিওডারিক ও তাঁহার ভিসিগথদিগকে আগে আক্রমণ কর; রোমকগণ আপনা হইতেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে। বিশ্ব-বিজয়ী হুনগণ, যুদ্ধের তালে তালে তোমাদের প্রাণ নাচিয়া উঠুক। হুনদের বিজয় যাত্রায় বাধা দিবে, এমন আস্পর্দ্ধা এদের! ইহাও কি তোমরা সহ্য করিবে? আমি সকলের আগে শত্রুকে আক্রমণ করিতে যাইতেছি; এমন হৃদয়হীন কে এখানে আছে, যে আমার অনুসরণ করিবে না!"

আটিলার সহিত সমস্ত হুন-বাহিনী শত্রুর উপর ঝাপাইয়া পড়িল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, ঐটিয়াস ও থিওডারিকের পুত্র থরিসমান্দ (Thorismand) মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতকটি অধিকার করিয়াছিলেন। পাহাড়ের পাদমূলে থিওডারিক রোমকবাহিনী লইয়া হুনদিগকে বাধা দিলেন। পাহাড়ের উপর হইতেও রোমকগণ হুনদিগকে বাধা দিতে লাগিল। পাহাড়ের নীচে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। থিওডারিক হুনদের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না—যুদ্ধ ক্ষেত্রেই তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন। নীচের রোমক সৈন্যদিগকে মথিত করিয়া, হুনগণ পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ঐটিয়াস ও থরিসমান্দের আক্রমণে হুনবাহিনী পিছনের দিকে হটিতে লাগিল। তাই আটিলা বুঝিলেন, এই যুদ্ধে জয় লাভ করা সম্ভব নয়। তিনি তখন নিজ সৈন্যদলকে লইয়া সুশৃঙ্খলভাবে শিবিরের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পাহাড়ের উপর হইতে রোমকগণ হুনদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। কিন্তু সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া তাহারা বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। হুন-আক্রমণের বেগ সম্বরণ করা এই সম্মিলিত বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হইল না। থরিসমান্দ নিজে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন এবং নিজ অনুচরদের পরামর্শে ও সাহায্যে আস্তে আস্তে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া গেলেন। ঐটিয়াসও নিজ সৈন্যদল হইতে ছিটকাইয়া হুনদের মধ্যে যাইয়া পড়িলেন। হুনদেরমধ্যে আত্মগোপন করিয়া তিনি সেই যাত্রা রক্ষা পান। সেখান হইতে নৈশ-অন্ধকারের

সাহায্যে তিনি কোনক্রমে, থরিসমান্দের শিবিরে যাইয়া আশ্রয় লন।

জোরডানেস (Jordanes) যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এই যুদ্ধে কোন পক্ষই প্রকৃত পক্ষে জয়ী হইতে পারে নাই। অবশ্য তিনি এই যুদ্ধে রোমকদেরই জয়ী বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা হুন-বিদ্বেষ ও খৃষ্টান-প্রীতির ফল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার লিখিত বিবরণ উপরে সঙ্কলিত হইয়াছে। তাহাতে মনে হয়, আটিলার বক্তৃতার পর হুনদের প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে যাইয়া সমতল ভূমির রোমকসৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে এবং থিওডারিক মারা যান; পরে পাহাড়ের উপরের রোমক ও ভিসিগথ সৈন্যদের আক্রমণে হুনগণ পিছাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু রোমকগণ যখন পাহাড়ের উপর হইতে সমতল ভূমিতে আসিল, তখন তাহারা আটিলার আক্রমণে আবার ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। যুদ্ধের পর হুন ও রোমকগণ উভয়েই নিজ নিজ শিবিরে যাইয়া আশ্রয় লইল।

পরদিন প্রত্যুষে রোমকগণ দেখিল, যুদ্ধক্ষেত্র মৃত নরদেহে পূর্ণ এবং হুনগণ তাহাদের শিবিরের আশ্রয় হইতে বাহির হইতেছে না; তাই তাহারা অনুমান করিল তাহাদেরই জয় হইয়াছে। * এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে প্রায় দেড় লক্ষাধিক

* জোরডানেস লিখিয়াছেন—"Next morning when day dawned and the allied generals beheld the vast plains covered with corpses but saw that the Huns

সৈন্য হত হয়। রোমক ও ভিসিগথগণ তখন এক মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিল। সেই সভায় ঠিক হইল যে, আটিলার শিবিরে খাদ্যদ্রব্য বিশেষ নাই, তাই কয়েকদিন তাঁহার শিবির অবরোধ করিয়া রাখিলেই তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন। তিনি শিবিরের চারিধারে যে ভাবে সব তীরন্দাজ সৈন্য রাখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার শিবির আক্রমণ করার ভরসা বা সাহস শত্রুপক্ষের হইল না।

ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, রোমকদের জয় ঠিক জয় নয়—তবে আটিলাও যে জয়ী হন নাই, তাহাও ঠিক।

পূর্ব্বদিন যুদ্ধের সময়, থিওডারিক যে হত হইয়াছেন, রোমক বা ভিসিগথগণ তাহা টের পায় নাই। দিনের বেলা সকলে তাঁহার খোঁজ করিতে লাগিল। অনেক তালাসের পর, শবরাশির মধ্যে থিওডারিকের শবও পাওয়া গেল। রোমক ও ভিসিগথগণ বিশেষ সমারোহের সহিত তাঁহার শব সমাধিস্থ করিল। হুনরাজ আটিলা ও হুন-সৈন্যগণও এই মৃত বীরের প্রতি সম্মান দেখাইলেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই ঐটিয়াস থরিসমান্দকে ভিসিগথদের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ভাইদের গ্রাস হইতে সিংহাসন রক্ষা করার জন্য, থরিসমান্দের শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া যাওয়া উচিৎ,—ইহাই শেষে সাব্যস্ত হইল।

এদিকে, এই ব্যর্থতার মুখেও আটিলা নির্ভীকভাবে নিজ শিবিরে প্রস্তুত রহিলেন। তখনও তাঁহার শিবিরের বিজয়বাদ্য ও

did not venture to sally forth, they concluded that the victory was theirs."

অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি রোমকদের মনে ত্রাস জন্মাইতে লাগিল। * আটিলা আশা করিয়াছিলেন, রোমকগণ আবার তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। কিন্তু হাঠাৎ একদিন শুনিলেন যে, থরিসমান্দ (Thorismand) সসৈন্যে নিজদেশে চলিয়া গিয়াছেন। প্রথমে তিনি ইহা ঠিক বিশ্বাস করিলেন না। রোমকদের পক্ষে ইহা একটা চাল মনে করিয়া, তিনি আরও সতর্ক ও প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। কয়েকদিন পর যখন সত্যই বুঝিলেন, রোমকগণ আর তাহাকে আক্রমণ না করিয়া, নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া গিয়াছে, তখন তিনিও নিজ রাজধানীর দিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভবিষ্যতে এই ব্যর্থতার প্রতিশোধ লইবেন, এই সঙ্কল্প লইয়া তিনি রাজধানী আসিলেন। ৪৫১ অব্দের জুলাই মাসে এই যুদ্ধ হইয়াছিল।

---

* "Yet he did not act like one in abject prostration, but clashed his arms, sounded his trumpets and continually threatened a fresh attack. ......that most warlike king though hemmed in, troubled his conquerers" (Jordanes)

Italy and her Invaders Vol. II. P. 133.

ঐ গ্রন্থের লেখক এই সম্বন্ধে টিপ্পনী করিতে যাইয়া অন্যত্র লিখিয়াছেন—"Even the clash of arms and the blast of trumpets in the camp of the Huns, the lashing of the lion's tail and the deep thunder of his roar—may have struck some terror into the hearts of his hunters."—Ibid. P. 137.

ইটালী আক্রমণ

৪৫১ অব্দের গ্রীষ্মকালে আটিলা নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। কয়েকমাস পরই তিনি আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এবার তিনি জার্ম্মেণী ও গলের দিকে না যাইয়া, ইটালীর দিকে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গথবীর এলারিক (Alaric) যেই পথে ইটালী গিয়াছিলেন, তিনিও সেই পথে আল্পস্ (Alps) পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইটালীর দিকে রওনা হইলেন।

বর্ত্তমান ট্রিষ্টের নিকটে একুলিয়া (Aquileia) নামে একটি নগর ছিল। এই নগরে একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল—তখন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া কেহ এই দুর্গ অধিকার করিতে পারে নাই। এই নগর তখনকার দিনে একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল—এই বন্দরের মারফতই উত্তর ইউরোপের সহিত ইটালির ব্যবসায়ের

যোগাযোগ ছিল। এই নগরের বিশপের আধিপত্যও বহু বিস্তৃত ছিল। ধর্ম্ম, ব্যবসায় ও সামারিককেন্দ্র—এই তিন হিসাবেই নগরটি উত্তর ইটালীর মধ্যে প্রধান নগর ছিল। আটিলাই প্রথম এই নগর অবরোধ করিলেন।

বহুদিন ধরিয়া অবরোধ চলিল, কিন্তু দুর্গ ঠিক তেমনি অজেয় রহিল। আটিলার একটু চিন্তা হইল—প্রথমেই এই বিফলতা বরদাস্ত করিতে তিনি রাজি নন, অথচ দুর্গ দখল করাও সম্ভব হইতেছে না। একদিন চিন্তাকুল মনে তিনি নগর-প্রাচীরের ধারে বেড়াইতেছেন। এমন সময় দেখিলেন একদল ক্রৌঞ্চ (Stork) তাহাদের নীড় পরিত্যাগ করিয়া, উর্দ্ধে আকাশে উড়িয়া যাইতেছে এবং নীড়ের শাবকদিগকে উপর হইতে আহ্বান করিতেছে। আটিলা মনে করিলেন, এই নগরের আসন্ন পরাজয় ও বিপদের বিষয় বুঝিতে পারিয়া, ইহারা আগেই নগর ছাড়িয়া যাইতেছে। এই সামান্য ঘটনায়, তাঁহার মনে আবার নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইল,—তিনি মনে করিলেন, এই নগর তাহার নিকট নিশ্চয়ই পরাজয় স্বীকার করিবে।

তখনই শিবিরে ফিরিয়া, তিনি সৈন্যদের নিকট ওজস্বিনী ভাষায় এই ঘটনা বিবৃত করিলেন। তাহার অদম্য উৎসাহে ও বিশ্বাসে, সৈন্যদের মনেও নূতন উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হইল—এই নূতন উৎসাহের মুখে তাহারা আবার নগর আক্রমণ করিল। এবার অতি সহজেই তাহারা নগর অধিকার করিল। তাহাদের আক্রমণের প্রথম বেগেই দুর্গ প্রাচীর ধ্বসিয়া পড়িল। এতদিন তাঁহার এত চেষ্টা ও শ্রম ব্যর্থ করার জন্য, আটিলা এবার

এই নগরকে দণ্ড দিলেন। এই সমৃদ্ধ নগরের চিহ্ন পর্য্যন্ত তিনি লোপ করিলেন—এবং সমস্ত রোমকবাহিনী তাহার সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে হত হইল।

এই প্রসঙ্গে আলেকসন্দরের টায়ার দখল ও ধ্বংস করার কাহিনী স্মরণীয়। পরবর্ত্তী যুগে কত দেশের কত নগর যে স্পেনীয়, পর্টুগিজীয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির হাতে ধ্বংস হইয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে, কাজেই এই নগর ধ্বংসের জন্য বিশেষভাবে আটিলাকেই দোষ দিবার কোন কারণ নাই।

এখান হইতে তিনি বর্ত্তমান ভিনিসিয়া (Venitia) প্রদেশে যান। অকুইলিয়া হইতে প্রায় ৩২ মাইল দূরে কনকরডিয়া (**Concordia**); সেখান হইতে ৩১ মাইল দূরে অলটিনিয়াম (**Altinium**)। এই দুইটি নগরই আটিলার নিকট পরাজিত হইল। তাঁহার আক্রমণ ও লুণ্ঠনের পর, আর এই নগর দুইটি কখনও পূর্ব্বের গৌরব ফিরিয়া পায় নাই। আর একটু আগাইয়া পেটাভিয়াম নগর (**Patavium**)। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে এসিয়ার উপকূলস্থ ট্রয় (**Troy**) নগর হইতে একদল উপনিবেশী আসিয়া এই নগর প্রতিষ্ঠা করে। এই নগরও আটিলার নিকট পরাজিত হইল—বর্ত্তমানে এই নগরের নাম পদুয়া (**Padua**)। আকুইলিয়াতে বিশেষভাবে বাধা পাওয়ার জন্যই, তিনি ঐ নগরের উপর বিশেষ অত্যাচার করিয়াছিলেন। কনকরডিয়া ও আলটিনিয়ামও সেই রাগের কতকটা ভাগ পাইয়াছিল। ইহার পর, অন্য কোথাও আটিলা তেমন বিশেষ কিছু

অত্যাচার করেন নাই। ইহার পর, কোন নগরই তাঁহাকে বিশেষ বাধা দেয় নাই—ভিসেঞ্জা (**Vicenga**), ভেরোনা (**Verona**) ব্রেসকিয়া (**Brescia**), বার্গামো (**Bergamo**), মিলান, (**Milan**), পেভিয়া (**Pavia**) প্রভৃতি নগর, বিনা বাধাতেই তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। এই সব নগর হইতে তিনি বহু ধন রত্ন আহরণ করিলেন এবং বহুলোককে বন্দী করিলেন।

মিলান নগরে আসিয়া, রোমক সম্রাটের প্রাসাদে, হুনরাজ বাস করিতে থাকেন। সেই প্রাসাদেরই এক প্রাচীর গাত্রে একখানা চিত্র ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রোমক সম্রাটদ্বয় সিংহাসনে বসিয়া আছেন, একদল পরাজিত ও বন্দী শক তাঁহাদের পায়ের কাছে নত হইয়া আছে, ধারেই কতকগুলি শকের মৃতদেহ। কোন অতীত যুগের, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের এই সত্য বা কল্পিত অপমানের ছবি দেখিয়া, আটিলার আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিল। তিনি তখনই একজন চিত্রকর ডাকাইয়া ঐ ছবির ঠিক সম্মুখের প্রাচীরে একখানা ছবি আঁকিতে বলিলেন—এই ছবিতে দেখান হইল, শকবংশ সম্ভূত হুনরাজ আটিলা সিংহাসনে বসিয়া আছেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রোমক সম্রাটদ্বয় টাকার থলি নিজ স্কন্ধে বহিয়া আটিলার পায়ের কাছে নত হইয়া, তাহা অর্ঘ্য দিতেছেন। মিলানের উপর দিয়া পরবর্ত্তী কালে বহু ঝড়-ঝাপ্‌টা বহিয়া গিয়াছে—তাই এই সব ছবি অনেক কাল হইল লোপ পাইয়াছে। এই চিত্রখানা থাকিলে আটিলার একখানা ছবি পাওয়া যাইত।

এপেনিস (Apenis) পর্ব্বতের পূর্বে, পো নদীর সমস্ত উপত্যকা, আটিলার পদানত হইল। কিন্তু রোম তখন তাঁহার ভয়ে কম্পমান। প্রায় ৫০ বৎসর আগে, গথ-নেতা এলারিক (Alaric) রোমের উপর যে অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা রোম বাসীরা ভুলে নাই। সম্রাট ভেলেনণ্টিনিয়াম, সেনাপতি ঐটিয়াস ও রোমক অভিজাত বর্গ, রোমে বসিয়া নানা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি ঐটিয়াস বা অন্য কেহই তাহাকে বাধা দিতে সাহস পাইলেন না। * ঐটিয়াস বুদ্ধিমানের মত, প্রাণ লইয়া পালাইতে প্রস্তুত হইলেন—সম্রাটকেও তিনি তাঁহার সহিত পালাইতে পরামর্শ দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত সকলের পরামর্শে ঠিক হইল, আটিলার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া, কয়েকজন সম্ভ্রান্ত দূত তাঁহার নিকট পাঠান হউক। পূর্ব্বেও একবার, দূতদের অনুরোধে আটিলা রোমকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। অষ্ট্রগথদের রাজা থিওডারিকের মন্ত্রী কেসিওডোরাসের (Cassiodorus) পিতামহ, সেই বার দূত ভাবে আটিলার নিকট গিয়াছিল। ঐটিয়াসের পুত্র কার্পিলিও (Carpilio) সেই বার তাঁহার সহিত হুন শিবিরে গিয়াছিলেন। রোমকদের প্রতিভূ (hostage) ভাবে কার্পিলিও বহুদিন আটিলার দরবারে ছিলেন।

---

* ঐটিয়াসের এই ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা হইতেও মনে হয় যে পূর্ব্ব বৎসরের চালোনের যুদ্ধে তিনি মোটেও সুবিধা করিতে পারেন নাই। সেইবার জয়ী হইতে পারিলে, আটিলার সহিত যুদ্ধ করিবার মত সাহস হয়ত তাঁহার হইত।

সেই প্রাচীন ঘটনা স্মরণ করিয়া, তাহারা আশা করিল, হয়ত এইবারও দূতদের স্তোকবাক্যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা যাইবে। বাস্তবিক এইবারও আটিলা দূতদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন না। হুনরাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য, রোমকগণ যথা-সম্ভব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে দূত স্বরূপ পাঠাইলেন।

রোমক সম্রাট, সিনেট ও জাতির নামে সন্ধি প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠান হইল। ভূতপূর্ব্ব কন্সাল (Consul) এভিনাস (Avienus) ও ভূতপূর্ব্ব প্রিফেক্ট (Prefect) ট্রিগেটিয়াসকে দূত ভাবে পাঠান হইল। রোমক সমাজে কন্সাল ও প্রিফেক্ট খুবই সম্ভ্রান্ত পদ। কন্সালের চেয়ে নিম্নপদস্থ কাহাকেও দূতভাবে আটিলার নিকট পাঠানো নিষিদ্ধ ছিল; তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু এইবার, ইহাদের পাঠাইয়াও রোমকগণ সন্তুষ্ট হইল না। সেই জন্য এই দৌত্যের প্রধান নেতা রূপে পাঠানো হইল—সমস্ত খৃষ্টান সমাজের প্রধান পুরোহিত পোপ, প্রথম লিওকে (Pope Leo I)। বিধর্ম্মী প্রতিমা-উপাসক হুন-রাজের নিকট করুণা ভিক্ষা করার জন্য, খৃষ্টান সমাজের প্রধান নেতা পোপকে পাঠানো, খৃষ্টান রোমক জাতি ও রোমক সম্রাটের পক্ষে যে কতবড় অপমান, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু প্রাণ বড় চিজ—বিশেষতঃ ভীরু কাপুরুষের নিকট!

পোপ লিও একজন উপযুক্ত লোক ছিলেন। তিনি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার চরিত্র ও মনের বলও নিতান্ত কম ছিল না। সাধু, সৎ ও বিদ্বানদের প্রতি আটিলার একটা শ্রদ্ধা ছিল—তিনি গুণীর আদর করিতে

জানিতেন। মেক্সিমিন, ও ট্রয়েস নগরের ধর্ম্মযাজক লুপাসের প্রতি তাঁহার ব্যবহার হইতেই, ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এবারও তিনি এই সম্ভ্রান্ত দূত পোপ লিওর প্রতি, সেই সৌজন্য ও শ্রদ্ধা দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না। পোপের অনুরোধে তিনি সেখান হইতে দেশে ফিরিতে রাজি হইলেন এবং পোপের অনুরোধেই তিনি রোমকে এই যাত্রা অব্যাহতি দিলেন। * তিনি এপিনিসের পশ্চিম পারে গেলেন না—পূব পার হইতেই পেন্নোনিয়াতে ফিরিয়া গেলেন।

* অনেকে বলেন যে বাস্তবিকই তিনি রোম আক্রমণ করিবেন কিনা সেই সম্বন্ধে তাঁহার মনে সন্দেহ ছিল। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এলারিক রোম লুণ্ঠন করিয়াছিলেন এবং তার কিছু পরেই এলারিকের মৃত্যু হয়—তাই আটিলার মনেও একটা ভয় ছিল। কিন্তু এই কথার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমান নাই। রোম ভিন্নও এপিনিসের পশ্চিম পারে বহু স্থান ছিল—সেই সবও তিনি লুণ্ঠন করিতে পারিতেন। রোমকে অব্যাহতি দেওয়ার বিনিময়ে, হুমকি দিয়াও তিনি যথেষ্ট অর্থ আদায় করিতে পারিতেন, তাহাও তিনি করেন নাই। তাই মনে হয় লিওর অনুরোধেই তিনি রোমকে নিস্তার দিলেন। হজকিন (**Hodgkin**) বলেন যে, রোমকে অব্যাহতি দেওয়ার একমাত্র কারণ না হইলেও লিওর অনুরোধই প্রধানাতম কারণ।

এই স্থানে একটা কথা বলা দরকার। আটিলার এই আক্রমণের ফলে, ভবিষ্যতে ইউরোপের আত্মরক্ষার একটা উপায় হইল। তিনি যখন আড্রিয়াটিক সাগর তীরের নগর-গুলি জয় করেন, তখন অকুইলিয়া, অলটিনিয়াম প্রভৃতি নগরের অধিবাসীরা অন্যত্র যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। পেটাভিয়াম বা পাদুয়া হইতে বহুলোক যাইয়া, তীরবর্ত্তী একটি দ্বীপে বসতি স্থাপন করিল; এই দ্বীপই ভবিষ্যৎ কালে ভেনিস নামে প্রসিদ্ধ হয়।

হুনরাজ আটিলার জ্ঞাতি ওসমানি (**Attoman**) তুর্কগণ যখন ইউরোপ জয় করিতেছিল, তখন এই ভেনিসই তাহাদের হাত হইতে ইউরোপ রক্ষা করে। তাই এক হিসাবে আটিলাই, নিজে তুরাণী হইয়াও, পরবর্ত্তী কালে তুরাণীদের গ্রাস হইতে ইউরোপকে রক্ষা করার পথ করিয়া যান।

৪৫২ অব্দে, আটিলা ইটালী ত্যাগ করিলেন। তিনি বিনা সর্ত্তেই রোমকে অব্যাহতি দিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি পোপকে বলিলেন, যে সম্রাট যদি শীঘ্রই তাঁহার বাগদত্তা পত্নী সম্রাট-ভগ্নি হোনোরিয়াকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া না দেন, তবে হয়ত তাঁহাকে আবার আসিতে হইবে এবং সেইবার তিনি রোমক সম্রাটকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া যাইবেন।

পোপ সফলকাম হইয়া রোমে ফিরিয়া আসিলেন। ইটালী-বাসীরা দেখিল যে সম্রাট তাহাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম—কিন্তু পোপ তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। তাই সম্রাটের চেয়ে পোপের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও বশ্যতা বেশী হইল। এখান

হইতেই পোপের প্রাধান্য ক্রমে বৃদ্ধির মুখে চলিল এবং মধ্যযুগের পোপতন্ত্রের সূচনা হইল। সমস্ত ইউরোপের ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রজীবনে, পোপ প্রাধান্যের পরোক্ষ কারণ হইলেন আটিলা।

আটিলার গোপন হত্যা

৪৫২ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে আটিলা পান্নোনিয়া প্রদেশে নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। এই সময় কিছুদিন তিনি বিশ্রাম করেন; এই বিশ্রামের সময়ই তিনি প্রাচ্য রোমক সম্রাট মার্সিয়ানের (**Marcian**) নিকট দূত-মুখে বলিয়া পাঠান যে, সম্রাট যদি শীঘ্রই সমস্ত বকেয়া কর পরিশোধ না করেন, তবে তিনি ইহার উপযুক্ত শাস্তি পাইবেন। জোর্ডানেস বলেন, এই সময় আটিলা আর একবার গল আক্রমণ করেন—এই বারও ভিসিগথদের রাজা থরিসমান্দের চেষ্টায় তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ হয়। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ জোর্ডানেসের এই কথা বিশ্বাস করেন না, কারণ সমসাময়িক কোন গ্রন্থেই ইহার উল্লেখ নাই।

সকলেরই ধারণা, নিজের স্বজাতি গথদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য গথ লেখক জোর্ডানেস এই কাহিনীর কল্পনা করিয়াছেন। *

৪৫৩ অব্দে আটিলা, ইলডিকো (Ildico) নামক একটি মহিলাকে বিবাহ করেন। সৌন্দর্য্যের জন্য ইলডিকোর একটা খ্যাতি ছিল। বিবাহের রাত্রে, নব দম্পতি তাঁহাদের বাসরঘরে শুইয়া আছেন; প্রভাতে তাহাদের কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া, সকলে ব্যস্ত হইয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ঘড়ে ঢুকিল। বাসর শয্যায় আটিলার রক্তাক্ত দেহ পড়িয়া আছে—দেহে প্রাণ নাই। পাশেই শয্যায় ইলডিকো বসিয়া আছে।

কিন্তু আটিলার মৃত্যু হইল কিসে? জোর্ডানেস বলেন যে, বিবাহের দিন রাত্রে আটিলা অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্য পান করিয়া, ভোজন গৃহে নেশায় শুইয়া পড়েন। সেই ভোজন গৃহেই তিনি গভীর ভাবে নিদ্রিত হন। মাঝে মাঝে আটিলার নাক দিয়া খুব বেশী রক্ত পড়িত—সেই রাত্রেও রক্ত মোক্ষণ হয়। কিন্তু তিনি চিৎ হইয়া ছিলেন বলিয়া, রক্ত নাক দিয়া পড়িতে পারিল না—সেই রক্ত গলায় জমিয়া তাঁহার শ্বাস রোধ করে এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পর দিন, অনেক বেলায়ও, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না দেখিয়া, সবাই দরজা ভাঙ্গিয়া, বাসরগৃহে (nuptial chamber) প্রবেশ করে। তাহারা

---

* "By the unanimous consent of the historians, this second defeat of Attila by the Visigoths is banished from historical domain."—Italy & her Invaders Vol. II. P. 170.

দেখে, আটিলার মুখ হইতে রক্তস্রাব হইতেছে, শরীরে কোন প্রকার ক্ষত চিহ্ন নাই ; আটিলার প্রাণহীন দেহ শয্যায় পড়িয়া আছে। ইলডিকো পাশে বসিয়া আছেন।

জোর্ডানেসের লিখিত এই কাহিনীর মধ্যে অসামঞ্জস্য ও অবিশ্বাস্য অনেক কথা আছে। প্রথম বলা হইল যে, আটিলা ভোজন গৃহেই নিদ্রা গেলেন। কিন্তু ভোরে বাসরগৃহের বাসর শয্যায় তাঁহার নবপরিণীতা পত্নীর ধারেই আটিলার মৃতদেহ পাওয়া গেল - রাত্রে যে নিদ্রিত অবস্থায় কেহ আটিলাকে বাসর ঘরে নিয়াছে, তাহার কোন উল্লেখ নাই। তারপর, চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে যে রক্ত নাক দিয়া বাহির হইতে পারে না এবং সেই রক্ত গলায় জমিয়া যে শ্বাস রোধ করিতে পারে, তাহাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইহার পর, আবার জোর্ডানেস বলিয়াছেন যে, ভোরে দেখা গেল তাঁহার মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইতেছে। গলায় রক্ত জমিয়া যদি শ্বাস প্রশ্বাসের পথই রোধ করিতে পারে, তবে মুখ দিয়া রক্ত আসিবার মত পথ কি করিয়া হইল। জোর্ডানেস নিজেই হয়ত সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা লোকে বিশ্বাস নাও করিতে পারে, তাই তিনি প্রিসকাসের লেখা হইতে এই ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন। অথচ প্রিসকাসের লেখার যতটা পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে এই বিবরণের উল্লেখ নাই। পরিশেষে জোর্ডানেস একটু সাফাই গাহিয়া রাখিলেন যে, আটিলার দেহে কোন প্রকার আঘাতের চিহ্নই ছিল না। আটিলার অতিরিক্ত মদ্যপানকরার কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ প্রিসকাস নিজে লিখিয়া গিয়াছেন যে, পান, আহার, অসন, বসন,

প্রভৃতি বিষয়ে, আটিলা অত্যন্ত নিয়মিতাচারী ও অনাড়ম্বরী ছিলেন। কিন্তু জোর্ডানেসের লিখিত কাহিনী যদি বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তবে আটিলার মৃত্যুর সত্য কারণ কি ? বাইজেণ্টিয়ামের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের লেখক মার্সিগ্লিনাস লিখিয়াছেন যে, রোমক সেনাপতি ঐটিয়াস ইলডিকোর দ্বারা বিবাহের রাত্রেই আটিলাকে হত্যা করান। ইলডিকো ছিলেন, ঐটিয়াসের প্রেরিত বিষকন্যা। স্কান্দেনেভীয় উপকথায় আটিলার যে কাহিনী আছে, তাহাতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার পত্নীর হাতেই আটিলা নিহত হন। জোর্ডানেসের কাহিনী হইতে জানা যায় যে, স্বামীর মৃতদেহ লইয়া, ইলডিকো, সমস্ত রাত্রি ও পরদিন অনেকটা বেলা পর্য্যন্ত বসিয়াছিল, কাহাকেও স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দেয় নাই। ইহাতেও তাঁহার প্রতি সন্দেহ হয়—স্বামীর মৃত্যুর পর এমনি ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, কতকটা অস্বাভাবিক।

আটিলা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। রোমক সাম্রাজ্য ও সেনাপতি ঐটিয়াস নিশ্চিন্ত হইলেন। মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি হইল—কোথায় তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইল তাহা কেহই জানে না। পাছে তাঁহার সমাধির মূল্যবান দ্রব্যাদি কেহ অপহরণ করে, সেই ভয়ে ঠিক কোন স্থানে যে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইল, তাহা তখন কাহাকেও জানান হয় নাই; সমাধির উপর কোন স্মৃতিচিহ্নও স্থাপিত হয় নাই।

আটিলার মত বীর জগতে খুবই কম জন্মিয়াছে—ফ্রান্সের পশ্চিম দক্ষিণ অংশ, স্পেন, ইটালির কতকঅংশ ও বল্কানের

পূর্ব্বতম অংশ ভিন্ন সমস্ত ইউরোপ তাঁহার পদানত ছিল। বর্ত্তমানের নামে বলিতে গেলে, রুষিয়া, রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, যেকো-স্লোভাক, অষ্ট্রীয়া, উত্তর ইটালী জার্ম্মাণী, বলটিকের তীরবর্ত্তী লেটভিয়া, ইস্থোনিয়া, পোলেণ্ড, ফিনলেণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, হলেণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি সমস্ত রাজ্যই অল্প বিস্তর তাঁহার বশ্যতা মানিয়া চলিত। পূর্ব্বদিকে সমস্ত মধ্য এসিয়াও তাঁহার অধীন ছিল। ইউরোপীয় কোন দিগ্বিজয়ী বীরই এতবড় বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন নাই। আটিলার সাম্রাজ্য বোধহয় বর্ত্তমান ইংরাজ সাম্রাজ্যের চেয়েও বড় ছাড়া ছোট ছিল না।

আটিলার মৃত্যুর পর, তাঁহার বিরাট সাম্রাজ্য ধারণ ও শাসন করার মত যোগ্য লোক কেহই ছিল না। তাঁহার যদি এই ভাবে আকস্মিক ও অকাল মৃত্যু (৪৭ বৎসর বয়সে) না হইত, তবে হয়ত বা তিনি কোন ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের নিকট যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত না, তাঁহার পুত্রদের প্রাধান্য তাহারা বরদাস্ত করিতে রাজি হইল না। আটিলার বহু পত্নী ছিলেন, তাঁহাদের গর্ভজাত বহু পুত্রও তাঁহার ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল ইল্লাক (Ellak) এবং কনিষ্ঠের নাম ছিল ইরনাক (Ernak)। ইরনাকই পিতার অতি প্রিয় ছিলেন। আরও কয়েকটি ছেলে আটিলার ছিল। পিতার সাম্রাজ্য লইয়া, এই সব ভাইদের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হইল।

এই সুযোগে, গথ, গেপিডি, প্রভৃতি টুটনিক জাতিগণ হুনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। গেপিডিরাজ আর্ডেরিক (Arderic)

ও অষ্ট্রগথ রাজভ্রাতাত্রয় ভালামির (Walamir), থিওডিমির (Theodemir) ও ভিডেমির ((Widemir) আটিলার বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। আটিলার দলভুক্ত হইয়া ও তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া, ইহারা অন্য সব টুটনিক জাতিদের উপর কত অত্যাচার করিয়াছে, কিন্তু আজ আটিলার পরলোক প্রাপ্তির পর, তাঁহারাই প্রথম বিদ্রোহী হইল। সমস্ত টুটনিক ও ফ্রাঙ্ক জাতি একত্র হইয়া আটিলার পুত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। হাঙ্গেরির অন্তর্গত নেডাও (Nedao) ক্ষেত্রে দুই দলের যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে হুনগণ পরাজিত হইল। আটিলার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইল্লাক বিশেষ বীরত্বের সহিত যুদ্ধে দেহত্যাগ করিলেন।

হুন সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল—ফ্রাঙ্ক ও টুটনিক জাতি হুন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ দখল করিল। হুনগণ দক্ষিণ রুষিয়া ও বল্কান প্রদেশের নানা স্থানে ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিল। বর্ত্তমান রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়ার কতকঅংশ লইয়া কৃষ্ণসাগরের তীরে, একটি রাজ্য স্থাপন করিয়া, আটিলার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র ইরনাক সেখানে রাজত্ব করিতে থাকেন। সার্ভিয়া ও বুলগেরিয়ার অপর অংশেও হুনগণ বসতি স্থাপন করে। ঐ সব ছোট ছোট হুন রাজ্য বহুদিন পর্য্যন্ত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। ক্রমে মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, সেই সব প্রদেশের স্থায়ী বাসেন্দা হইয়া গেল। আজও মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপের বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের ধমনীতে হুন রক্ত প্রবাহিত হইতেছে।

বিজয়ী প্রাচ্য

মোগলশক্তির অভিযান

মোগলশক্তির অভিযান

জেঙ্গিস খান

মোগলদের কথা শুনিলে, আমাদের মনে প্রথমেই ভারতের মোগলদের কথা জাগে। কিন্তু তাহাদের বিষয় আলোচনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। ভারতের মোগলরা ছিল মুসলমান, কিন্তু এই নিবন্ধের আলোচ্য মোগলগণ ছিল শেমানপন্থী (**Shamanist**) এবং পরে বৌদ্ধ। নৃ-বিজ্ঞানে যাহারা উরাল-আলটিক দল নামে পরিচিত, মোগলগণ সেই দলভুক্ত। উরাল পর্ব্বতের পূবে, মধ্য এসিয়ার বিভিন্ন অংশে এই জাতি বাস করিত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মোগলগণ অর্দ্ধ যাযাবর জাতির মতই ছিল। জগতে যে সব জাতি বহু-বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছে, মোগলগণ

তাহাদের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে জেঙ্গিস খাঁর জন্ম হয়—জেঙ্গিস খাঁর অধিনায়কত্বেই তাহারা বিশ্ব-জয় করিতে নামে। তাঁহার পূর্ব্বে, জাতি বা সামরিক শক্তি হিসাবে ইহাদের কোনই খ্যাতি ছিল না। অথচ জেঙ্গিসের জীবিত কালেই তাহারা এসিয়া ও ইউরোপের বহু দেশ জয় করে। একমাত্র ভারতবর্ষই প্রায় ৩ শতাব্দী পর্য্যন্ত মোগল-প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল। বিশ্ব-ত্রাস বিশ্বজয়ী মোগলদের বিজয় কাহিনী আজ সমস্ত প্রাচ্য জাতির গৌরবের বিষয়।

জেঙ্গিস খানই মোগল সাম্রাজ্য ও আধিপত্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পূর্ব্বে মোগলগণ বহু ছোট ছোট গোষ্ঠী ও দলে বিভক্ত ছিল। জেঙ্গিসের পিতা যেসুকাই (Yesukai) এমনি একদলের নায়ক ছিলেন। তখনও মোগলগণ যাযাবর অবস্থা পার হয় নাই। ওনন (Onon) নদীর তীরে এক তাঁবুতে ১১৬২ অব্দে জেঙ্গিসের জন্ম হয়। তখন তাঁহার পিতা যেসুকাই অন্যত্র তাতারদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধ হইতে ফিরিয়াই পুত্রের জন্ম সংবাদ পাইলেন এবং পুত্রের হাতের তালুতে একটা জট চিহ্ন দেখিয়া, তিনি বিশেষ প্রীত হইলেন। মোগলদের চোখে ইহা একটি শুভ চিহ্ন। তাতার সর্দার তেমুজিনের উপর জয়লাভের পর এই শুভ চিহ্ন-যুক্ত পুত্রের জন্ম হইয়াছে বলিয়া, তিনি পুত্রের নাম রাখেন তেমুজিন। তেমুজিনের মার নাম ছিল হিলুন (Hoelune)। এই তেমুজিনই পরে জেঙ্গিস খান নামে বিখ্যাত হন।

যখন পুত্রের বয়স ১৩ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, তখনই যেসুকাই পুত্রের বিবাহ দেন। ১০ বৎসরের বালিকা বোর্ত্তাইর (Bortai) সহিত ১৩ বৎসরের তেমুজিনের বিবাহ হইল। পুত্রকে শ্বশুরগৃহে রাখিয়া, তিনি গৃহে ফিরিলেন এবং ইহার অল্প কিছু দিন পরেই মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর সময়, তাঁহার শয্যা পার্শ্বে তেমুজিন উপস্থিত ছিলেন না।

তেমুজিন পিতার সিংহাসনে আরোহন করিলেন। কিন্তু তাঁহার নাবালকত্বের সুযোগ লইয়া, অনেকে তাঁহার সহিত শত্রুতা সাধন করিতে লাগিল। বহু দল ও গোষ্ঠী তাঁহার পিতার বশ্যতা স্বীকার করিত, এখন তাহারা আর তাঁহাকে মানিতে রাজি হইল না। কিন্তু তেমুজিন সহজে দমিবার পাত্র নন। তিনি একে একে তাহাদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে ১২০৬ অব্দ পর্য্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া, তিনি পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত দলের উপর জয়লাভ করিলেন। অর্থাৎ ৪৪ বৎসর বয়সে তিনি প্রায় সমস্ত মোগলজাতির আধিপত্য লাভ করিলেন। তখন তিনি মোগল-প্রধানদের এক সভা আহ্বান করেন;—সভার সকলের মতানুসারে তিনি জেঙ্গিস খান উপাধি গ্রহণ করেন। জেঙ্গিস শব্দের অর্থ 'শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা'। এই সময় মোগলদের মধ্যে একমাত্র নৈমান (Naiman) গোষ্ঠী ভিন্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন গোষ্ঠীই তাঁহার আধিপত্য এড়াইতে পারে নাই। নৈমান-গোষ্ঠীকে তাঁহার প্রভাবে আনিবার জন্য,

নৈমানদের গোষ্ঠীপতি পোলোর (**Polo**) বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধে পোলো পরাজিত ও হত হইলেন। এইবার নিজ জাতির মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, তিনি বিদেশ জয় করিতে মন দিলেন।

তাঁহার প্রথম দৃষ্টিই পড়িল চীনের উপর। তাঁহার এই সব দিগ্বিজয় কাহিনীর সহিত আমাদের বিশেষ সংশ্রব নাই। মোটের উপর এইটুকু বলিলেই হইবে যে, সমস্ত উত্তর চীন তিনি জয় করেন। তখন উত্তর ও দক্ষিণ চীনে দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল। উত্তরে তাতার জাতীয় কিন বংশ (**Kin dynasty**) রাজত্ব করিত। দক্ষিণে অন্য এক রাজবংশ রাজত্ব করিত। জেঙ্গিসের পৌত্র কুব্লাই খানের আমলেই উত্তর ও দক্ষিণ চীন একত্র হইল।

ইহার পর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে মুসলমান দেশ সমূহের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। তৎকালে পারশীক সাম্রাজ্য উত্তরে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শাহ্ মহম্মদের সহিত তিনি প্রথম ঝগড়া করিতে চান নাই, বরং তিনি শাহ্ মহম্মদের নিকট দূত পাঠাইয়া, দুই রাজ্যের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। কিছুদিন পর, মহম্মদের অধীন একজন শাসনকর্ত্তা একদল মোগল বণিককে ধরিয়া হত্যা করে। এই অপরাধী শাসনকর্ত্তাকে দণ্ড দিবার জন্য, তিনি মহম্মদের নিকট আবার দূত পাঠান। কিন্তু, এই অভিযোগের কোনই প্রতিকার না করিয়া, তিনি এই দৌত্য-দলের প্রধান দূতকে হত্যা করেন এবং অপর দূতদিগকে অপমানিত করেন। এই অপরাধ ও বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড দিবার

জন্য, তিনি বিরাট সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। মহম্মদও ৪ লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত রাখিলেন। ১২১৯ অব্দে যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হইল, প্রায় ১৬০০০০ মুসলমান সৈন্য হত হইল—অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া মহম্মদ সমরকন্দে পালাইয়া যান। জেঙ্গিস ও তাঁহার পুত্রগণ জুজি (Juji), জগতাই (Jagtai) ও তুলে (Tule), একের পর এক নগর দখল ও বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। ওট্রার (Otrar), খোগেন্দ (Khogend), বোখারা, সমরকন্দ, বাল্ক (Balkh), খোরাসান, নিশাপুর (Nishapur), মার্ভ (Merv) প্রভৃতি নগর লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইল। লাখে লাখে লোক হত হইল। নরমুণ্ডের গগন-স্পর্শী স্তূপ রচিত হইল। নানাস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া, কাস্পিয়ান হ্রদের পারে মহম্মদ মৃত্যুর ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিলেন। তাঁহার পুত্র জালালুদ্দিন অতি কষ্টে দিল্লীতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, জেঙ্গিস সেখান হইতে ফিরিয়া গেলেন। তিনি আর ভারত আক্রমণ করিলেন না। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে, হিরাটের বিদ্রোহ দমন করার জন্য তথায় তিনি ৮০,০০০ সৈন্য পাঠান। সেখানকার মুসলমান অধিবাসীরা দলে দলে, তাঁহার সৈন্যদের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই নগর তাহারা বিধ্বস্ত করিল। এই সময় হিরাট একটি বিখ্যাত নগর ছিল। কথিত আছে, এই নগরে মোগলগণ ১৬ লক্ষ * লোক হত্যা করে। বাল্খ, বোখারা ও

* Encyclopeadia Britanica

সমরকন্দ হইয়া জেঙ্গিস খান মোঙ্গোলিয়াতে ফিরিয়া যান (১২২৫)। এই সব মুসলমান দেশ জয় করার সময়, জেঙ্গিস কোরাণ ও মসজিদের অপমান ও লাঞ্ছনা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

এদিকে চেপেনয়ন (Chepe Noyon) ও সুবাতাই (Subatai) নামে দুইজন মোগল সেনাপতি মহম্মদের অনুসরণে কাস্পিয় হ্রদের তীরে উপস্থিত হন। মহম্মদের মৃত্যুর পর আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া দিয়া তাঁহারা ইউরোপে প্রবেশ করেন। মোগলদেরই জ্ঞাতি পোলোভষ্টি (Polovsoti) নামক এক যাযাবর জাতি, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া ও দক্ষিণে রুষিয়ার অনেকটা স্থান দখল করিয়া, তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহাদের উৎপাতে রুষিয়গণ অস্থির হইতেছিল। পোলোভষ্টিদের সহিত মোগলদের বিরোধ ছিল ; তাহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্যই মোগলদের এই অভিযান। পোলোভষ্টিগণ মোগলদের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। কনষ্টেণ্টিনোপলের সম্রাট, গেলিশিয়ার প্রিন্স মিষ্টিস্লেভ প্রভৃতি রাজাদের দরবারে যাইয়া তাহারা আশ্রয় লইল। তাহারা খুব সাহসী যোদ্ধা—তাই সম্রাট আদর করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। পোলোভষ্টিদের অন্যতম খান (অর্থাৎ সর্দ্দার) কত্যান (Kotyan) মিষ্টিস্লেভের শ্বশুর। শ্বশুরের পরামর্শে, মিষ্টিস্লেভ মোগলদের সহিত যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন। পোলোভষ্টিদের নিকট মোগলদের শক্তি ও অত্যাচারের কাহিনীর কথা শুনিয়া, ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ ভীত হইয়া উঠিল। মিষ্টিস্লেভের আহ্বানে বহু

রাজা একত্র হইয়া মোগলদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

তখন মোগলদের তরফ হইতে একদল দূত তাহাদের নিকট আসে। মোগলগণ বলিয়া পাঠায় যে তাহাদের সহিত মোগলদের কোনই বিরোধ নাই—পোলোভষ্টিগণ উভয়েরই শত্রু। ইউরোপীয়গণ, প্রচলিত প্রথা অবহেলা করিয়া, মোগল দূতদিগকে হত্যা করিল। এই সংবাদ পাইয়া মোগলগণও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল—তাহারা সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আর একবার দূত দ্বারা ইউরোপীয়দের বলিয়া পাঠাইল—"বিনা কারণে ও বিনা যুদ্ধে, আমাদের দূতদের তোমরা হত্যা করিয়াছ। ভগবান ইহার বিচার করিবেন।"

নয় জন ইউরোপীয় রাজার সহিত পোলোভষ্টি খান কত্যান সসৈন্যে নীপার (Dnieper) নদীর তীরে সজ্জিত রহিলেন। প্রথম যুদ্ধ সেখানেই হয়। সেই যুদ্ধে মোগলগণ সুবিধা করিতে না পারিয়া, কিছু হটিয়া যায়। মোগলগণ ক্রমেই পিছনে হটিতে লাগিল এবং ইউরোপীয়গণও অগ্রসর হইতে লাগিল। এই ভাবে আট দিন পর, ইউরোপীয়গণ কালকা (Kalka) নদী পার হইল। এইস্থানে আর এক যুদ্ধ হয়; একদিকে মিষ্টিস্লেভ ও ডেনিয়াল (Daniel) ইউরোপীয়দের নায়ক, অপরদিকে চেপেনয়ন মোগলদের সেনাপতি। ভীষণ যুদ্ধের পর মোগলগণ জয়ী হইল (১২২৪)। কোন কোন ঐতিহাসিকের মত এই যে, কালকা নদীর তীরে রুষিয়ার ভাগ্যে যেমন পরাজয়

ঘটিল তেমন পরাজয়, রুষিয়ার ভাগ্যে বড় আর ঘটে নাই।*

তিনজন ইউরোপীয় রাজা মোগলদের হাতে বন্দী হইলেন। মোগলগণ তাহাদের বিজয় উৎসবের বেদীর নীচে ঐ তিনজন রাজাকে জীবন্ত সমাধি দিল। প্রাণভয়ে পলায়নের সময় ছয় জন ইউরোপীয় রাজা ও বহু সৈন্য নীপার নদীর মধ্যে ডুবিয়া মরিল। মিষ্টিস্লেভ ও ডেনিয়াল, অতি কষ্টে নীপার পার হইয়া, নিজ নিজ গৃহে গেলেন। মোগলদের এই বিজয়বার্ত্তা শুনিয়া, সমস্ত রুষিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। মোগলগণ সমস্ত দক্ষিণ রুষিয়া ও ক্রিমিয়া লুণ্ঠন করে। দেশে ফিরিবার পথে, উত্তর রুষিয়ার অনেক স্থান আগুণ ও তলোয়ারের মুখে ধ্বংস করিয়া যায়। মস্কো হইতে অল্প দূরে, ভলগা নদীর তীরস্থ বুলগর বা বোলঘর নগর পর্য্যন্ত তাহারা বিধ্বস্ত করিয়া যায়। কালকার (Kalka) যুদ্ধের পর, আর কেহই তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ভরসা করে নাই—এক যুদ্ধের ফলেই প্রায় সমস্ত রুষিয়া তাহাদের পদানত হইল।

এদিকে দেশে ফিরিয়া, জেঙ্গিস আবার চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ১২২৭ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

* "Never in Russia" states the Chronicler "was there a defeat so disastrous as this one."

Curtin—The Mongols. P. 135.

জেঙ্গিসের চেয়ে বড় দিগ্বিজয়ী বীর জগতে খুব বেশী জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। নিজের এক জীবনে, এত বড় বিস্তৃত সাম্রাজ্য জয় করা অনেকেরই সাধ্যায়ত্ব হয় নাই। এই হিসাবে জেঙ্গিস্ জগতের সেরা। যে সমাজে ও সভ্যতার যে স্তরে তাঁহার জন্ম, তাহাতে উন্নত আদর্শ ও কোমলতা তাঁহার নিকট বিশেষ আশা করা নিতান্তই দুরাশা। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য প্রাচ্য দেশবাসীদের বাহুবলের পরিচয় দেওয়া। জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী বীর জেঙ্গিসের চরিত্র শুধু সেই হিসাবেই বিচার করা হইয়াছে।

আগতাই ও কাব্লুই

জেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র আগতাই থাকন অর্থাৎ প্রধান খান হইলেন। জেঙ্গিসের প্রথম পুত্র জুচি (Juchi) পূর্ব্বেই মারা যান। জুচির পুত্র বটু থাকনের অধীনে একজন সামন্তরাজ হইলেন। জেঙ্গিসের দ্বিতীয় পুত্র জগ্‌তাই (Gogtai) ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র টুলেও সামন্তভাবে রহিলেন। মোগলদের প্রচলিত প্রথা অনুসারে প্রথম পুত্রই থাকন হওয়ার অধিকারী। কিন্তু জেঙ্গিসের আদেশে কেহই বিশেষ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না। 'জেঙ্গিসের মৃত্যুর কয়েক দিন পর, মোগল প্রধানদের এক সভা * হয়; তাহাতে জেঙ্গিসের জীবিত পুত্রদের মধ্যে দ্বিতীয়

*মোগল ভাষায় মোগল প্রধানদের এই সব সভাকে কুরিল-তাই (kuriltai) বলা হয়।

জগতাই, তৃতীয় পুত্র আগতাই, সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র টুলে, জেঙ্গিসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উটচুকেন ও জেঙ্গিসের মন্ত্রী ধীমান ঈ-লিউ-চু-টসাই (Ye-liu-chu-tsai) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় সকলের মতানুসারে খাকন নির্ব্বাচিত হইল। ঈ-লিউর প্রস্তাবে ও টুলের সমর্থনে আগতাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে খাকন নির্ব্বাচিত হন। জেঙ্গিসও তাঁহাকেই পছন্দ করিয়া গিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ করিল না। আগতাই কিন্তু নিজের অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, কনিষ্ঠ ভ্রাতা টুলের নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু সকলেই তাঁহার জন্য জেদ করিতে লাগিল। ইহার পরও ৪০ দিন পর্য্যন্ত তিনি মত দেন নাই। ৪০ দিন পরে, অবশেষে তিনি সম্মত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগতাই ও খুল্লতাত উটচুকেন (Utchuken) তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরই, তিনি পিতার আরব্ধ চীন-বিজয় সমাপ্ত করিতে মনন করিলেন। ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দে চীনের কিন (kin) বংশ তাঁহার নিকট পরাজিত হইল এবং চীন মোগল শাসনের অধীন হইল।

ইহার পর, তিনি খারেজমের সুলতান জালালুদ্দিনের বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠান। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, সমস্ত মেসোপোটেমিয়া, এজারবেজান, আর্মেনিয়া, জর্জ্জিয়া প্রভৃতি জয় করেন। ঠিক এই একই সময়, একদল মোগলবাহিনী কোরিয়াতে, একদল দক্ষিণ চীনে সুঙ্গবংশের বিরুদ্ধে ও তৃতীয় একদল ইউরোপে প্রেরিত হয়। মোগলদের এসিয়া বিজয়, আমাদের

আঁলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত; তাই সেই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া, মোগলদের ইউরোপ বিজয়ের দিকে নজর দিব।

ইউরোপ বিজয়ের ভার লইলেন বটু। সবুটাই বাহাদুর (**Sabutai Bahadur**) তাঁহার সহকারীভাবে গেলেন। বুলগারদের রাজধানী বুলগর * (**Bulgar**) নগর, সবুটাইর নিকট আত্মসমর্পন করিল। অপর দিকে বটু, ভলগা নদীর (**Volga**) তীর বাহিয়া চলিলেন। মোগলদের বাধা দিবার ক্ষমতা ইউরোপের কাহারও ছিল না। ক্রমে তিনি রায়জান (**Raizan**) † নামক বিখ্যাত নগরের নিকট উপস্থিত হইলেন। পাচদিন যুদ্ধের পর, তিনি এই নগর দখল করেন (১২৩৭ অব্দের ডিসেম্বর মাসে)। নগরের প্রায় সমস্ত অধিবাসীরাই বটুর হাতে হত হইল। স্ত্রী, বৃদ্ধ, পুরুষ কেহই নিস্তার পাইল না। আত্মীয় স্বজনের সম্মুখেই নারীরা ধর্ষিত হইল। পুরোহিতদিগকে জীবন্ত পোড়ান হইল।

ইহার পর, মস্কো (**Moscow**) অধিকৃত হইল। তখনও মস্কো তেমন বিখ্যাত নগর হয় নাই। মস্কো হইতে বটু ভ্লাডিমিরের (**Vladimir**) দিকে অগ্রসর হন। কয়েকদিন

---

* বুলগর বা বোলঘর (**Bolghar**), মস্কো হইতে কিছু পূবে। তখন বুলগারগণ, কাস্পিয়ান সাগর হইতে কতকটা উত্তরে এবং মস্কো হইতে কতকটা পূবে বাস করিত। বর্ত্তমান বুলগেরিয়া তখনও স্থাপিত হয় নাই।

† রায়জান মস্কোর নিকটবর্ত্তী অল্প দক্ষিণে।

ভ্লাডিমির আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু মোগলদের নিকট আত্মরক্ষার চেষ্টা বৃথা। ভ্লাডিমিরও তাহাদের নিকট আত্মসমর্পন করিল। রায়জানের মত এখনকার অধিবাসীরাও দলে দলে মোগলদের ক্রোধবহ্নিতে জীবন ত্যাগ করিল। রাজবংশ এবং আরও বহুলোক গির্জাতে যাইয়া আশ্রয় লইল, কিন্তু সেখানেও তাহারা নিরাপদ হইল না। তলোয়ার ও আগুনের মুখে সমস্ত নগর নির্জ্জন ভস্মস্তুপে পরিণত হইল। এখান হইতে, বটু কোজেলস্ক (Kozelsk) নগরের দিকে যান। এইখানে মোগলরা প্রথম কতকটা অকৃতকার্য্য হয়, কিন্তু পরে জয়ী হইয়া এই আংশিক পরাজয়ের প্রতিশোধ তাহারা ভাল করিয়াই লইল। এই স্থানে এমন রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল যে, নগরের নাম বদলাইয়া মোবালিগ (Mobalig) অর্থাৎ বিষাদের নগর নাম রাখা হইল। তারপর আসিল কিফের পালা। সেই সময় দক্ষিণ রুষিয়ার মধ্যে কিফ্ বেশ সমৃদ্ধিশালী নগর। সমস্ত নগর ধূলিসাৎ হইল। বহুলোক মোগলদের হাতে হত হইল—অবশিষ্ট লোক গির্জার ছাদের উপরে যাইয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু এত লোকের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া, গির্জার ছাদ সমস্ত লোকজনসহ ভাঙ্গিয়া পড়িল—প্রায় সমস্ত লোক দালান চাপা পড়িয়া মরিল।

দক্ষিণ রুষিয়া জয় করিয়া মোগলরা উত্তর-পূর্ব্ব দিকে চলিল। একদল সৈন্য লইয়া বটু হাঙ্গেরিয়াতে যান এবং অপর একদল সৈন্য লইয়া তাঁহার সহকারী বাইদার ও কাইডু (Baidar and Kaidu) পোলেণ্ডে যান। বটু সরাসর পেস্থ নগরের (Pesth) নিকট

উপস্থিত হন। হাঙ্গেরীর সমস্ত সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সজ্জিত হইল। অরণ্য, পাহাড় ও নদীর সাহায্যে, হাঙ্গেরীয়গণ চারিদিক হইতে মোগলদের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রোধ করিল; এই অবস্থায়, পরাজয় হইলে, সমস্ত মোগল বাহিনীর ধ্বংস নিশ্চিত। বটু তাহা বুঝিলেন এবং ইহা বুঝিয়াই নিজের জয়কে নিশ্চিত করার জন্য রাত্রিতে তিনি হাঙ্গেরীয় সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। তখন হাঙ্গেরীয়গণ রাত্রিতে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিল। কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বে মধ্য এসিয়া হইতে, হাঙ্গেরীয়গণ ইউরোপে আসে। এই কয়েক শত বৎসর ইউরোপ-বাসের ফলে তাহারা বেশ আরামপ্রিয় হইয়াছে; তাই শত্রু-বাহিনীকে সম্মুখে রাখিয়া, তাহারা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছিল। এই অতর্কিত আক্রমণের ফলে হাঙ্গেরীয় বাহিনী ছত্রভঙ্গ ও বিশৃঙ্খল হইয়া পলায়নপর হইল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দুই দিনের পথ পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তাঘাট হাঙ্গেরীয় সৈন্যদের মৃতদেহে আচ্ছন্ন হইল। রাজা চতুর্থ বেলা (Bela IV) অতি কষ্টে দ্রুতগামী অশ্বের সাহায্যে প্রাণ বাঁচাইলেন। ১২৪১ খৃষ্টাব্দে বটু পেস্থ দখল ও ধ্বংস করেন।

এদিকে বাইদার ও কাইদু পোলেণ্ডে যান। তাঁহাদের আগমনে পোলেণ্ডের রাজধানী ক্রেকো (Cracow) নগরের অধিবাসীরা নগর ছাড়িয়া পালাইয়া গেল। মোগলরা ক্রেকো বিধ্বস্ত করিয়া, লিগনিজের * (Liegnitz) নিকট যায়। সেখানে সিলিসিয়ার ডিউক দ্বিতীয় হেনরি, একদল পোলিশ

* সিলিসিয়ার (Silesia) একটি জেলা।

সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মোগলদের অপ্রতিহত আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া, পোলিশ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইল। ডিউক হেনরি এই যুদ্ধে মারা যান। কথিত আছে, মোগলদের মধ্যে একটা প্রথা আছে যে, হত শত্রুদের শব হইতে এক একটি করিয়া কান কাটিয়া তাহারা নিজেদের জয়ের পরিমাণ ঠিক করিত। এই যুদ্ধের পর নাকি এই রকম ৯ বস্তা কান হইয়াছিল। লিগনিজের অধিবাসীরা নগর ছাড়িয়া পালাইয়া গেল—মোগলগণ শূন্য নগর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিল।

সিলিসিয়া হইতে তাহারা মোরেভিয়াতে যায়। যখন তাহারা মোরেভিয়া জয়ে ব্যস্ত ছিল, ঠিক সেই সময় খবর আসিল যে, মোগল সম্রাট আগতাই মারা গিয়াছেন; মঙ্গোলিয়াতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য, বটুর নিকট খবর আসিল।

১২৪১ খৃষ্টাব্দে আগতাই মারা যান—তাঁহার পর তাঁহার পুত্র কুয়ুক (kuyuk) খাকন হন। ৭ বৎসর রাজত্ব করার পর কুয়ুকও মারা গেলে পর, খাকনের পদ লইয়া মোগলদের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয়। ৪ বৎসর গোলমালের পর, বটুর চেষ্টায়, টুলের পুত্র মঙ্গুখান সম্রাট হইলেন। মঙ্গুর আমলে বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইসলাম এই তিন ধর্ম্মই মোগল সমাজে প্রবেশ করে। অবশ্য তথনও মোগলদের সাবেক ধর্ম্ম শেমানবাদই (Shamanism) রাজধর্ম্ম ছিল। জেঙ্গিস খাঁ মুসলমান ধর্ম্মের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন; তাঁহার সময় হইতেই অল্পে অল্পে বৌদ্ধধর্ম্ম মোগল সমাজে প্রবেশ করে। চীন বিজয়ের পর, মোগলরা প্রত্যক্ষভাবেই

বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্রবে আসে। এই সময় যদিও মুসলমানধর্ম্মও একটু একটু প্রচারিত হইতেছিল, কিন্তু তখনও মোগল প্রধানরা মুসলমান ধর্ম্মের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। মঙ্গুর সেনাপতি হুলাগু (**Hulagu**) সিরিয়া আক্রমণ করেন। মুসলমানদের খলিফার রাজধানী ছিল তখন বাগদাদে। হুলাগু বাগদাদ্ আক্রমণ করিলেন। খলিফা মোস্তাসিম (**Mostassim**) তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, ধর্ম্মগুরু খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে হুলাগুর কোন এক বিশেষ বিপদ ঘটিবেই—আজ পর্য্যন্ত কেহই এই প্রকার অধর্ম্মাচরণ করিয়া খোদার দণ্ড হইতে নিস্তার পান নাই। কিন্তু হুলাগু তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বগদাদ আক্রমণ ও দখল করেন। সাতদিন বসিয়া, তিনি এই নগর ধ্বংসস্তূপ পরিণত করেন—প্রায় ৮ লক্ষ লোক হত হইল।

মসজিদ অপবিত্র করা হইল, কোরাণ অপমানিত হইল। অবশেষে খলিফাকে বস্তায় বন্ধ করিয়া ঘোড়ার পায়ের তলে ফেলিয়া হত্যা করা হইল (১২৫৮)। * এই সময় হুলাগু খৃষ্টানদের

* মোগলগণ সাধারণতঃ ধর্ম্মের উপর বিশেষ অত্যাচার করে নাই। কিন্তু মুসলমানদের উপর যেন তাহারা বিশেষ ভাবেই নির্ম্মম ছিল। ইহার জন্য বোধহয় পারস্যের শাহ্ মহম্মদের বিশ্বাসঘাতকতাই বিশেষভাবে দায়ী। যখন মোগলরা তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ, তখন তাঁহার অধীন এক শাসন-কর্ত্তা, একদল মোগল বণিককে হত্যা করে এবং পরে এই সম্পর্কে প্রেরিত মোগল দূতকে তিনি হত্যা করেন। তারপর, বগদাদের খলিফাও মোগলদের ক্রোধবহ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়াছেন। যখন

প্রতি কতকটা সদয় ছিলেন। ইউরোপীয় খৃষ্টানগণ বহু শতাব্দীর চেষ্টায়ও মুসলমানদের হাত হইতে জেরুজেলাম উদ্ধারে অসমর্থ হইয়া হুলাগুর শরণ লইল। হুলাগুও আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তিনি জেরুজেলাম উদ্ধার করিয়া খৃষ্টানদের হাতে প্রত্যর্পন করিবেন। এমন সময় খাকন মঙ্গুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া, দেশে ফিরিয়া যান।

কুরিলতাই সভার নির্দ্দেশানুসারে মঙ্গুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুব্লাই খান সম্রাট হইলেন।

কুব্লাই খান মোগলদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনিই প্রথমে মোগলদের মধ্যে সভ্যতা ও ধর্ম্মের আলোক বিস্তার করেন। জগতের ইতিহাসে, যত লোক তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, তত আর কাহারও নিকটই করে নাই। সমস্ত চীন, ব্রহ্মদেশ, চাম্পা (বর্ত্তমান কাম্বোডিয়া ও কোচীন চীন), পারস্য,

বিজয়ী মোগল-বাহিনী বগদাদের নিকটে উপস্থিত, তখন মুসলমানদের ধর্ম্মগুরু খলিফা তাঁহার ধর্ম্ম ও ঐশী শক্তির দোহাই দিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। দুর্দ্ধর্ষ মোগলদের হাতে এই ধৃষ্টতার জন্য, সমস্ত বগদাদবাসীরা যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করে এবং খলিফা নিজে মোগলদের হাতে প্রাণ দেন। এই কথা মনে রাখিতেই হইবে যে, মোগলগণ তখনও সভ্যতার আলো বিশেষ পায় নাই—সহজেই তাহাদের মনে ক্রোধের সঞ্চার হইত। তাই খলিফার ঐ প্রকার ধর্ম্মের দোহাইর ফলে, মোগলরা বগদাদে বিশেষ ভাবে মুসলমান ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করে, কতকটা যেন বগদাদবাসীদের দেখাইবার জন্য যে তাহাদের ধর্ম্ম ও খোদা তাহাদিগকে রক্ষা করিতে নিতান্তই অক্ষম।

ইরাক,রুষিয়া, পোলেণ্ড, সাইবেরিয়া, মোঙ্গোলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিত। ভারতের কোন কোন অংশ,পূর্ব্ব আফ্রিকা এবং এমন কি মাদাগাস্কার দ্বীপ পর্য্যন্ত তাঁহার দূতদিগকে খাতির করিত এবং তাঁহার আক্রমণের ভয়ে বশ্যতাসূচক উপঢৌকন দিয়া বিদায় করিত। তিনি যে কেবল দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন, তাহা নহে—সাহিত্য, কলা, ধর্ম্ম, বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনিই মোগলদের মধ্যে লামাবাদ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন; তিনি চৈনিক সাহিত্য ও সভ্যতার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি এখনও পিকিংএ আছে। তিব্বতে প্রচলিত দেবনাগর বর্ণমালার অনুকরণে, তাঁহার অনুরোধে মতিধ্বজ (**Mati-Dhwaja**) নামক একজন পণ্ডিত মোগলদের জন্য এক বর্ণমালা প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু এই বর্ণমালা বেশীদিন প্রচলিত থাকিল না। তিনি কাগজের নোট পর্য্যন্ত প্রচলিত করিয়াছিলেন; তাঁহার ডাকবিভাগও ছিল। এক কথায় তিনি সব বিষয়েই উপযুক্ত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার জীবনের সহিত ইউরোপ বিজয়ের সম্পর্ক বিশেষ নাই; তাই তাঁহার ইতিহাসের সহিত আমাদের মুখ্য কোন সংস্রব নাই। তবে মোগলদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই, তাঁহার সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলা দরকার—তাই এইটুকু বলিলাম।

কাব্লুই খাঁর বংশধরগণ

কাব্লুই খাঁর মৃত্যুর পর, ১২৯৪ খৃঃঅব্দে, তাঁহার পুত্র তাইমুর খান সম্রাট হন। তাঁহার পর চীনের মোগল সম্রাটদের মধ্যে তাঁহার মত ক্ষমতাশালী কেহ জন্মেন নাই, কিন্তু ইহাদের কেহই তেমন অক্ষম বা দুর্ব্বলও ছিলেন না। এইভাবে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তাঁহারা চীন শাসন করেন। মোগলদের শেষ সম্রাট তোঘন তাইমুরের (Toghan Timur) আমলে চীনে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। ১৩৫৫ খৃঃ অব্দে চু যুএন চাঙ্গ (Choo-Yuen-Chang) নামক একজন চৈনিক বৌদ্ধ ভিক্ষুক, দেশের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া, বিদ্রোহীদের অধিনায়ক হন। তাঁহার চেষ্টায় মোগলগণ পরাজিত হইল এবং মোগলসম্রাট তাইমুর পালাইয়া গেলেন। ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী ভিক্ষু চু-যুএন

সম্রাট হন ; ইনিই মিঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। চীন মোগল কবল-মুক্ত হইল। ক্রমে মোগলদের আদিম বাসভূমি মোঙ্গোলিয়াও চীনের অধিকারে আসিল। মোগলদের কেন্দ্রশক্তি এই ভাবে ধ্বংস হইল, কিন্তু মধ্য এসিয়াময় ছোট ছোট মোগল রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল। কাস্পিয়ান হ্রদের উভয় তীরেই মোগল শক্তি অপ্রতিহত রহিল। ইউরোপের কতক অংশেও মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত রহিল।

চৈনিকদের সংস্রবে আসিয়া, মোগলগণ সুসভ্য চৈনিকদের সভ্যতা ও ধর্ম্ম অনেকটা আত্মস্থ করিয়া লয়। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হইল। তিব্বতীয় লামাবাদই তাঁহাদের নিকট বেশী আদরণীয় হয়। এখনও মোঙ্গালিয়াতে একজন লামা আছেন—তিব্বতীয় লামার মত তিনিও মোঙ্গোলিয়ার মোগলদের ধর্ম্মগুরু। কিন্তু চীনের মোগল সম্রাটগণ অন্য ধর্ম্মের উপর কোন অত্যাচার করিতেন না। ধর্ম্মমতের জন্য অত্যাচার করার দৃষ্টান্ত তাহাদের ইতিহাসে বিরল। খৃষ্টান ধর্ম্মও তাহাদের নিকট সমাদর পাইত।

এখন ইউরোপের দিকে দেখা যাউক। হাঙ্গেরির উত্তরে কার্পেথিয়ান পর্ব্বত হইতে বর্ত্তমান চীনের পশ্চিম প্রান্তে বলকাশ হ্রদ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের সামন্ত রাজা ছিলেন বটু। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পোলেণ্ড, দক্ষিণ রুষিয়া, উক্রেন প্রভৃতি দেশ বটু জয় করেন। তাই খাকন এই সমস্ত দেশ তাঁহাকেই দেন। ভলগা নদীর তীরে, বটু তাহার রাজধানী স্থাপন করেন। স্বর্ণা-বৃত শিবিরে তিনি বাস করিতেন, তাই তাঁহার দলস্থ মোগল

বাহিনীকে 'সুবর্ণ দল' (Golden Horde) বলা হইত। ১২৫৫ খৃষ্টাব্দে, বটু মারা গেলে পর, তাঁহার ভ্রাতা বেরেক খান (Bereke khan) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার খৃষ্টান প্রজাদের নিকট হইতে বেরেক খান নূতন ও অতিরিক্ত কর আদায় করার চেষ্টা করেন। পোপ চতুর্থ আলেকসন্দরের আজ্ঞায়, ইউরোপীয় খৃষ্টান সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ (Crusade) ঘোষণা করিল। খৃষ্টানগণ যখন বেরেকের ধ্বংসের জন্য জল্পনা কল্পনা করিতেছিল, বেরেক তখন তাহাদের ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার দুই সেনাপতি নোগাই টুলবাঘা (Nogai TulaLagha) একদল সৈন্য লইয়া পোলেণ্ড আক্রমণ করেন। তাহারা পোলেণ্ডের রাজধানী ক্রেকো দখল ও লুণ্ঠন করেন এবং আরও পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া নানাস্থান জয় করেন। সেখান হইতে বহু খৃষ্টান ক্রীতদাস লইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময় মোগলগণ ইউরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিত। ইউরোপের সমস্ত খৃষ্টান রাজারাই তাহাদিগকে তুষ্ট করিতে ব্যস্ত থাকিত। প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত রাজারাও মোগলদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হইত। বাগদাদ বিজয়ী হুলাগু, ক্রাকো বিজয়ী নোগাই, তকটু খান* প্রভৃতি মোগলবীরগণ খৃষ্টান রাজাদের কন্যা বিবাহ করেন। মিশর ও কনেষ্টেন্টিনোপলের সহিতও মোগলদের লেনদেন ছিল। এই দুই স্থান হইতে শিল্পী ও মিস্ত্রী আনাইয়া বেরেক তাঁহার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান—অস্থায়ী শিবিরে বাস করা

* একজন পরবর্ত্তী খান।

আর মোগলরা পছন্দ করিতেছিল না। মিশরীয়দের সহিত সংস্রব হইতেই 'স্বর্ণদল' মোগলদের মধ্যে ইস্‌লাম্‌ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়।

১২৬৫ অব্দে বেরেকের মৃত্যুর পর, তাঁহার পৌত্র মঙ্গু তাই-মুরের সমস্ত জীবনই প্রায় রুষিয়দের সহিত বিরোধে অতিবাহিত হয়। এই সব যুদ্ধ বিগ্রহ সত্ত্বেও মোগলগণ ক্রমেই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছিল। মঙ্গু তাইমুরের পর দ্বিতীয় খান টক্তুর (Toktu), আমলে মোগলগণ সর্ব্বপ্রথম মুদ্রা মুদ্রিত করে। সরাই, নব সরাই (New Saria) নলগর, উকেক (Ukek) খারেজম (Kharezm) ক্রিম (Krim) প্রভৃতি স্থানে ঐ সব মুদ্রা মুদ্রিত হইত।

স্বর্ণদল মোগলগণ মুসলমান হওয়াতে মিশরের সহিত তাহা-দের ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পাইল। মিশরীয় সুলতানও তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে লালায়িত ছিল। মিশরের সুলতান নাসির মোগল বংশের একটী কন্যা প্রার্থনা করেন, কিন্তু মোগলগণ তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরে কিন্তু ১০ লক্ষ স্বর্ণ দিদার (এক প্রকার প্রাচীন আরব মুদ্রা) উপহার পাইয়া, খান একটি কন্যা দেন। মহা উৎসব ও ঘটা করিয়া সেই কন্যাকে কাইরো নেওয়া হয়। এইভাবে মোগল-গণ আরবদেরও সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিল। আরবরা ভুলিয়া গেল যে, এই মোগলদের পূর্ব্বপুরুষরাই মস্‌জিদ্‌ ও কোরা-ণের প্রতি বহু অপমান করিয়াছে এবং খলিফাকে ঘোড়ার পদতলে ফেলিয়া মারিয়াছে। অপরদিকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ

করার ফলে স্বর্ণদল মোগলদের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। *

মুসলমান হওয়ার পরও মোগলগণ খৃষ্টানদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিত। উজবেগ খান মিসরের সুলতান নসিরকে এক কন্যা দান করেন—অপরদিকে, মস্কোর জর্জকে আর এক কন্যা দান করেন। উজবেগ খান গ্রীকপন্থী (Greek church) খৃষ্টানদিগকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। তিনি গ্রীক-সম্রাট তৃতীয় এণ্ড্রোনিকাসের (Andronichus) কন্যাকে বিবাহ করেন। মস্কোর সিংহাসন লইয়া গ্রাণ্ডপ্রিন্স মাইকেলের (Grand Prince Michael) সহিত জর্জের বিরোধ উপস্থিত হয়। উজবেগ খান ইহার মীমাংসার ভার নেন। তিনি জর্জ ও মাইকেলকে তাঁহার দরবারে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দুইপক্ষ উপস্থিত হইলে পর, সমস্ত শুনিয়া তিনি জর্জের পক্ষে রায় দিলেন। উজবেগ খাঁর হুকুমে সকলের সামনেই মাইকেলের প্রাণদণ্ড হইল; এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায়, ইউরোপীয়দের মধ্যে মোগলদের প্রভাব কতখানি ছিল। ২৮ বৎসর রাজত্বের পর, ১৩৪০ অব্দে উজবেগ খাঁন মারা

* "His (Bereke's) conversion to Islam introduced a strongly disintegrating influence into the community and with it were sown the seeds of its final disruption."

Encyclopeodia 9th edition

যান। তাঁহার পুত্র কয়েকমাস রাজত্বের পর তাঁহার ভ্রাতা জানিবেগ খাঁর (Janibeg Khan) হস্তে নিহত হন। ঐতিহাসিক ইবন হাইদারের মতে জানিবেগ খাঁ বেশ সৎ ও উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি একবার পোলেণ্ড আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। এই সময় (১৩৪৫) সমস্ত ইউরোপময় এবং এসিয়ার অনেকস্থলে ভয়ানক মহামারী আরম্ভ হয়। এই মহামারীতে মোগল রাজ্যেও বহু লোক মারা যায়। জানিবেগ নিজ রাজ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি ভিনিসীয় ও জেনোইস বণিকদের সহিত ব্যবসায় সন্ধি স্থাপন করিয়া রাজ্যের ও প্রজাদের ধনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। তিনি একবার পারশ্য-অভিযান হইতে দেশে ফিরিয়াই অসুস্থ হন; সেই সময় তাঁহার পুত্র বার্দিবেগ তাঁহাকে হত্যা করেন। বার্দিবেগও পুত্রের হাতে নিহত হন। বার্দিবেগের মৃত্যুর পরই সুবর্ণদল মোগলদের পতন আরম্ভ হয়।

সুবর্ণদল মোগলদের পতন আরম্ভ হইল সত্য—কিন্তু ইউরোপ মোগল আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইল না। এসিয়ার প্রায় পশ্চিম সীমান্তে শ্বেতদল (White Horde) নামে একদল মোগল ছিল। বটুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্দা এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। উরাস খান ((Urus Khan) নামে এক অধিপতির সময়, শ্বেতদলের মধ্যে গৃহবিরোধ আরম্ভ হয়। টুলি খোজা খান, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী উরাস খাঁর হাতে নিহত হইলেন। এই খোজার পুত্র তক্তামিষ (Toktamish) পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি

প্রথমতঃ তাইমুরলেনের সাহায্য গ্রহণ করেন। তাঁহার সাহায্যার্থে উরাস খাঁর বিরুদ্ধে তাইমুর যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধের সময়ই উরাস খান প্রাণ ত্যাগ করেন (১৩৭৫)। উরাসের পুত্র তাইমুর মালিককে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করিয়া, তক্তামিষ শ্বেতদলের সিংহাসন দখল করিলেন। তক্তামিষ ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না—ইহার পর স্বর্ণদলদের রাজ্যও আক্রমণ ও জয় করেন। এই ভাবে ইউরোপের অনেকটা অংশও তাঁহার দখলে আসিল।

ইহার পরই তিনি রুষিয়া হইতে কর আদায়ের চেষ্টা করেন। রুষীয় রাজন্যবর্গ কর দিতে রাজি না হওয়াতে, একদল সৈন্য লইয়া, তিনি ইউরোপ আক্রমণ করেন। ১৩৮২ খৃঃ অব্দে তিনি সেরপুকফ্ (Serpukhoff) দখল ও লুণ্ঠন করিয়া, মস্কোর দিকে অগ্রসর হন। কয়েক দিন যুদ্ধের পর মস্কোবাসীরা আত্মসমর্পন করিল; স্ত্রী, পুরুষ, আবাল, বৃদ্ধ নির্ব্বিচারে মোগলদের হাতে হত হইল। নগর প্রায় জনশূন্য ও লুণ্ঠন করিয়া, মোগলগণ নগরে আগুন লাগাইয়া দিল। একে একে ভ্লাডিমির (Vladimir) যেভেনিগোরোড (Zvenigorod), যুরিএফ্ (Yurieff) মোজহাইস্ক (Mozhaisk) ও ডিমিট্রফ (Dimitroff) নগরগুলি মোগলের হাতে বিধ্বস্ত হইল। পেরিশ্লেভল (Pereslavel) ও কোলমনা (Kolamna) নগরের অধিবাসীরা দলশুদ্ধ নগর ছাড়িয়া পালাইয়া গেল—কিন্তু পরিত্যক্ত নগরও মোগলদের কৃপায় অগ্নিদেবতার জঠর হইতে রক্ষা পাইল না। ইহার পর তিনি রায়জান-রাষ্ট্র লুণ্ঠন করিয়া দেশে ফিরিলেন।

ইউরোপ বিজয়ী তক্তামিষ নিজের বিজয়গর্ব্বে স্ফীত হইয়া, তাইমুরলেনের সহিত বিরোধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইউরোপ বিজয় যতই সহজ হউক, তাইমুরের সহিত বিরোধ তত সহজ নয়। তিনি বারবার তাইমুরের নিকট পরাজিত হইলেন। ১৩৯৫ অব্দে বিশেষভাবে পরাজিত হইয়া, তক্তামিষ ইউরোপে পালাইয়া যান। তাঁহার অনুসরণে তাইমুরও ভল্গা নদীর তীর বাহিয়া ইউরোপে প্রবেশ করেন। তাইমুরের সৈন্যদলের সম্মুখে ইউরোপীয়গণ এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারিল না—প্রাণ ভয়ে সবাই নগর ছাড়িয়া পালাইতে লাগিল। মস্কোর অধিপতি গ্রাণ্ডপ্রিন্স (Grand Prince) নগর রক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, দৈব শক্তির শরণ লইলেন। যিশু-মাতা কুমারী মেরীর এক প্রাচীন মূর্ত্তি ছিল—প্রবাদ ছিল যে, এই মূর্ত্তির বহু দৈব ক্ষমতা আছে। তাই প্রিন্সের হুকুমে সেই মূর্ত্তি মস্কো নগরে আনা হইল—সকলেই আশা করিল যে, এই মূর্ত্তি নগর রক্ষা করিবে। যাক, যে কারণেই হউক নগর রক্ষা পাইল। আসন্ন শীতের ভয়ে, তাইমুর আর অগ্রসর না হইয়া দেশে ফিরিলেন। যাইবার সময় তিনি বহু ধনরত্ন, মূল্যবান রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি লইয়া যান। ফিরিবার পথে দক্ষিণ রুষিয়ার বিখ্যাত বাণিজ্যস্থান আজাকে (Azak) যান। সেখানকার বণিকগণ অনেক অনুনয় করিয়াও তাঁহার দয়ার উদ্রেক করিতে পারিল না। তিনি মুসলমানদের অব্যাহতি দিয়া, সেখানকার সমস্ত খৃষ্টান অধিবাসী ও সমস্ত খৃষ্টান বিদেশী বণিকদিগকে হত্যা করার হুকুম দিলেন।

খৃষ্টানদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া, সহরে তিনি আগুণ লাগাইয়া দিলেন। * জর্জিয়া, কিরকেসিয়া (Circassia) ও আর্মেনিয়াও তাহার বিজিগীষার কিছু স্বাদ পাইল।

কিছু দিন বিশ্রাম করিয়া তিনি আবার রুষিয়াতে প্রবেশ করেন। প্রথমেই বিখ্যাত সহর অষ্ট্রাখানে যান। এই নগরের অধ্যক্ষকে ভল্গা নদীর বরফের মধ্যে চাপিয়া হত্যা করা হইল ;—নগরের অধিবাসীরা নগর হইতে বিতাড়িত হইয়া শীতে মারা যাইতে লাগিল। এখান হইতে সারাই (Sarai) লুণ্ঠন করিয়া তিনি দেশে ফিরেন। ইহার পর আরও একবার তিনি দক্ষিণ রুষিয়া আক্রমণ করেন।

তাইমুরের ভয়ে তক্তামিষ পশ্চিম দক্ষিণ রুষিয়ার বিখ্যাত নগর কিফে (Kieff) নিজের রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া (১৩৯৮) সেখানে রাজ্য স্থাপন করেন। পরাজিত ও হৃতবল তক্তামিষেকে বিতাড়িত করাও খৃষ্টান ইউরোপের সাধ্যে কুলায় নাই। তক্তামিষের বংশধরগণ আর কখনও পূর্ব্বের ক্ষমতা ও শক্তিসঞ্চয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইহার

* ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করার পর মোগলগণ খৃষ্টানদের উপর কিছু কিছু অত্যাচার করিয়াছে। মুসলমানগণ প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত ধর্ম্মকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে। তাই দেখিতে পাই, প্রাচ্য ইউরোপের ও পশ্চিম এসিয়ার খৃষ্টানগণ, পারস্যের যুরাথাষ্ট্র-ধর্ম্মীরা এবং ভারতের হিন্দুগণ তাহাদের অত্যাচার বিশেষ ভাবেই ভোগ করিয়াছে। যে সব মোগলগণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহারা ক্রমেই পরধর্ম্ম-দ্বেষী হইয়া দাঁড়ায়।

পরঁও এক শতাব্দীর অধিক কাল তাহারা ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছেন। এই সমস্ত সময়ই তাঁহারা রুষীয়দের সহিত বিরোধ করিয়াই কাটাইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শেষ খান আহম্মদ খানের হত্যার পর মোগলদের সাম্রাজ্য লোপ পাইল।

কিন্তু তখনও রুষিয়া মোগল প্রভাব ও শাসন হইতে একেবারে মুক্ত হইল না। তখনও কাজান (Kazan) ও কাসিমফে (Kasimoff) দুইটি মোগল রাষ্ট্র ছিল। 'সুবর্ণ দল' (Golden Horde) নামে মোগলদের এক শাখা তখনও অষ্ট্রাখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিল। তারপর, পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ক্রিম-তাতার নামে মোগলদের আর এক শাখা ক্রিমিয়াতে এক রাজ্য স্থাপন করে। সুবর্ণ দলের সহিত ক্রিম-তাতারদের চির বিরোধ ছিল। এই বিরোধের সময় ক্রিম-তাতারগণ রুষিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, কতকটা তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করে। ক্রমে এই সমস্ত রাষ্ট্রই রুষিয়ার করতলগত হইল—কাজান, কাসিমফ্, অষ্ট্রাখান, ক্রিমিয়া সকলই বৃহত্তর রুষিয়ার অঙ্গীভূত হইল। (১৫৫০—১৫৫৫)

এই সময় অপর একটি প্রাচ্য জাতি ইউরোপে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ওসমানী তুর্কগণ কনষ্টেন্টিনোপল দখল করিল। ক্রমে কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম ও উত্তর তীরে অনেক স্থানই তাহাদের দখলে আসিল। ক্রমবর্দ্ধনশীল রুষিয়া ও তুরস্কের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছিল ক্রিমিয়া। ক্রিমিয়ার উপর উভয়েরই সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তখন ক্রিমিঁয়ার মালিক ছিল

রুষিয়া ; কিন্তু বেশী দিন রুষিয়া মালিক থাকিতে পারিল না। তুর্ক সুলতান ক্রিমিয়া জয় করিয়া,সিংহাসনচ্যুত ক্রিম-তাতার খান মেঙ্গলি গিরাইকে (Mengli Girai) ক্রিমিয়ার সামন্ত রাজা করিলেন।

"সুবর্ণ দল" মোগলদের সহিত বিরোধে জয়ী হইবার জন্য মেঙ্গলি আবারও মস্কোর সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। রুষিয়ার সহিত সখ্য স্থাপন করায়, রুষিয়ার শত্রু মেঙ্গলিরও শত্রু মধ্যে গণ্য হইল। তাহার সুযোগ লইয়া, তিনি রুষিয়ার শত্রু লিথুয়ানিয়া ও পোলেণ্ড আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। কিন্তু রুষিয়ার সহিত সখ্য বেশী দিন স্থায়ী হইল না। কাজানের সিংহাসনের গোলমাল লইয়া, পরবর্ত্তী ক্রিম-খান মহম্মদ গিরাই খান (১৫২১) রুষিয়া আক্রমণ করেন। তিনি সসৈন্যে ক্রিমিয়া হইতে উত্তরে মস্কোর দিকে যাত্রা করিলেন। এই দীর্ঘ পথের মধ্যে প্রায় কেহই তাহাকে বাধা দিল না। সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়া এবং আগুন ও তলোয়ারের মুখে ধ্বংস করিয়া, তিনি মস্কোর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মস্কোর অধিবাসীরা ভয়ে অস্থির হইল। গ্রাণ্ডপ্রিন্স ভেসিলি বুঝিলেন, মোগলকে বাধা দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই ; তাই তিনি খানের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন—সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে মস্কো সরকার বরাবর ক্রিম-তাতারদিগকে বাৎসরিক কর দিতে রাজী হইল।

কিন্তু কিছুদিন পরে আবার রুষিয়ার সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাঁধিল। রুষীয়গণ কাজান ও অষ্ট্রাখান মোগলদের হাত হইতে দখল করে। ক্রিম-তাতারগণ ইহা বরদাস্ত করিতে রাজি হইল

না। খান ডেভ্লেট গিরাই (Devlet Girai) (১৫৭১) মস্কো আক্রমণ করিলেন। একদল রুষীয় সৈন্য তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য সজ্জিত ছিল। কিন্তু বিনা যুদ্ধেই সমস্ত মস্কো নগর ধ্বংস হইল। তাঁহার আগমনের অল্প পরেই নগরে আগুন লাগিল, এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সমস্ত নাগরিকগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত নগর ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। গির্জা, প্রাসাদ, কুটির সমস্ত পুড়িয়া ছাই হইল, শত শত মানুষও মরিল। মৃতদেহ ও ভস্মরাশিতে নদী ও খাল প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। কথিত আছে, প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত মৃত-দেহ ও নর-কঙ্কালে নদী ভরা ছিল। গিরাই খাম বিনা যুদ্ধে মস্কো ধ্বংস সাধন করিয়া দেশে ফিরিলেন। অবশ্য তিনি নিজে নগরে আগুন দেওয়ান নাই -- কিন্তু মোগল-বাহিনী সম্মুখে থাকাতেই আগুন এমন মারাত্মক ক্ষতি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। *

১৫৭২ খৃষ্টাব্দে ক্রিম তাতারগণ আবারও রুষিয়া আক্রমণ করে। এই কয় শতাব্দী-ব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধের মধ্যে এইবার মস্কোর অনতিদূরে মোলোডি (Molody) নামক স্থানে মোগলগণ

* কেহ কেহ বলেন যে, তাতারগণই মস্কো পোড়াইয়া দেয়। Bain তাঁহার Slavanic Europeএ লিখিয়াছেন—"In May 1571, the Tatars appeared before Moscow and burnt the whole city except the Kremlin" (P. 124) এই যুদ্ধে ও অগ্নিদাহে ৮০ হাজার রুষীয় মারা যায় এবং দেড় লক্ষ বন্দী হয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে নেপোলিয়ানের মস্কো আক্রমণের সময়ও, এমনি ভাবে সমস্ত মস্কো 'ভস্মস্তূপে পরিণত

পরাজিত হয়। কিন্তু এখানেই মোগল প্রাধান্য শেষ হইল না। রুষীয় কসাক, পোল প্রভৃতি জাতি ইহার পরও মোগলদের ভয়ে অস্থির থাকিত। ১৬৪৯ অব্দে পোলগণ ক্রিম-তাতারদের কর দিতে স্বীকার করিয়া এক সন্ধি করে। কিন্তু মোগলশক্তি ক্রমেই পতনের দিকে যাইতেছিল। এদিকে রুষিয়ার সিংহাসনেও এক প্রতিভাবান সম্রাটের আবির্ভাব হইল। সম্রাট পিটারই (Peter the Great) এক হিসাবে বর্ত্তমান রুষিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৯৬ অব্দে এক বিরাট কসাক সৈন্যের সাহায্যে তিনি ক্রিম-খান সেলিম গিরাইকে পরাজিত করেন। সেলিম খান আজোভ (Azov) ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ১৭১০ অব্দে, তাতারগণ আবার আজোভ ফিরিয়া পায়। ইহাই তাতারদের শেষ জয়। ইহার পর, ক্রমাগতই তাহারা পরাজিত হইতে লাগিল। ১৭৩৫ অব্দে রুষীয়গণ ক্রিমিয়া আক্রমণ করে এবং ১৭৮৩ অব্দে ক্রিমিয়া রুষিয়ার অন্তর্গত হইল।

মোগলদের ভয়ে পূর্ব্ব ইউরোপ সদাই শঙ্কিত থাকিত। প্রায় ৩ শতাব্দী পর্য্যন্ত মোগল শাসন ইউরোপের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইউরোপ হইতে মোগল শাসন লোপ পাইল কিন্তু পূর্ব্ব

হইয়াছিল। War and Peace নামক বৃহৎ গ্রন্থে টলষ্টয় সেই ঘটনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, আমাদের মনে হয় এই অগ্নিদাহ সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। আক্রমণকারী বা আক্রমিত কেহই ইচ্ছা করিয়া আগুন লাগায় নাই। কিন্তু কাষ্ঠ-গৃহপূর্ণ মস্কো কাহারও সামান্য অসতর্কতায় সহজেই আগুন ধরে। অবশ্য আক্রমণের ফলে, আগুণ নিভাইবার তেমন ব্যবস্থা হইতে পারে নাই।

ইউরোপবাসীদের মন হইতে তখনও মোগলের আতঙ্ক দূর হইল না। ইহার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ইউরোপের সমস্ত গির্জা হইতে প্রতি রবিবার প্রার্থনা করা হইত "হে দয়াময় প্রভু, মোগলদের হাত হইতে আমাদিগকে ত্রাণ কর।" (From the fury of the Mongols, good Lord, deliver us.) এই কয় শতাব্দীর মধ্যে, খৃষ্টীয় ইউরোপ মোগলের বিজয় বাহিনীতে বাধা দিতে পারে নাই। তাহাদের কেন্দ্রস্থান মোঙ্গোলিয়া হইতে পোলেণ্ড বহুদূর ; এতটা দূরে আসাতে স্বভাবতই বহু অসুবিধা ছিল ; তাই তাহারা আরও পশ্চিমে অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু ইউরোপীয়গণ তাহাদের বিজয় অভিযানকে রোধ করিতে পারে নাই। বরং পূবে জাপান এবং পশ্চিমে মিশরের তুর্ক মেমলুকগণ (Turkish Mamelukes) মোগল বাহিণীকে প্রতিরোধ করিয়াছিল*। ইহারা কেহই ইউরোপীয় খৃষ্টান নয়।

* "......western Europe could have made no adequate defence ; but fortunately by this time the Mongol attack had spent itself, simply because the distance from the central point had become so great. It was no Christian European military power which first by force set bounds to the Mongol conquests but the Turkish Mamelukes of Egypt in the west and in the east, some two score years later, the armies of Japan."

(Foreword by President Roosevelt to Curtin's – The Mongols

বিজয়ী প্রাচ্য

মূরদের স্পেনীয় সাম্রাজ্য

মূরদের স্পেনীয় সাম্রাজ্য

স্পেন আক্রমণ

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত আরবগণ বাহিরের জগতের নিকট প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। তাহাদের নিষ্করুণ মরুময় দেশ এবং নিষ্ঠুর ও উগ্র স্বভাবের জন্য কেহই তাহাদের দেশ আক্রমণ করিতে যাইত না। বাবিরুষ, আসুরীয়, মিশর, মিডিয়া, প্রাচীন পারশ্য প্রভৃতি বহু প্রাচীন দেশ আরব ভূমির আশে পাশে বহুদূর বিস্তৃত বহু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল কিন্তু কেহই আরব ভূমি জয় করে নাই। গ্রীক বীর আলেকসন্দর ভারত পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনিও আরবে যান নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আরবদেশ আক্রমণ করেন, কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায়

তাঁহার সেই বাসনা অপূর্ণ রহিয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুর পর, সিরিয়া ও মিশরে প্রতাপশালী গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, কিন্তু তখনও আরবভূমি অজেয়ই রহিল। ইহারও পরে নব্য পারশীক সাম্রাজ্য ও রোমক সাম্রাজ্যের মধ্যে পশ্চিম এসিয়া লইয়া বহু গোলমাল ও যুদ্ধ চলে। কিন্তু তখনও এই সব বিজয়ী সাম্রাজ্যের লোলুপ দৃষ্টি আরব ভূমির উপর পড়ে নাই।

আরবীয়গণ যখন প্রথমে জগতের সহিত যোগ স্থাপন করিল, তখনই তাহারা বিজয়ী ভাবে জগৎ সভায় প্রবেশ করে। ৫৭১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁহার প্রেরণায় সমস্ত জাতি নূতন শক্তিতে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বোধ হয় হুন ও মোগলগণ ব্যতীত জগতের অন্য কোন জাতিই এত অল্প সময়ের মধ্যে দিগ্বিজয়ী ভাবে জগৎময় ছড়াইয়া পড়িতে পারে নাই। অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা পশ্চিম এসিয়াতে প্রাচ্য রোমক সাম্রাজ্যের দ্বারে যাইয়া ঘা দিতে লাগিল। কিন্তু রোমকদের নিকট বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া, তাহারা উত্তর আফ্রিকার দিকে মন দিল। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-কূলবর্ত্তী সমস্ত উত্তর আফ্রিকাও তখন প্রাচ্য রোমক সাম্রাজ্যের হাতে। অতি সহজেই তাহারা মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া, মরোক্কো জয় করিল।

যদিও নামতঃ মরোক্কো প্রাচ্য রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা স্পেনের ভিসিগথ রাজবংশের অধীন ছিল। তখন স্পেনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সমাজের শিরোমণি ছিল ধনী অভিজাত সম্প্রদায়; তাহারা বিলাসে,

পাপে ও আলস্যেই জীবন কাটাইত। যুদ্ধ করা তাহারা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। আরবগণ যখন মরোক্কোর প্রধান দুর্গ কেউটা (Ceuta) আক্রমণ করিল, তখন তাহাদিগকে বাধা দিবার মত ক্ষমতা ও সাহস তাহাদের ছিল না। অভিজাতদের নীচে ছিল মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী এবং তাহাদেরও নীচে ছিল ক্রীতদাস। মধ্যবিত্ত ভদ্রদের অবস্থা ক্রীতদাসদের চেয়েও শোচনীয় ছিল। খাজনা, টেক্স তাহারাই দিত, রাষ্ট্রের সব কাজ হুকুমের গোলামের মত, তাহাদেরই চালাইতে হইত; অথচ সুখ সম্পদ, রাষ্ট্রীয় অধিকার ও সুবিধা তাহারা প্রায় কিছুই পাইত না। ক্রীতদাসগণ ত ক্রীতদাস। খাজনা, টেক্স বা অন্য কোন রাষ্ট্রীয় দায়িত্বই তাহাদের ছিল না। এই দুই শ্রেণী রাষ্ট্র হইতে কোনই সুখ সুবিধা পাইত না; তাই তাহারা রাষ্ট্র বা দেশের প্রতি কোন আকর্ষণই অনুভব করিত না। কাজেই স্পেনে এমন কোন শ্রেণীই ছিল না, যাহারা আরবদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ইচ্ছা বা শক্তি ধারণ করে।

সমাজের যখন এই অবস্থা হয়, তখন তাহার পতন অনিবার্য্য। ভারতীয় সমাজের সহিত এই সমাজের তুলনা শিক্ষাপ্রদ।

এই সময় স্পেনের রাজা ছিলেন রোডারিক (Roderik) এবং কেউটার (Ceuta) * শাসনকর্ত্তা ছিলেন জুলিয়ান (Julian)। ভূতপূর্ব্ব রাজা উটিজাকে (Witiza) সিংহাসনচ্যুত করিয়া রোডারিক স্পেনের সিংহাসন দখল করেন। এদিকে, জুলিয়ানের

* মরোক্কা প্রদেশের রাজধানী ও প্রধান দুর্গ।

স্ত্রী ছিলেন উটিজার কন্যা। তাই, রোডারিক ও জুলিয়ানের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া, রোডারিকের অধীনতায় কাজ করিতে থাকেন।

স্পেনের রাজদরবারে রাণীর নিকট থাকিয়া আদবকায়দা প্রভৃতি শিক্ষা করা, তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যাদের পক্ষে একটা ফ্যাসন ছিল। জুলিয়ানও তাঁহার কন্যা ফ্লোরিণ্ডাকে টোলেডোর (Toledo) * রাজদরবারে পাঠান। এই আশ্রিতা কুমারীকে সকল প্রকার অপমান ও বেইজ্জৎ হইতে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। কিন্তু, রাজা নিজেই ফ্লোরিণ্ডার (Florinda) উপর অত্যাচার করেন। এই ধর্ষিতা কুমারী, নিজের অপমানের কাহিনী গোপনে পিতার নিকট লিখিয়া জানান। জুলিয়ান প্রতিহিংসা লইবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু এইবারও তিনি মনোভাব চাপিয়া রাখিলেন এবং টোলেডো নগরে রাজ-দরবারে গেলেন। রাজদরবারে তিনি, রাজার খুব হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুভাবেই চলিতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহার প্রকৃত মনোভাব টের না পাইয়া, সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। এতদিন পর্য্যন্ত তিনিই বিশেষ বীরত্ব ও সাহসের সহিত মুসল-মান আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছেন। তাই ভাবী মুসলমান আক্রমণ সম্বন্ধেও রাজা তাঁহার সহিত নানা পরামর্শ করিলেন। জুলিয়ানের পরামর্শ মত, স্পেনের শিক্ষিত অশ্ব ও অনেক অস্ত্রশস্ত্র, রোডারিক জুলিয়ানের সহিত আফ্রিকায় পাঠাইয়া দেন। জুলিয়ান রাজার বিশ্বাস ও অনুগ্রহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই কন্যাকে

* স্পেনের রাজধানী।

লইয়া চলিয়া গেলেন। জুলিয়ান যে কন্যার অপমানের কথা জানিয়াছেন, তাহাও রোডারিক টের পাইলেন না।

আফ্রিকায় ফিরিয়া আসিয়াই, উত্তর আফ্রিকার আরব শাসন-কর্ত্তা মূসার (Musa) সহিত তিনি দেখা করেন। তিনি মূসাকে বলিলেন যে, আরবগণ স্পেন আক্রমণ করিলে, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং জাহাজে করিয়া আরব সৈন্যকে স্পেনে পৌছাইয়া দিবেন। মূসা কিন্তু জুলিয়ানের এই প্রস্তাব ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—তাঁহার সন্দেহ হইল, জুলিয়ানের মনে কোন দুষ্ট অভিসন্ধি আছে। তাই তিনি তখন জুলিয়ানের প্রস্তাবে পূরাপূরি রাজি না হইয়া, ডামাসকাসে খলিফার নিকট পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইলেন এবং টরিফা (Torifa) নামক একজন সেনানীর অধীনে, জুলিয়ানের সহিত মাত্র ৫০০ সৈন্য পাঠাইলেন। টরিফা এই সৈন্য লইয়া স্পেনের ২।১টি স্থান লুঠ করিয়া আসেন। তিনি যে স্থানে প্রথম অবতরণ করেন, এই বিজয়ী বীরের নামানুসারে সেই স্থানের বর্ত্তমান নাম টরিফা। মুসলমানদের দ্বারা এই প্রথম ইউরোপ আক্রমণ—ইহা ৭১০ খৃঃ অব্দের কথা। দামাসকাস হইতে খালিফা খবর পাঠাইলেন, স্পেন আক্রমণ করিয়া সমস্ত আরব শক্তিকে অনিশ্চিত ও অজ্ঞাতের পথে টানিয়া নেওয়া তাঁহার মত নয়। টরিফার এই সহজ লভ্য জয়ের খবর পাইয়া, মুসা একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকিতেও পারিলেন না।

৭১১ খৃঃ অব্দে মুসা টারিক নামক সেনানীকে ৭০০০ হাজার সৈন্য সহ স্পেনে পাঠান। তিনি এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া স্পেন

আক্রমণ করেন। বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, স্পেনের রাজা রোডারিক তাঁহাকে বাধা দিতে প্রস্তুত হন। ট্রাফলগার উপসাগরের পারে, গুয়াডালেটে (Guadalete) দুই পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, আরও ৫০০০ হাজার সৈন্য আফ্রিকা হইতে টারিকের সাহায্যার্থে আসিয়াছিল—মোটের উপর তখন টারিকের অধীনে ১২০০০ হাজার সৈন্য ছিল। রোডারিকের পক্ষে অন্ততঃ ৭২০০০ (অর্থাৎ ৬ গুণ) সৈন্য ছিল। কিন্তু স্পেনীয় সৈন্যদের মধ্যে ঐক্য, আন্তরিকতা ও সাহসের নিতান্তই অভাব ছিল। উটিজার * পক্ষীয় সর্দ্দারগণও যুদ্ধে যোগ দিল; কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা ছিল, সুবিধা পাইলেই তাহারা মূরদের সহিত যোগ দিবে। যুদ্ধের সময় করিলও তাহাই। তাহারা বুঝিল না,—ব্যক্তিগত বা বংশগত কলহের জন্য সমস্ত জাতির কি সর্ব্বনাশ তাহারা করিল। ৭ দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শত্রুপক্ষের ঐ বিরাট সৈন্য বাহিনী দেখিয়া মূরদের মনে একটু ভয়ের উদয় হইল। টারিকও একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। কিন্তু কিছু পরেই তিনি সাহস অবলম্বন করিয়া সৈন্যদের বলিলেন—"সৈন্যগণ, সম্মুখে অগণিত শত্রু এবং পশ্চাতে সমুদ্র; সাহস ও স্থৈর্য্য ভিন্ন আমাদের মুক্তির অন্য কোন পথই নাই।" সৈন্যগণ তাঁহার সাহসে অনুপ্রাণিত হইয়া অদম্য বেগে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিল।

---

* রোডারিক কর্ত্তৃক স্পেনের সিংহাসনচ্যুত রাজা।

রোডারিকও বিশেষ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেন—কিন্তু বিশৃঙ্খল, অনিচ্ছুক, স্বদেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক সৈন্যদের লইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভবপর নয়। যুদ্ধে মূরদেরই জয় হইল। পরদিন নদীর ধারে, রোডারিকের ঘোড়া ও পাদুকা পাওয়া যায়; কিন্তু রোডারিকের কোন খবরই পাওয়া গেল না। অনেকে সন্দেহ করেন তিনি নদীতে ডুবিয়া মারা যান।

স্পেনীয়দের বিশ্বাস রোডারিক মরেন নাই—কোন বিশ্রাম-স্থলে তিনি এখন বিশ্রাম করিতেছেন; একদিন তিনি আসিয়া আবার জাতিকে উদ্ধার করিবেন। তাঁহার জীবিত কালের সমস্ত অত্যাচার ও অকর্ম্মণ্যতা তাঁহার দুরদৃষ্টের চাপে চাপা পড়িয়া গেল। মধ্যযুগের স্পেনীয়দের নিকট তিনি দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। দেশবাসী কেবল এই মনে করিয়া রাখিল, আক্রমণকারী বিদেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, তিনি তাহাদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে বাংলার লক্ষ্মণ সেন, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় বা সিরাজদৌল্লার কথা স্মরণ করা যায়। দেশের শেষ স্বাধীন রাজা বা বীরকে যথাযোগ্য সম্মান আমরা দেই নাই। তাহাদের দুরদৃষ্টের কথা স্মরণ করিয়াও, আমাদের হৃদয় তাঁহাদের দিকে এতটুকু আকৃষ্ট হয় নাই। বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দেশেব স্বাধীনতার জন্য লাঞ্ছিত ও পরাজিত বীরের সম্মান করিতে পারা বিশেষ দরকার—ইহা না করিতে পারার অর্থই হইল, জাতীয় দুর্ভাগ্য ও পরাজয়ে আমরা মোটেও অন্তরে বেদনা অনুভব করি না।

যে স্থানে টারিক প্রথম অবতরণ করেন, তাঁহার নামানুসারে সেই স্থানের নাম হয় জেবেল-টারিক (Gebal Tarik)। এই নগরই আজকাল জিব্রালটার (Gibralter) নামে পরিচিত।

টারিকের এই অপ্রত্যাশিত জয়ে, মুসার মনে হিংসার উদ্রেক হয়। তাই তিনি টারিককে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। অথচ সেই এক জয়ের ফলে সমস্ত স্পেন আরবীয়দের পদানত হইয়াছে—তখন স্পেন জয় করা অতি সহজ। তাই মুসার আদেশ অমান্য করিয়া, টারিক নগরের পর নগর জয় করিতে লাগিলেন। নামমাত্র বাধায়, বা বিনা বাধায় বড় বড় স্পেনীয় নগরগুলি মূরদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। এই সময়, ইহুদিগণ মূরদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। অনেক সময়, তাহারা অবরুদ্ধ নগরের গুপ্ত সন্ধানাদি তাহাদিগকে দিত। নগর দখল করিয়া, মূরগণ প্রায়ই ইহুদিদের হাতেই নগর শাসনের ভার দিত। ইহার পরও, মূরশাসনের সময়, ইহুদিগণ স্পেনে বেশ সুখে ও সম্ভ্রমেই বাস করিত— রাজ্য ধনভাণ্ডার ও জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধিতেও তাহারা নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে।

মূরগণ যে নিতান্ত বিশ্বাসহন্তা, নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর ছিল না, তাহার বহু পরিচয় এই সময় পাওয়া যায়। তাহারা প্রায়ই নিজেদের কথার মর্য্যাদা রক্ষা করিত। অনেক নগর দখল করার পর, মূরগণ মার্যিয়া (Murcia) গিরিবর্ত্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। থিওডোমির নামক এক গথবীর, এই স্থানে মূরদিগকে বাধা দেন কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার সমস্ত সৈন্য হত

হইল। মাত্র একটি ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, তিনি নিকটবর্ত্তী অরিহুলা (Orihuela) নগরে ফিরিয়া যান। এই নগরে অস্ত্র ধারণক্ষম পুরুষ একটিও ছিল না—ছিল একদল শিশু, বৃদ্ধ ও নারী। থিওডোমির (Theodomir) নগরের নারীদিগকে পুরুষ সৈন্যের পোষাক পরাইয়া নগর প্রাচীরের চারিধারে দাঁড়া করাইয়া দিলেন। তাহাদের লম্বা কেশদাম দাড়ীর মত করিয়া বুকের উপর দিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইল; ঠিক বল্লমের মত লম্বা লম্বা লাঠি তাহাদের হাতে ছিল।

দূর হইতে মূরগণ এত সৈন্য দেখিয়া একটু সন্ত্রস্ত হইল—তাহাদের আশা ছিল বিনা বাধায়ই তাহারা নগর দখল করিবে। ইতিমধ্যে নগর হইতে সন্ধিপ্রার্থনা সূচক শ্বেত পতাকা উড়ান হইল; ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া, থিওডোমির নিজেই মূর শিবিরে যাইয়া বলিলেন, "ইচ্ছা করিলে ঐ সব সৈন্য লইয়া আমরা দীর্ঘকাল তোমাদিগকে বাধা দিতে পারি, কিন্তু নগরের শাসন-কর্ত্তা তাহা চান না। নগরবাসীদিগকে নিজ নিজ ধন প্রাণ লইয়া অন্যত্র যাইতে দিলে, কাল আমরা নগর তোমাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি।" মুসলমানগণ এই সর্ত্তে রাজি হইয়া যখন সন্ধি পত্র লিখিয়া দিল, তখন থিওডোমির নিজের পরিচয় দিয়া, তাহাতে নাম দস্তখৎ করিলেন। পরদিন মূর সৈন্যদের সামনা দিয়া নগরবাসীরা বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু মূরগণ অবাক হইয়া দেখিল, সৈন্য একটিও যে নাই। থিওডোমির তখন সব কথা খুলিয়া বলিলেন। থিওডোমিরের সাহস ও বুদ্ধিতে মূর-সেনানী এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি থিওডোমিরকে এই

প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। থিওডোমির যে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি তাঁহাকে দণ্ড না দিয়া পুরস্কৃত করিলেন ইহা কম মহত্ত্বের পরিচয় নহে।

ইহার পর টারিক, স্পেনের রাজধানী টোলেডো আক্রমণ করেন। টোলেডোর (Toledo) অধিকাংশ লোকই পালাইয়া গিয়াছে—মাত্র উটিজ ও জুলিয়ানের স্বদেশদ্রোহী আত্মীয় স্বজনরা সেখানে ছিল। টারিক এই সব স্বজাতিদ্রোহীদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিলেন। কার্য্যতঃ সমস্ত স্পেন টারিকের পদানত হইল। কিন্তু ইহাতে মুসার ঈর্ষ্যা আরও বেশী বৃদ্ধি পাইল—তিনি নিজেই স্পেনে চলিয়া আসিলেন (৭১২)। টোলেডো নগরের বাহিরে আসিয়া টারিক তাঁহার উপরস্থ কর্ম্মচারীকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু, মুসা সর্ব্বজন সমক্ষে তাঁহাকে চাবুক মারিলেন এবং তাঁহার আদেশ অমান্য করার জন্য টারিককে কারাগারে বন্দী করিলেন। অপর দিকে ডামসকাসে খলিফা এই সংবাদ পাইয়া, মুসাকে ডাকিয়া পাঠান এবং টারিককে স্পেনের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

মুসা ডামাসকাসে চলিয়া গেলেন—কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা ছিল, পাইরেনিস পর্ব্বতের উত্তরেও আরবীয় বাহিনীর বিজয় ধ্বজা উড়াইয়া আসেন। তাঁহার পরবর্ত্তীরা তাঁহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন। ৭১৯ অব্দে ফ্রান্সের দক্ষিণ অংশ সেপ্টিমেনিয়া (Septimania) প্রদেশ আরবীয়গণ দখল করে। এখান হইতে, তাহারা প্রভেন্স (Provence), বার্গেণ্ডি (Burgandy), একুইটেইন (Aquitaine) প্রভৃতি প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

৭২১ অব্দে, টুলো (Toulouse) নগরের ধারে এক যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে একুইটাইন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা উডেসের (Eudes) নিকট আরবীয়গণ পরাজিত হন—কিন্তু এই পরাজয়ে আরবীয় ক্ষমতা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় না। তাহারা একুইটাইন প্রদেশ হইতে কিছু সময়ের জন্য বিতাড়িত হইল সত্য, কিন্তু প্রভেন্স, বার্গেণ্ডি প্রভৃতি প্রদেশে তাহাদের উৎপাৎ ও হাঙ্গামা সমান ভাবেই চলিল। ৭৩০ অব্দে, ফ্রান্সের প্রায় সমস্ত পূর্ব্ব-দক্ষিণ অংশ তাহাদের অধিকারে আসিল। তখন সেপ্টিমেনিয়ার আরবীয় শাসনকর্ত্তার নাম ছিল আব্দ-র-রহমান। আব্দ-র-রহমান কিছু দিন পূর্ব্বেই একবার উডেসের সৈন্যকে পরাজিত করেন। এই বার তিনি টুলোর যুদ্ধের প্রতিশোধ লইতে সঙ্কল্প করিলেন। তাই তিনি প্রথমেই একুইটেইন আক্রমণ করেন এবং গোরোন (Garonne) নদীর তীরে উডেসকে আবার পরাজিত করেন। ৭৩২ অব্দে বোঁদো অধিকার করিয়া, তিনি সেখান হইতে টুর্সের (Tours) দিকে অগ্রসর হন। লয়র নদীর তীরে টুর্সের নিকট চার্লস মার্টেল তাঁহাকে বাধা দিতে আসেন। চার্লস ছিলেন ফ্রান্সের মেয়র (major domus) কিন্তু কার্য্যতঃ তিনিই ছিলেন রাজা; নামে যিনি রাজা ছিলেন, তিনি ছিলেন চার্লেসের হাতের পুতুল।

টুর্সের যুদ্ধে (৭৩২) আব্দ-র-রহমান পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধের ফলে সমস্ত ইউরোপ মুসলমান আধিপত্য হইতে রক্ষা পাইল। ইহার কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে, এই লয়র নদীর তীরে টুর্স হইতে অল্প দূরে এক যুদ্ধ হইয়াছিল—তাহার ফলে তুরানীয়

হুনদের আধিপত্য হইতে ফ্রান্স রক্ষা পাইয়াছিল ; আজ আবার এই লয়র নদীর তীরেই সেমেটিক আরবীয়দের আধিপত্য হইতে ফ্রান্স ও সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ রক্ষা পাইল। তাই চার্লস মার্টেল ইউরোপের ভাগ্য বিধাতাদের অন্যতম—টুর্সের যুদ্ধও ঠিক এই জন্যই জগতের ১৫টি বিখ্যাত যুদ্ধের অন্যতম। এই যুদ্ধের পর, আরবীয়গণ, আর কখনও ফ্রান্স জয় করার চেষ্টা করে নাই। কিন্তু ইহার পরও ৭৯৭ অব্দ পর্য্যন্ত, সেপ্তিমেনিয়া প্রদেশ তাহাদের হাতে ছিল এবং সময়ে সময়ে তাহারা প্রভেন্স প্রদেশও লুটপাট করিয়াছে। টুর্সের পরাজয়ের ফলে স্পেনের উত্তরে আর আরবীয়গণ অগ্রসর হইতে পারে নাই এবং সেই চেষ্টাও আর করে নাই।

ওমেদ বংশ

বহুদিন এই ভাবে কাটিল। তারপর স্পেনে ওমেদ (Omeyyad) বংশীয় আরবীয়গণ স্বাধীন রাজা হইল। সেই সময় ফ্রান্সেও এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন—তাঁহার নাম চার্লস বা শার্লমেন (Charles the Great or Charlemagne) * । বর্ত্তমান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্ম্মেনী, উত্তর ইটালী, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি বিস্তৃত ভূখণ্ড তখন তাঁহার শাসনাধীন ছিল; তিনি ছিলেন (Frank) ফ্রাঙ্ক জাতির লোক। ফ্রাঙ্কদের সহিত সেক্সনদের প্রায় চিরন্তন বিরোধ ছিল। সেক্সনদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি স্পেনের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্যের ঠিক লাগা-ই একটা স্বাধীন মুসলমান রাজ্য বরদাস্ত করা, খৃষ্টান

* ইনি চার্লস মার্টেলের পৌত্র

চার্লসের পক্ষে অশোভন মনে হইল। এই সময় আবার স্পেনেও গোলমাল আরম্ভ হইল।

তখন ওমেদ বংশের আব্দ-র-রহমান স্পেনের সিংহাসনে। অনেক মুসলমান সর্দ্দার তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল—এই সব সর্দ্দার স্পেন আক্রমণ করার জন্য চার্লসকে নিমন্ত্রণ করে। চার্লস যখন স্পেন আক্রমণ করিলেন (৭৭৭ খৃঃ অব্দে) তখন হঠাৎ সেক্সনগণ আবার বিদ্রোহী হইল। স্পেন জয় করা অপেক্ষা, সেক্সনদিগকে পরাজিত করা বেশী দরকারী—তাই তিনি তাড়াতাড়ি দেশের দিকে ফিরিলেন। এই প্রত্যাবর্ত্তনের পথে, বাস্ক (**Basque**) ও আরবীয়দের আক্রমণে তাঁহার বহুসৈন্য নষ্ট হইল। সৈন্যবাহিনীর প্রথমভাগ নির্ব্বিঘ্নে পিরানিস পর্ব্বত অতিক্রম করিল; কিন্তু পিছনের সৈন্যগণ আর দেশে ফিরিতে পারিল না—বিরাট বাহিনীর শেষার্দ্ধ প্রায় সবই ধ্বংস হইল। বহু ফ্রাঙ্ক সৈন্য হত হইল। এই হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি স্পেনীয় কবিগণ স্পেনীয় গাথায় চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। বাস্কগণই চার্লসের এই পরাজয়ের প্রধান কারণ, বাস্কদের সহিত ফ্রাঙ্কদের বহুদিনব্যাপী বিরোধ ছিল।

চার্লসে প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দ-র-রহমান ছিলেন ওমেদ বংশের প্রথম রাজা। ৭৫৫ অব্দে তিনি রাজা হন; ইহার পূর্ব্বে ডামাসকাসের খলিফাই স্পেনের মালিক ছিলেন। এই সময় হইতেই স্পেন স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইল।. আরবীয়গণ স্পেনে মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিল, কিন্তু অধিকারচ্যুত গথগণ সম্পূর্ণরূপে বশ মানিল না। বহু গথই মুসলমান প্রাধান্য স্বীকার করিল; কিন্তু

কতক গথ, মুসলমান প্রভাব ছাড়াইয়া পিরনিস পর্ব্বতের মধ্যে ও পাদমূলে কয়েকটি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিল। গেলিসিয়া, লিওন, কেষ্টাইল প্রভৃতি স্বাধীন খৃষ্টান রাজ্যগুলি অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। অমুর্ব্বর পার্ব্বত্য প্রদেশকে জয় করা ও আয়ত্বে রাখা সহজও নয় বা লাভজনকও নয়। আরবীয়গণ উর্ব্বর, স্নিগ্ধ স্পেনীয় সমতলটা দখল করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল।

মূর শাসনে স্পেনের অধিবাসীরা বেশ সুখেই ছিল। মধ্য-যুগে যখন সমস্ত ইউরোপ কুসংস্কার ও অজ্ঞানে ডুবিয়াছিল, তখন মূরগণই ইউরোপে জ্ঞান ও সভ্যতার আলো জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল। স্থাপত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই মূরীয় স্পেন ইউরোপের আদর্শ ছিল।* ভূতপূর্ব্ব খৃষ্টান গথিক

* "When we remember that the sketch we are about to extract from records of Arabian writers, concerning the glories of Cordova, relates to the tenth century when our Saxon ancestors dwelt in wooden hovels and trod upon dirty straw, when our language was unformed and such accomplishments as reading and writing were almost confined to a few monks, we can in some extent realize the extra-ordinary civilisation of the Moors."

Stanely Lane-Poole—The Moors in Spain P. 129—130.

রাজশক্তি, খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করার জন্য যথেচ্ছ অত্যাচার করিত; গথিক শাসনে মধ্যশ্রেণী ও কৃতদাসদের দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মূরদের আমলে এই সব অনাচার ও অত্যাচার অনেক কমিয়া গেল। কাহারও ধর্ম্মমতের উপর বিশেষ কোন হস্তক্ষেপ করা হইত না—খৃষ্টান নাগরিকগণকে এক জিজিয়া কর দিতে হইত মাত্র; অন্য সব বিষয়ে খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদই ছিল না। মোটের উপর গথিক আমলে মধ্যশ্রেণী যে পরিমাণ কর দিত, মূর শাসনে তার চেয়ে কম করই তাহাদিগকে দিতে হইত। এই জিজিয়া কর হইতে রাষ্ট্রের বেশ একটা লাভ হইত—ধনী সম্ভ্রান্তরাও এই কর দিত। নাগরিকগণ বেশী সংখ্যায় মুসলমান হইলে, এই করের পরিমাণ কমিয়া যাইবে বলিয়া, রাজশক্তি মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যগ্র ছিল না। মূরশাসনে ক্রীতদাসদের অবস্থাও অনেক ভাল হয়। খৃষ্টান প্রভুর যে কোন ক্রীতদাস মুসলমান হইলেই,স্বাধীন নাগরিক হইতে পারিত। এইভাবে বহু ক্রীতদাস মুসলমান হইয়া, স্বাধীন হইল। মুসলমানদের মধ্যে ক্রীতদাসদের উপর বেশ সদয় ব্যবহার করা হইত—কেবল খৃষ্টান ও ইউরোপীয় সমাজেই ক্রীতদাসগণ অমানুষিক অত্যাচার ভোগ করিত। স্পেনেও মুসলমান প্রভুদের হাতে যে সব ক্রীতদাস ছিল, তাহারাও প্রায় স্বাধীন কৃষকের মতই চলাফেরা করিত। মুসলমানগণ চাষের প্রতি বিশেষ নজর দিত না—যুদ্ধই ছিল তাহাদের প্রিয়তম উপজীবিকা। তাই তাহাদের সমস্ত জমিজমাই ক্রীতদাসগণ অনেকটা স্বাধীনভাবেই চাস-বাস করিত। জিজিয়া কর এড়াইবার জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত ও

ধনী খৃষ্টান মুসলমান হয়—কিন্তু মূরগণ এই সব ধর্ম্মত্যাগীদিগকে বিশেষ বিশ্বাসের চোখে দেখিত না। দেশের স্থানীয় ও প্রাদেশিক শাসনকার্য্য প্রায় সর্ব্বত্রই স্পেনীয়দের হাতেই থাকিত। দেশীয় নিয়ম, কানুন ও আইন সবই বহাল রহিল। রাজ্যজয়ের অব্যবহিত পরেই মূর সেনাগণ কিছু কিছু লুটপাট করিয়াছিল; কিন্তু মূরীয় শাসনকর্ত্তাগণ ক্ষিপ্রতার সহিত তাহা বন্ধ করে। মোটের উপর স্পেনের অধিবাসীরা রাজ পরিবর্ত্তনে সুখীই হইয়াছিল—অখৃষ্টান রোমক শাসনে বা খৃষ্টান গথ শাসনের চেয়ে মুসলমানদের শাসনে তাহারা ভালই ছিল। ইহার পূর্ব্বে স্পেনে কখনও এমন সুশৃঙ্খলা ও সুশাসন হয় নাই—পরেও হইয়াছে কি না খুবই সন্দেহ। মূরদের স্পেন শাসন, বৈদেশিক শাসনের আদর্শস্থানীয়—বৈদেশিক শাসন ইহার চেয়ে ভাল হওয়া কষ্টকর, বিশেষতঃ সেই যুগে।

ইউরোপীয় খৃষ্টান শক্তিসমূহের সহিত মুসলমান আরবীয়দের সংঘর্ষের কথা এতক্ষণ বলা হইল। এখন তাহাদের আভ্যন্তরীণ বিবাদের কথা একটু বলি।

মহম্মদের প্রেরণায় আরবীয়গণ প্রায় বিশ্ব-বিজয়ী হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা তাহাদের দুর্দ্ধর্ষ ও হিংস্র দলাদলীর স্পৃহা ভুলিতে পারে নাই। আরবীয়দের মধ্যে বহু বংশগত দ্বন্দ্ব ও বিবাদ ছিল। যেখানে তাহারা গিয়াছে, সেখানেই এই দ্বন্দ্ব সাথে সাথে গিয়াছে। ১৪. শত বৎসর পরে, এই বিংশ শতাব্দীতেও সেই দ্বন্দ্ব তাহারা ভুলিতে পারে নাই। স্পেনেও এই দ্বন্দ্ব কিছু দিন পরেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

• স্পেনকে তাহারা বলিত আণ্ডালাস (Andalus) এবং তাহার শাসনকর্ত্তাকে বলিত আণ্ডালাসের আমীর। ডামাস-কাসের খলিফার অধীন ছিল উত্তর আফ্রিকা কিন্তু আণ্ডালাসের আমীর ছিলেন উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্ত্তার অধীন। কখনও বা খলিফা নিজেই আণ্ডালাসের আমিরকে নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু কেহই আমির নিযুক্ত হইয়া বেশী দিন শাসনকার্য্য চালাইতে পারিতেন না; বংশগত দ্বন্দ্বের ফলে আমীরের পর আমীর আসিতে যাইতে লাগিল—কেহ বা বিতাড়িত হইল, কেহ বা হত হইল।

এই গোলমালের উপর বারবারীগণ (Berbers) আরও গোলমাল বাঁধাইল। উত্তর আফ্রিকার আদিম বাসেন্দাদিগকে বারবারী বলা হইত—তাহারা আরবীয়দের মতই দুর্দ্ধর্ষ, রণনিপুণ ও যাযাবর ছিল। স্পেন বিজয়ে টারিকের সৈন্যদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল বারবারী সৈন্য। কোন দিনই, আরবীয়দের সহিত তাহাদের বিশেষ ভাব ছিল না। বারবারীগণ মহম্মদ-কন্যা ফতেমার বংশধরদের প্রতিই বেশী অনুরক্ত ছিল। উত্তর আফ্রিকায়, তাহারা ফতেমীয়দের স্বার্থ-রক্ষক ভাবে ডামাসকাসের খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং জয়ী হয় (৭৪১)। উত্তর স্পেনে খৃষ্টান রাজ্যসমূহের নিকটে পার্ব্বত্য প্রদেশে বারবারীদের একটি ছোট রাজ্য ছিল। তাহারা যখন দেখিল যে আফ্রিকার বারবারীগণ আরবীয়দের উপর জয়ী হইয়াছে, তখন তাহারাও বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিল। তাহারা সসৈন্যে উত্তর হইতে দক্ষিণে যাত্রা করিল। আণ্ডালাসের আমীর আব্দ-এল-মালিক প্রমাদ

গণিলেন—তখন স্পেনে এমন আরবীয় সৈন্য ছিল না যে, তিনি বারবারীদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারেন। অথচ ডামাসকাসের খলিফার সহিত তাঁহার এমন খাতিরও ছিল না যে, তাঁহার নিকট হইতে কোন সাহায্য চাইতে পারেন। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধের সময়, বারবারীদের বিরুদ্ধে খলিফা বহুবার তাঁহার সাহায্য চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি খলিফাকে সাহায্য করেন নাই। অগত্যা অপমান স্বীকার করিয়াও তিনি খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সিরিয়া হইতে একদল আরবীয় সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে আসিল, কিন্তু কথা রহিল যে যুদ্ধ জয়ের পর এই নূতন আরবীয় সৈন্য আবার সিরিয়াতে চলিয়া যাইবে।

এই সম্মিলিত সৈন্যের নিকট বারবারীগণ পরাজিত হইল। কিন্তু প্রতিশ্রুতি মত নূতন আরবীয়গণ স্পেন ত্যাগ করিল না—আব্দ-এল-মালিককে হত্যা করিয়া তাহারা নিজেদের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিল। তখন আবার নূতন ও পুরাতন আরবীয়দের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। সিরিয়া হইতে খলিফা একজন নূতন কার্য্যদক্ষ শাসনকর্ত্তা পাঠান ; তিনি কোন প্রকারে এই বিবাদ চাপা দিয়া রাখেন।

ইহারও কিছুদিন পরে ওমেদ বংশীয় আব্দ-র-রহমান স্পেনের রাজা হইয়া তথায় আবার সুশৃঙ্খল শাসন স্থাপন করেন (৭৫৫)।

স্পেনে যখন আরবীয়দের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল, তখন সিরিয়াতে এক বিপ্লব হয়। ৭৫০ খৃঃ অব্দে, ওমেদ বংশীয়

খলিফাগণ রাজ্যচ্যুত হন এবং আব্বাসীয় খলিফাগণ বাগদাদে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। আব্বাসীয়দের (Abbaside) নির্ম্মম অত্যাচরের হাত হইতে ওমেদ বংশীয়গণ প্রায় কেহই নিস্তার পাইল না। অতি কষ্টে নাবালক পুত্র ও ভৃত্য বেদারকে (Beder) সঙ্গে লইয়া, ওমেদ বংশীয় কুমার আব্দ-র-রহমান আফ্রিকায় পালাইয়া আসেন। তিনি বুঝিলেন আব্বাসীয়দের হাত হইতে এসিয়ার রাজ্য উদ্ধার করা যেমন অসম্ভব, আফ্রিকাতে বারবারীদের নবলব্ধ স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করাও তেমনি অসম্ভব। তাঁহার একমাত্র আশা হইল, স্পেনের দিকে। স্পেনে নূতন আরবীয় বা সিরিয়দল ওমেদ বংশের প্রতি অনুরক্ত ছিল—ওমেদের খলিফাগণই তাহাদিগকে স্পেনে পাঠাইয়াছিল। তাহাদের মনোভাব বুঝিবার জন্য তিনি বিশ্বাসী ভৃত্য বেদারকে স্পেনে পাঠাইলেন। সেখানে অনেকেই আব্দ-র-রহমানের পক্ষ সমর্থন করিতে রাজি হইল। এই আশাজনক সংবাদ লইয়া, বেদার আফ্রিকায় ফিরিল।

সমুদ্রের কূলে তখন আব্দ-র-রহমান নামাজ পড়িতেছিলেন; এমন সময় স্পেন হইতে তাঁহার জন্য একখানা জাহাজ আসিল। একটুও দেরী না করিয়া, তিনি জাহাজে উঠিলেন। ৭৫৫ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি স্পেনে অবতরণ করেন। তাঁহার নিজের সহায় সম্বল কিছুই নাই—ওমেদ বংশের অনুরক্তগণই তাঁহার প্রধান আশা। ইমেন (Yemen) গোষ্ঠীর আরবীয়গণও তাঁহাকে সাহায্য করিল। অনেকেই স্পেনের শাসনকর্ত্তা ইসুফকে (Yusuf) পরিত্যাগ করিল।

প্রায় সর্ব্বত্রই বিনা যুদ্ধে তাঁহার জয় হইল। অবশেষে তিনি রাজধানী কর্ডোভার দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য গোয়াডিল কুইভার নদীর উত্তর তীরে ইস্থফ সসৈন্যে প্রস্তুত রহিলেন। আব্দ-র-রহমান তখন ঐ নদীর দক্ষিণ তীরে। সন্ধির প্রস্তাব দ্বারা ইস্থফকে প্রতারিত করিয়া, আব্দ-র-রহমান নদী পার হইলেন এবং অতর্কিতভাবে ইস্থফকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে আব্দ-র-রহমানের জয় হইল; এই জয়ের পর সমস্ত স্পেন আব্দর-রহমানের করতলগত হয়।

ইহার কিছুদিন পরই, আফ্রিকা হইতে একদল আরবীয় সৈন্য আসিয়া, স্পেনে আব্বাসীয়দের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে; ওমেদ বংশীয়দের ভূতপূর্ব্ব আরবীয় পৃষ্ঠপোষকগণ অনেকে এইবার তাঁহার বিরুদ্ধে এই নূতন সৈন্যদের সহিত যোগ দিল। শত্রুপক্ষ কর্ডোভা নগর অবরোধ করিল—রহমান দুইমাস অবরুদ্ধ থাকিয়া বুঝিলেন, ক্রমেই তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা কমিয়া শত্রুপক্ষে যোগ দিতেছে। বাহির হইতে কোন সাহায্য পাইবারই আশা তাঁহার নাই। তাই ৭০০ শত সঙ্গীকে লইয়া, জীবনপণ করিয়া, তিনি হঠাৎ শত্রুর উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই অতর্কিত আক্রমণে শত্রুগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। শত্রুপক্ষের সেনাপতি এই যুদ্ধে হত হইলেন। বিজয়ী রহমান অব্বাসীয়দের সেনাপতির মাথাটি একটা বস্তার মধ্যে ভরিয়া; একজন মক্কা যাত্রীর সহিত খলিফার নিকট পাঠাইয়া দেন। বস্তার মধ্যে নিজ সেনাপতির ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া, খলিফা বলিয়া উঠিলেন "আল্লার দোয়ায় ও তাহার ভাগ্যে, আমার ও

তাহার মধ্যে একটা মহাসাগরের ব্যবধান রহিয়াছে, তাই রক্ষা।”

বাল্যে আব্দ-র-রহমান শান্ত ও হৃদয়বান বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অপরের হাতে দুর্ব্বিসহ অত্যাচার ভোগ করিয়া তাঁহার সেই প্রকৃতি অনেকটা নষ্ট হইয়াছে। ইহার পর স্পেনের আরবীয় ও বারবারীগণ নানাভাবে তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিল। ক্রমাগতই তাহারা বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করে। ইহার ফলে তাঁহার প্রকৃতি আরও হিংস্র ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠে। আরবজাতির স্বাভাবিক উদ্যম ও পৌরুষভাব, ক্রমেই প্রবল হইয়া, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে মিত্রদ্রোহী, নিষ্ঠুর ও হিংস্র করিয়া তোলে। তাঁহার স্বজাতীয় আরবীয়, স্বগোষ্ঠীয় কোরেষগণ এবং আত্মীয় স্বজন, সবাই তাঁহার ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকিত। স্বজাতি ও স্বজন কর্ত্তৃক তিনি প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হন। কোন ভাল ও উপযুক্ত লোকই তাঁহার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে রাজি হইত না। আব্বাসীয়দের অত্যাচারের ভয়ে অনেক ওমেদ বংশীয় লোক স্পেনে আশ্রয় লইয়াছিল—কিন্তু এখানে আসিয়া তাহারা যেন আরও বিপদে পড়িল। শেষ জীবনে, বেতনভোগী ৪০,০০০ হাজার আফ্রিকীয় সৈন্যই ছিল তাঁহার একমাত্র সম্বল। এই বিজাতীয় সৈন্যদের সাহায্যে, স্পেনের সমস্ত আরবীয়দিগকে তিনি পদদলিত করিয়া রাখেন।

এই আব্দ-র-রহমানের সময়ই ফ্রাঙ্ক-রাজ চার্লস স্পেন আক্রমণ করিয়া বিফল হন। সেকথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আব্দ-র-রহমানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হিষাম (Hisham)

রাজা হন। ৭৮৮ অব্দে এক গণৎকার গণিয়া বলিয়াছিলেন যে, হিষাম মাত্র ৮ বৎসর রাজত্ব করিবেন। হিষাম বেশ সদাশয়, প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতা যেমন অত্যাচার করিয়াছেন, তিনি ঠিক তেমনি প্রজাদের কল্যাণ সাধনে ব্যস্ত ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চা, শিল্প-চর্চ্চা, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, চোর ডাকাত দমন, আর্ত্ত, দরিদ্র ও পীড়িতের জন্য সহানুভুতি—এই সব সৎকাজেই তাঁহার রাজত্বকাল কাটিয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধ ব্যাপারেও তিনি নিতান্ত অ-নিপুণ ছিলেন না। উত্তরের খৃষ্টানদের সহিত যুদ্ধে এবং পিতৃব্যদের ষড়যন্ত্র দমন করায়, ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ৭৯৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার পর হকম রাজা হন। হকমের সময় রাজ্যে আবার বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই কয় বৎসরের মধ্যে বহু স্পেনীয় খৃষ্টান মুসলমান হইয়াছে—সাবেক মুসলমানদের চেয়েও এই নূতন মুসলমানগণ বেশী গোঁড়া মুসলমান ছিল। হকম মুসলমান ধর্ম্মের অন্ধ গোড়ামির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন না—তিনি একটু আমোদ ও স্ফূর্ত্তি করিতে ভালবাসিতেন। ইহাতেই নূতন মুসলমান মোল্লাগণ তাঁহার প্রতি বিরূপ হয়। কর্ডোভা ও টোলেডোতে এই মোল্লাদের প্ররোচনায়, (৮০৬ অব্দে) নূতন মুসলমানগণ বিদ্রোহী হইল। হকম বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত বিদ্রোহ দমন করিলেন। কর্ডোভা ষড়যন্ত্রের নেতাদিগকে তিনি ক্রুশ বিদ্ধ করিয়া মারেন। আব্দ-র-রহমানও একবার এই ভাবে বিদ্রোহীদিগকে সাজা দেন। টোলেডোর বিদ্রোহীদের উপর নির্ম্মম অত্যাচার হইল—একটি বিদ্রোহীও তাঁহার ক্রোধাগ্নি

হইতে নিস্তার পাইল না। বহু লোককে টোলেডোতে হত্যা করা হইল। ইহার পর আবার কর্ডোভাতে বিদ্রোহ হয়—প্রায় সমস্ত নাগরিকগণ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। সুলতানের কাফ্রি সৈন্যেরা, প্রাণপণে বাধা দিয়াও, বিদ্রোহীদের গতিরোধ করিতে পারিতেছিল না। এই বিপদেও হকমের স্থৈর্য্য নষ্ট হয় নাই—তিনি, তখনও গোঁফে ও দাড়ীতে আতর মাখিতেছিলেন। একজন অনুচর, এই আসন্ন বিপদে তাঁহার এই অদ্ভুত আচরণে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করিবার চেষ্টা করে। সুলতান জবাব দিলেন "চুপ, এই আতরের গন্ধ না পাইলে, এত লোকের মধ্য হইতে বিদ্রোহীরা আমার মুণ্ড বাছিয়া বাহির করিবে কেমনে ?"

তারপর ২।৪ জন কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়া অন্য পথে নগরের দক্ষিণে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। এই সৈন্যদল সেখানে একযোগে বহু গৃহে আগুন ধরাইয়া দেয়। পিছনের আগুনের ছটা দেখিয়া বিদ্রোহীরা বুঝিল, তাহাদের পল্লীতে আগুন লাগিয়াছে। নিজ নিজ পরিবার-পরিজন রক্ষা করার জন্য, তাহারা তখনই সেইদিকে ধাবিত হইল। এই ছত্রভঙ্গ বিশৃঙ্খল বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে তখন ভিতর ও বাহির দুইদিক হইতে আক্রমণ করা হইল। নগরময় রক্তের স্রোত খেলিয়া গেল—দলে দলে নাগরিক হত হইতে লাগিল। যুদ্ধ আর বিশেষ হইল না—কিন্তু হত্যা চলিতে লাগিল। বিদ্রোহ দমন করার পর, সুলতান দলেদলে নাগরিকদিগকে নির্ব্বাসিত করিতে লাগিলেন। স্ত্রী ও শিশু ব্যতীত, প্রায় ১৫ হাজার মিশরে নির্ব্বাসিত হয়, প্রায়

৮ হাজার প্রেরিত হয় মরোক্কোতে। এই সব নির্ব্বাসতেরা প্রায় সবাই স্পেনীয় খৃষ্টান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছিল। বিদ্রোহের নেতা, মোল্লাদিগকে তিনি প্রায় বিনা শাস্তিতেই অব্যাহতি দিলেন।

২৬ বৎসর রাজত্ব করার পর, ৮২২ অব্দে সুলতান হকম মারা যান। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় আব্দ-র-রহমান সুলতান হইলেন। আব্দ-র-রহমান খুবই বিদ্যানুরাগী, সঙ্গীতপ্রিয় ও গুণগ্রাহী ছিলেন। পিতার মত তিনিও বেশ আমোদ আহ্লাদ প্রিয় ছিলেন—কিন্তু পিতার যুদ্ধ নৈপুণ্য ও চরিত্রের সবলতা, তিনি পান নাই। উত্তরে খৃষ্টান স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে তাঁহাকে কয়েকবার যুদ্ধে নামিতে হয়। বাহিরের খৃষ্টান রাজাদের সাহায্য, এই সব খৃষ্টানগণ গোলমালের চেষ্টা করে—কিন্তু আব্দ-র তাহাদিগকে পরাজিত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হইল, কর্ডোভার খৃষ্টান প্রজাদের উৎপাৎ।

স্পেনীয় মুসলমানগণ খৃষ্টান প্রজাদের উপর বিশেষ কোন অত্যাচার করিত না—তাহারা প্রায় স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম চালাইত। অধিকাংশ খৃষ্টানই তাহাদের শাসনে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় একদল খৃষ্টান ছিল; তাহারা কিছুতেই মুসলমান শাসন বরদাস্ত করিতে পারিত না,—স্বাধীন খৃষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠাই তাহাদের ইচ্ছা। তাহারা বুঝিল এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে মুসলমানদের সুশাসনই সব চেয়ে বড় অন্তরায়—তাহারা চাহিত যে মুসলমানগণ খৃষ্টানদের উপর অত্যাচার করুক; তবেই খৃষ্টানদের আত্মবোধ ফিরিয়া আসিবে। অত্যাচার ডাকিয়া

আমার জন্য, তাহারা ইসলাম ও মহম্মদের নিন্দা করিতে লাগিল।

এই প্রসঙ্গে দুইটা কথা মনে রাখিতে হইবে। স্পেনীয়দের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম্ম তখনও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই —স্পেনীয়গণ কতকটা নামে মাত্র খৃষ্টান ছিল। তাই, তাহারা মুসলমান শাসন মানিতে বিশেষ আপত্তি করিল না। তাহারা বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে মুসলমানদের সভ্যতা ও আচার ব্যবহার অবলম্বন করিল। ক্রমে বাইবেল বা খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থের চেয়ে আরবীয় কবিতা ও উপন্যাসই তাহারা বেশী আদর করিতে লাগিল; লেটিন ভাষার চেয়ে আরবীয় ভাষাই তাহাদের নিকট বেশী আদর পাইতে লাগিল। ক্রমেই তাহারা আরবীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। ২।৪ জন স্পেনীয়ের প্রাণে ইহা খুবই লাগিত - তাহারা বুঝিত, এই ভাবে চলিলে স্পেন শীঘ্রই নিজের সত্তা হারাইয়া বৃহত্তর আরবের অন্তর্ভুক্ত হইবে। সমস্ত উত্তর আফ্রিকা, মিশর, ইরাক ইরাণ, সিরিয়া, প্রভৃতি দেশ কার্য্যতঃ তখন বৃহত্তর আরবের অন্তর্গত।

দ্বিতীয় কথা এই যে, মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে কোন মুসলমান ধর্ম্মত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তাহার প্রাণদণ্ড হয়। ইসলামের কোন প্রকার নিন্দা বা কোন মুসলমানকে ধর্ম্মান্তরিত করাও দণ্ডার্হ। মুসলমানরা অপর ধর্ম্ম হইতে নিজেদের ধর্ম্মে লোক আনার চেষ্টা করিবে, কিন্তু কেহ কোন মুসলমানকে অপর ধর্ম্মে নেওয়ার চেষ্টা করিলে, তাহার বিশেষ দণ্ড হইবে—ইহাই মুসলমান সমাজের বিধান।

ইউলোজিয়াস নামক এক খৃষ্টান পুরোহিতই খৃষ্টানদের এই সব আন্দোলনের নেতা। তিনি জ্ঞানে, চরিত্রে, আধ্যাত্মিকতায় খৃষ্টান-সমাজের পূজ্য ছিলেন। খৃষ্টানধর্ম্ম ও ভগবানের নামে তিনি নিজের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে সদাই প্রস্তুত। কার্ডোভার একজন ধনী যুবক আলভোরা (**Alvora**) ও ফ্লোরা (**Flora**) নামক একজন কুমারী তাঁহার প্রথম ও প্রধান অনুচর ছিলেন। মুসলমান পিতা ও খৃষ্টান মাতার গৃহে ফ্লোরার জন্ম হয়। তাঁহার ভাইরা ছিল মুসলমান—মাতার আদর্শে ও শিক্ষায় তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রতিই অনুরক্ত হন। মুসলমান প্রথা মতে তিনি মুসলমান বলিয়া গণ্য, তাই ভ্রাতাদের আশ্রয় হইতে পলাইয়া, ফ্লোরা খৃষ্টানদের নিকট আশ্রয় লইলেন এবং তাঁহার খোঁজে অনেক নিরীহ খৃষ্টানের উপর অত্যাচার হইতে লাগিল। তাঁহার জন্য অপরে অত্যাচার ভোগ করিবে, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না—তাই, তিনি আবার ভ্রাতাদের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম্ম তিনি ত্যাগ করিলেন না। কাজির নিকট তাঁহার বিচার হইল, মুসলমান শাস্ত্রানুসারে তাঁহার ফাঁসী হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু দয়া করিয়া কাজি তাঁহাকে ভীষণভাবে প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আবার তিনি গৃহ হইতে পলাইয়া যান—এইবার তিনি ইউলোজিয়াসের (**Eulogius**) নিকট আশ্রয় লন। তাঁহার ক্ষত বিক্ষত শরীর ও ধর্ম্মের প্রতি একাগ্রতা দেখিয়া ইউলোজিয়াসের অন্তর গলিয়া গেল—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁহাকে কন্যার মত স্নেহ করিতে লাগিলেন। সস্নেহে তাঁহার ক্ষতের উপর হাত বুলাইয়া দিতেন। ইউলোজিয়াসের বিশ্বাস হইল ফ্লোরার মধ্যে নিশ্চয়ই

একটা দৈবীশক্তি কাজ করিতেছে। তিনি ফ্লোরাকে দূরে একস্থানে লুকাইয়া রাখিলেন।

ইহার পরই ইউলোজিয়াসের দল বিশেষ উৎসাহের সহিত মৃত্যুকে আহ্বান করিতে লাগিল। একে একে বহু সন্ন্যাসী ও গৃহী খৃষ্টান কাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া, মহম্মদ ও মুসলমানকে গালাগালি দিতে লাগিল এবং একে একে তাহারা নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে লাগিল। প্রিফেকটাস (Prefectus) প্রথম জীবন দেন এবং আইসাক (Isac) তাঁহার অনুসরণ করেন। দুই মাসের মধ্যে (৮৫১ অব্দে) ১১ জন খৃষ্টান মুসলমানদের হাতে জীবন দিল।

কিন্তু সাধারণ খৃষ্টানগণ এই সব দেখিয়া প্রমাদ গণিল—তাহারা বুঝিল, এই সব পাগলদের পাগলামির ফলে, ভবিষ্যতে সমস্ত খৃষ্টানই মুসলমানদের হাতে নির্য্যাতন ভোগ করিবে। বহু খৃষ্টান পুরোহিত একত্র মিলিত হইয়া শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া এই সব পাগলামির নিন্দা করিল। ইউলোজিয়াসও শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া নিজেদের মত ও কার্য্য সমর্থন করিলেন। খৃষ্টান সমাজের এই আতঙ্কের ফলে, অনেক খৃষ্টান মুসলমান হইল।

এই সময় ফ্লোরা ও ইসাকের ভগ্নি মেরী ঠিক করিলেন, তাঁহারাও ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিবেন। তাঁহারা কাজির নিকট যাইয়া ইসলাম ও মহম্মদের নিন্দা আরম্ভ করিলেন—কাজি তাঁহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। কিছুদিন জেলবাসের পর তাঁহাদের মনে একটু দুর্ব্বলতা আসে; কিন্তু এই সময় ইউলোজিয়াস কারারুদ্ধ হইয়া জেলে আসেন এবং তাঁহাদের

মনে আবার শক্তিসঞ্চার করেন। তাঁহার একমাত্র স্নেহের পাত্রী ফ্লোরাকে মৃত্যুর দিকে তিনি চালাইয়া নেন। ৮৫১ অব্দে ফ্লোরা ও মেরীর প্রাণদণ্ড হইল। ইহার কিছু দিন পরই ইউলোজিয়াস ও অন্য কয়েকজন সন্ন্যাসী জেল হইতে মুক্ত হন।

ইহার পর, টোলেডো নগরবাসীর ইউলোজিয়াসকে তাহাদের বিশপ নির্ব্বাচিত করে, কিন্তু সুলতান ইহাতে আপত্তি করেন। টোলেডো বাসীরা ইহাতে দমিবার পাত্র নয়—তাহারা ইউলোজিয়াসকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিশপ করিবে, তাই তাহারা বিশপের পদ শূন্যই রাখিল। ইহার পর, আর একটি কুমারী পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া ইউলোজিয়াসের আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন। সেই কুমারী ও ইউলোজিয়াস বন্দী হইলেন। কাজির বিচারে তাঁহার প্রতি বেত্রাঘাতের আদেশ হয়। কিন্তু বেত্রাঘাত সহ্য করার মত স্বাস্থ্য তাঁহার ছিল না। তিনি কাজিকে বলিলেন, "তোমরা মনে করিও না যে, আমার এই শরীর বেত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিবে। তোমরা আমাকে হত্যা কর—আমার আত্মা স্বর্গে চলিয়া যাউক।" ইহার পর তিনি মহম্মদ ও ইসলাম ধর্ম্মের যথেচ্ছা নিন্দা আরম্ভ করিলেন। পুনর্ব্বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল (৮৫৯)।

এই সব গোলমালের মধ্যে ৮৫২ অব্দে, আব্দ-র-রহমান মারা যান এবং তাঁহার পুত্র মহম্মদ সুলতান হইলেন।

ইউলোজিয়াসের মৃত্যুর পর, খৃষ্টানদের মধ্যে দ্বিতীয় কোন নেতা ছিল না যে তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারে।

ওমেদ বংশের প্রতিষ্ঠা

৮৮৬ অব্দে মহম্মদের পর, তাঁহার পুত্র মুন্ধির (Mundhir) সুলতান হন। কর্ডোভার ঐ মুষ্টিমেয় খৃষ্টানদের এই গোলমালের ফলে ও পরে সমস্ত রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল—প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের শাসনকর্ত্তাই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিল, আরবীয়, বারবার এবং স্পেনীয় মুসলমান সব শ্রেণীই কর্ডোভার কেন্দ্র সরকারকে অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে ৮৮৮ অব্দে তাঁহার ভাই আব্দল্লার (Abdallah) ষড়যন্ত্রে মুন্ধির হত হন। এই বিশৃঙ্খল রাজ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করার মত যোগ্যতা আব্দল্লার ছিল না। তাঁহার দুর্ব্বল শাসনে প্রাদেশিক বিদ্রোহ আরও পরিস্ফুট হইল। স্পেনীয় খৃষ্টানগণ প্রায় সর্ব্বত্রই এই বিদ্রোহ হইতে দূরে রহিল—অনেক স্থলে তাহাদের

বিরূপতাতেই স্পেনীয় মুসলমানগণ আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ২।১ স্থলে খৃষ্টানগণও এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে—গ্রানাডাতে (Granada) এক খৃষ্টান সর্দ্দার স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করেন। সমস্ত দেশব্যাপী বিদ্রোহকে বাধা দিবার মত শক্তি আব্দল্লার ছিলনা। বাধ্য হইয়া সুলতান অনেক বিদ্রোহী নেতাদের স্বাধীনতা স্বীকার করেন ও তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন।

এই সব কারণে কেন্দ্র রাষ্ট্রের অবস্থা শোচনীয় হইয়া আসিল। রাষ্ট্রে সৈন্য নাই, কোষাগারে অর্থ নাই, বাজারে ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ, দেশে খাদ্য দ্রব্যের অভাব ও অত্যন্ত দুর্মূল্যতা। ইহার পর আবার আশঙ্কা কে কখন কর্ডোভা আক্রমণ করে। তখন চারিদিকেই শত্রু, কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। এমন সময় গুজব রটিল, গ্রানাডার রাজা ইবন হাফসুন (Ivn Hafsun) কার্ডোভা আক্রমণ করিবেন। তখন স্পেনের মধ্যে ইবনই সবচেয়ে শক্তিশালী। ওমেদ বংশের ভবিষ্যৎ আশাও প্রায় নির্ম্মূল হইল। পতন হইতে এই বংশকে আবার পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা প্রায় অসম্ভবই মনে হইল। চারিদিকে যখন অন্ধকার ঘিরিয়া আসিতেছিল, সেই সময় ৯১২ অব্দে আব্দল্লা মারা যান এবং আব্দল্লার এক পৌত্র তৃতীয় আব্দ-র-রহমান সুলতান হন।

রাজ্যের মধ্যে এই গোলমাল ও বিদ্রোহের ফলে, রাজ্যের সর্ব্বত্রই ডাকাইতিও অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। তাই সাধারণ প্রজারা প্রায় সবাই, সাবেক কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনে

যাইবার জন্য ব্যস্ত ছিল। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যেও, প্রাচীন নেতারা প্রায়ই মারা গিয়াছেন বা বৃদ্ধ হইয়াছেন। স্পেনীয় খৃষ্টানদের বিদ্রোহের ভাব, ইউলোজাসের মৃত্যুর পরই লোপ পাইয়াছে।

এই অবস্থায় তৃতীয় আব্দ-র-রহমান সুলতান হইলেন। তিনি দেখিতে সুপুরুষ, ব্যবহারে ও আলাপে অমায়িক, বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিলেন। তিনি সব বিদ্রোহী নেতাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের রাজ্যের মধ্যে কোন বিদ্রোহ বা স্বতন্ত্র রাজ্য তিনি সহ্য করিবেন না। তাঁহার এই বীরত্ব ব্যঞ্জক বাক্যে ও সংকল্পে অনেকের মনেই একটু চিন্তার উদয় হইল। সমস্ত বিদ্রোহীরা একত্র হইয়া যদি তাঁহাকে বাধা দিত, তবে হয়ত তাঁহার পক্ষে জয়যুক্ত হওয়া কঠিন হইত কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহার সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া, তাঁহার সৈন্যদের মধ্যেও সাহস ও উৎসাহের সঞ্চার হইল—তিনি নিজেও সৈন্যদের সহিত যুদ্ধযাত্রা করেন।

প্রায় বিনা যুদ্ধেই তিনি বহু স্থান দখল করিলেন। আরবীয় ও বারবারীগণ সহজেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু বিদ্রোহী খৃষ্টান নেতারা তত সহজে বশ্যতা মানিল না। গ্রাণাডার বিদ্রোহী নেতা ইবন-হাফসুন, তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তিনি তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন—কিছু দিন পরই দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গ্রানাডা দখলে আসিল। টোলেডেতেও তিনি খুব বিশেষ বাধা পান। টোলেডোর ধারে অপর একটি নগর স্থাপন করিয়া সুলতান

টোলেডো অবরোধ করেন এবং কিছু দিন পরে খাদ্যাভাবে টোলেডো আত্মসমর্পণ করিল।

১৮ বৎসর যুদ্ধের পর, দেশের সমস্ত বিদ্রোহ দমিত হইল। যুদ্ধ করার সময় তিনি নির্ম্মম ও কঠোর ছিলেন; কিন্তু কোন নগর আত্ম-সমর্পণ করিলে, তাহার প্রতি বেশ সদয় ব্যবহার করিতেন। শত্রুর নিকটও নিজের কথার মর্য্যদা তিনি রক্ষা করিতেন। তিনি কঠোর হস্তে ডাকাইতি, লুটতরাজ দমন করেন। আইন ভঙ্গকারীর উপর তিনি খুবই নির্ম্মম হইতেন কিন্তু সাধারণ প্রজারা তাঁহার শাসনে হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল। আরবীয় সর্দ্দারগণ খৃষ্টানদের উপর অনেক সময় অত্যাচার করিত—তাহা বন্ধ করার জন্য তিনি আরবীয়দের ক্ষমতা হ্রাস করেন। তাই স্বাধীনতার চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়াও, খৃষ্টান প্রজারা তাঁহার শাসনে সন্তুষ্টই ছিল।

কিন্তু তখনও মূরদের রাজ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারে নাই—দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকার ফতেমীয়গণ এবং উত্তরে খৃষ্টান-দের রাষ্ট্রসমূহ তখনও মূর রাজ্যকে নিরাপদ হইতে দেয় নাই। সমস্ত উত্তর আফ্রিকা তখন ফতেমীয়দের হাতে এবং সেখান হইতে তাহারা স্পেনের প্রতি লোলুপদৃষ্টি দিত। কিন্তু উত্তর আফ্রি-কার বারবারীদের মধ্যে আত্মকলহ ছিল। তাহার সুযোগ লইয়া আব্দ-র-রহমান, ফতেমীয়দের বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে; আফ্রিকার কতকটা উপকূলের জন্য তিনি করও আদায় করিতেন এবং কেউটা (Ceuta) দুর্গ তিনি দখল করেন। ইহার পর হইতে কেউটা দুর্গ তাঁহার অধিকারেই ছিল।

কিন্তু উত্তরের খৃষ্টান রাষ্ট্র সমূহ তাঁহাকে নানাভাবে বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কিছুদিন পূর্ব্বে গেলিসিয়ার (Galidia) খৃষ্টানগণ বিদ্রোহী হয়—পেলায়ও (Pelayo) তাঁহাদের নেতা ছিলেন। মুসলমানদের নিকট পরাজিত হইয়া, তিনি সদলবলে এক পর্ব্বতে আশ্রয় লন। তাড়া করিয়া মুসলমানগণ তাহাদিগকে সেই পর্ব্বতেই অবরোধ করে। পেলায়ওর সঙ্গীরা খাদ্যাভাবে অনেকে মারা গেল—শেষে মাত্র ৩০ জন পুরুষ ও ১০ জন স্ত্রী জীবিত রহিল। পাহাড় হইতে মধু আহরণ করিয়া কোন প্রকারে ইহারা জীবনধারণ করিতেছিল। এই মুষ্টিমেয় খৃষ্টান বিদ্রোহীকে হত্যা করার জন্য, পার্ব্বত্য প্রদেশ জয় করার মেহানৎ নিতান্ত বৃথা মনে করিয়া, মুসলমানগণ চলিয়া আসিল। পেলায়ও সেখানেই রহিলেন। ক্রমে অন্যান্য স্থান হইতে খৃষ্টানরা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিতে লাগিল। এই সব হইল ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা।

৭৫১ অব্দে কেণ্টাব্রিয়ার (Cantabria) রাজা আলফেনসো (Alfanso) পেলায়ওর কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার পর গেলেসিয়া ও কেণ্টাব্রিয়ার খৃষ্টানগণ একত্র হইয়া মুসলমানদের বাধা দিতে থাকে। ক্রমে প্রায় সমস্ত উত্তর স্পেনই আলফেনসোর অধীন হয়। অষ্টম ও নবম শতাব্দী ব্যাপিয়া উত্তরের খৃষ্টাম রাষ্ট্রগুলি ক্রমেই প্রবল হইতে থাকে। আব্দলার আমলে সমস্ত দেশময় বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সুযোগে এই সব রাষ্ট্র বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে, লিয়ন (Leon) কেষ্টাইল (Casétila) ও নেভার (Navarre) সব চেয়ে প্রবল

হয়। আণ্ডালুসিয়াতে (অর্থাৎ মূরদের অধিকৃত স্পেনে) নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিয়া, আব্দ-র-রহমান ইহার পর এই সব রাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টি দেন। বহুবার তিনি ইহাদের নিকট পরাজিত হন এবং বহুবার জয়ী হন। জাঙ্কারেস উপত্যকায় (Val de Junqueras) এক যুদ্ধে আব্দ-র-রহমান ভীষণভাবে পরাজিত হন। মাত্র ৫০ জন সঙ্গী লইয়া, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। ইহার পর অন্য এক যুদ্ধে আবার তিনি জয়ী হন।

স্পেনীয় খৃষ্টানগণ অত্যন্ত বর্ব্বর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল। শিক্ষা ও সভ্যতার নিম্নতম স্তরে তাহারা অবস্থিত ছিল। যেখানে তাহারা গিয়াছে, সেখানেই অত্যাচারের চূড়ান্ত করিয়াছে।* মুসলমানগণ কখনও ইহাদের মত অত্যাচার করে

"The forays of the Christians were a terrible curse to their victims; they were rude unlettered people and few of them could even read; their manners were on a par with their education; and their fanaticism and cruelty were what might be expected from such uncouth barbarians. Seldom did the soldiery of Leon give quarter to a defenceless foe and we may look in vain for the fine chivalry and toleration of the Arabs; where the latter spared nobly, the rough robbers of Leon and Castile massacred whole garrisons, cities full of inhabitants and those, whom they did not slaughter, they made slaves."

Moors in Spain—S. Lane Poole P. 119.

নাই। কিন্তু ইহার পর যখন, তাহারা খৃষ্টানদের উপর জয়ী হইতে লাগিল, তখন তাহারাও কিছু কিছু অত্যাচার করিয়াছিল —অবশ্য খৃষ্টানদের অত্যাচারের সহিত তাহার তুলনাই হয় না।

বহুযুদ্ধ বিগ্রহের পর, আব্দ-র-রহমান ক্রমে খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিলেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঈর্ষ্যা ও দ্বন্দ্বই এই বিষয়ে বিশেষভাবে তাঁহাকে সাহায্য করে। শেষে এমনও হইল, যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হইলে, তাহারা তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিত। ৯৬০ অব্দে সাঞ্চো (Sancho) নামক রাজকুমার তাঁহারই সাহায্যে লিয়নের রাজা হন। তাঁহার শাসন সময়ে আণ্ডালুসিয়া পূর্ব্বের চেয়ে বেশী গৌরবান্বিত ও সমৃদ্ধশালী হয়। ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, ইটালী, প্রাচ্য রোমক সাম্রাজ্য হইতে তাঁহার নিকট দূত যাতায়াত করিত। সামরিক শক্তিতে, সমৃদ্ধিতে, সভ্যতায়, সুশাসনে—সব বিষয়েই আণ্ডালুসিয়া তখন আদর্শ স্থানীয়। অথচ এই সবই একটি লোকের কার্য্য। আব্দ-র-রহমান যখন সিংহাসন পান, তখন মূর শক্তি প্রায় লোপ পাইবার পথে। ৫০ বৎসর তিনি রাজত্ব করেন; এই ৫০ বৎসরের মধ্যে মূর রাজ্য তৎকালীন ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে আদর্শ স্থানীয় হইয়া দাঁড়ায়।

আব্দ-র-রহমানের সময়ে আর এক বিশেষ ঘটনা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আব্বাসীয়দের দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া, ওমেদ বংশীয় খলিফার বংশধর প্রথম আব্দ-র-রহমানই স্পেনে ওমেইয়দ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু স্পেনের ওমেদগণ কখনও খলিফা উপাধি দাবী করিত না—তাহারা

সুলতান নামেই পরিচিত ছিল। কিন্তু এই সময় আব্বাসীয় খলিফাগণও নাম মাত্র খলিফা ছিলেন—খলিফা বাগদাদে কার্য্যতঃ বন্দীর মত থাকিতেন। তাই ৯২৯ অব্দে আব্দর-রহমান 'খলিফা' উপাধি ধারণ করেন। ৫০ বৎসর রাজত্বের পর, ৭০ বৎসর বয়সে ৯৬১ অব্দে, তিনি মারা যান। আরবীয় ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি খুব বিনয়ী, সদাশয়, করুণহৃদয় ও শিক্ষিত নৃপতি ছিলেন। ন্যায় বিচারের জন্যও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে, তাঁহার মত বীর ও সাহসী খুব কমই ছিল।

আগ্রার তাজমহলের কথা সকলেই জানেন। সম্রাট সাজাহান তাঁহার মৃত স্ত্রীর নাম অনুসারে এই স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করেন। আব্দর-রহমানও তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রী এজ-জাহারার (Ez-Zahara) নাম অনুসারে, এজ-জাহারা নামে কর্ডোভার এক উপনগর নির্ম্মাণ করেন। এই সুদৃশ্য নগর তখনকার ইউরোপের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিল।

আব্দর-রহমানের সময় একদল স্লাভ (Slav) ক্রীতদাস তাঁহার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইল। গ্রীক ও ভেনিসিয়ান ব্যবসায়ীরা অল্পবয়স্ক স্লাভদিগকে আনিয়া তাঁহার নিকট বিক্রয় করিত। ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য জাতীয় খৃষ্টান বালকগণও এই ভাবে বিক্রীত হইত। এই সব ক্রীতদাসরা মুসলমান ভাবেই প্রতিপালিত হইত। তাহাদের মধ্যে অনেকে বেশ শিক্ষিতও হইত। মুসলমানগণ সাধারণতঃ দাসদের উপর খুব সদয় ব্যবহার করিত। এই সব স্লাভ সৈন্যগণই আব্দর-রহমানের প্রধান অবলম্বন ছিল।

আব্দ-র-রহমানের সময়ই মূর রাজ্যের চরম উন্নতি হয়

এবং তাঁহার পর আর তেমন শক্তিশালী রাজা মূরদের মধ্যে জন্মে নাই। আব্দ-র্-রহমানের পুত্র দ্বিতীয় হাকম (Hakam II) অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। পুস্তক সংগ্রহ, পুস্তক সাজানো ও পুস্তক পাঠেই ছিল তাঁহার আনন্দ এবং এই সব লইয়াই তাঁহার দিন কাটিত। তিনি যে ভীরু বা অকর্ম্মণ্য ছিলেন, তাহা নহে। চরিত্র ও মনের বলেও তিনি বলবান ছিলেন—যুদ্ধে তাঁহার অনুরাগ ছিল না, কিন্তু যুদ্ধে অপটুতা বা ভীরুতাও তাঁহার ছিল না। উত্তরের খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে তাহার সাহস ও যুদ্ধ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে, তিনি ৪ লক্ষ হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এই সমস্ত গ্রন্থই নাকি তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থের পাশে পাশে টীকা টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই সব টীকা টিপ্পনী নাকি গভীর বিদ্যার পরিচায়ক ছিল—তাই পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ তাঁহার এই সব টীকা খুব আদর করিয়া অধ্যয়ন করিতেন।

তিনি যখন গ্রন্থ পাঠে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ক্রমে ক্রমে রাজশক্তি তাঁহার হাত হইতে মন্ত্রী ও তাঁহার স্ত্রী সুলতানা অরোরার (Sultana Aurora) হাতে যায়। ১৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া, ৯৭৬ অব্দে, তিনি মারা যান এবং তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হিষাম (Hisham II) খলিফা হন।

হিষামের বয়স তখন মাত্র ১২ বৎসর। সুলতানা অরোরা ও তাঁহার প্রণয় পাত্র অলমঞ্জরই (Almonzor) প্রকৃত রাজ-ক্ষমতা চালাইতেন। অলমঞ্জর অতি সামান্য অবস্থা হইতে,

জীবন আরম্ভ করিয়া ক্রমে অন্দর মহলেও পরিচিত হন। সেখানে অরোরার ও অন্যান্য পুরমহিলাদের সহিত তাঁহার বেশ খাতির হয় এবং ক্রমে অরোরা তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। তখনও খলিফা হকম জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নাবালক খলিফা হিষাম তাঁহার মাতা ও অলমঞ্জরের হাতের পুতুল হইয়া রহিলেন। নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য, তাঁহাকে স্লাভ সৈন্যদের উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইত এবং যে সব স্লাভগণ তাঁহার অনাচার প্রতিরোধের চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদিগকে তিনি বিশেষ ভাবে দণ্ডিত করেন। তাঁহার আদেশে অনেক স্লাভ সৈন্য নির্ব্বাসিত হইল এবং অনেকে ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করিল।

অলমঞ্জরের বহু গুণ ও ক্ষমতা ছিল। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য কোন প্রকার ন্যায়-অন্যায় বিচারই তিনি করিতেন না। মিত্রদ্রোহিতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, অমানুষিক নিষ্ঠুরতা—কোন কিছুতেই তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীর সাহায্য ও অনুগ্রহেই তিনি ছোট হইতে বড় হন। অথচ সেনাপতি ঘালিবের (Ghalib) সাহায্যে তিনি সেই প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করেন—এবং তফিল তছরুপের মিথ্যা অভিযোগে, তিনি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং ৫ বৎসর পর জেলেই তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন।

অলমঞ্জর ছিলেন কেরাণী; যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি

সেনাপতি বলিয়া পরিচিত হন। প্রথম প্রথম ঘালিবের সাহায্যেই তিনি সৈন্য চালনা করিতেন এবং সৈন্যদের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং নিজের সাহস ও বুদ্ধির দ্বারা সৈন্যদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ঘালিবের সহিত বিশেষ খাতির রাখার জন্য, তিনি ঘালিবের কন্যাকে বিবাহ করেন। ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে উঠিয়া, তিনি দেখিলেন যে ঘালিবকে দূর করিতে না পারিলে, তিনি নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হইতে পারেন না—রাষ্ট্রের মধ্যে একমাত্র ঘালিবই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। সৈন্যগণ অলমঞ্জরকে ভালবাসিত কিন্তু ঘালিব তাঁহাদের নিকট আরও প্রিয় ছিলেন। তিনি বুঝিলেন এই সৈন্যদের সাহায্যে ঘালিবের বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব নয়। তাই তিনি সামরিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিয়া, সৈন্যদের উপর সেনাপতিদের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া, তাহার নিজের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। এই বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য বহু নূতন বারবারী ও স্পেনীয় খৃষ্টান সৈন্য সংগ্রহ করেন। এই সব নূতন সৈন্যও ঘালিবের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিল এবং তাঁহার প্রতিই তাহারা আকৃষ্ট হইল। উত্তরের খৃষ্টান সৈন্যগণই এখন অলমঞ্জরের প্রধান সহায়। এই সৈন্যদের সাহায্যে, তিনি ঘালিবকে পরাজিত করেন। যুদ্ধে ঘালিব মারা যান। এই বার অলমঞ্জর অসপত্ন ভাবে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন।

অলমঞ্জর বেশ উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সময় মূর রাজ্য প্রায় তৃতীয় আব্দ-র-রহমানের আমলের মতই উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। আফ্রিকার অনেকটা অংশও

তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিত। এমন কি উত্তরের খৃষ্টান রাজ্য-সমূহও তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিল। খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তাঁহার খৃষ্টান সৈন্যই ছিল প্রধান অবলম্বন। প্রভুর কৃপা ও লুঠতরাজের অংশ পাইবার লোভে, স্বজাতিদ্রোহী ও স্বদেশদ্রোহী খৃষ্টানগণ, সর্ব্বত্রই তাঁহার অনুসরণ করিত—এই খৃষ্টান সৈন্যদের চেষ্টাতেই লিয়ন, কেষ্টাইল, নেভার প্রভৃতি খৃষ্টান রাজ্যগুলি অলমঞ্জরের পদানত হয়। এই সব যুদ্ধে তিনি নিজেই সেনাপতি ভাবে সৈন্য চালনা করিতেন—শেষ বয়সে দিগ্বিজয়ী সেনাপতি বলিয়াই তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন।

বিদ্যানুশীলনেও তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল—তিনি নিজেও বেশ শিক্ষিত ছিলেন। ব্যক্তিগত বিশ্বাসে, তিনি গোঁড়ামি পছন্দ করিতেন না—কিন্তু গোঁড়া মোল্লাদের সন্তুষ্ট করার জন্য, তিনি গোঁড়ামির প্রশ্রয়ও দিতেন। একবার বহু সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা করে। তখনই তিনি বুঝিলেন যে গোঁড়া মোল্লাদের সন্তুষ্ট করা বিশেষ দরকার। তাই তাহাদের নির্দ্দেশ অনুসারে, তিনি অনেক দার্শনিক গ্রন্থ আগুনে পোড়ান।

১০০২ অব্দে, তিনি মারা যান। তাঁহার আমলে খলিফা দ্বিতীয় হিষাম কখনও নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর মুজাফ্ফর রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নেন। কিন্তু অলমঞ্জরের মৃত্যুর পর হইতেই, দেশে নানা গোলমাল আরম্ভ হয়। স্পেনীয়, স্লাভ, বারবারী ও আরবীয়গণ রাষ্ট্র-ক্ষমতা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে লাগিল। স্পেনীয়গণ

মুজাফ্ ফরের শাসন পছন্দ করিত না—তাহারা খলিফার শাসনই চাহিত। খলিফা হিষাম ৩০।৩৫ বৎসর বন্দীর মতই দিন কাটাইয়াছেন—এখন প্রজাদের আগ্রহে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছায় তিনি রাষ্ট্র-ক্ষমতা হাতে নেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি তাহা নিজ হাতে রাখিতে পারিলেন না। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, নূতন খলিফা বসান হইল। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টেও বেশীদিন রাজ্যভোগ জুটিল না। একের পর এক নূতন নূতন খলিফা আসিতে যাইতে লাগিল। স্পেনীয়, আরবীয়, বারবারী ও স্লাভগণ নিজ নিজ পছন্দ মত নামমাত্র খলিফা বসাইতে ও নামাইতে লাগিল।

কয়েক বৎসর পরে হিষামকেই আবার খলিফা করা হইল, কিন্তু কিছুদিন পরই তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করা হইল। সেখানে তাঁহার শেষ পরিণাম সম্বন্ধে কোন সঠিক খবর জানা যায় না। কেহ কেহ বলে যে তিনি পালাইয়া মক্কা যান। এইভাবে গৃহ বিবাদ, বিশৃঙ্খলা, অত্যাচার ও অনাচারের ফলে, দেশের রাষ্ট্রশক্তি লোপ পাইল—দেশে পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করিতে লাগিল। আণ্ডালুসিয়ার সমৃদ্ধিশালী নগরগুলি লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এমন কি বারবারীগণ মসজিদ পর্য্যন্ত লুট করিতে লাগিল। ১০১০ অব্দে, খলিফা আব্দ-র-রহমানের প্রিয় নগর এজ-জাহারা, বারবারীদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ কেহই নিস্তার পাইল না; ক্রমে দেশে বারবারীগণই প্রবল হইয়া উঠিল—কিন্তু রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধানে তাহাদের মন ছিল না, তাহাদের মন ছিল লুটতরাজে।

ওমেদবংশ স্পেন হইতে লোপ পাইল। দেশে বহু ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগে আণ্ডালুসিয়াতে প্রায় ২০টি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। তাহাদের মধ্যে সেভাইলের আব্বাদীয় (Abbadites), মলগার (Malga) হাম্মুদ (Hammud), গ্রানাডার জীরীতীয় (Zirites), সারাগোছার (Zarogoza) বেনিহুদ (Beny Hud), টোলোডোর ধা-ন-হুন (Dhu-n-uun) প্রভৃতি বংশই বিখ্যাত। ভেলেনসিয়া (Valen-cia), মারসিয়া (Murcia) ও আলমেরিয়াও (Almeria) বেশ প্রতাপশালী রাষ্ট্র ছিল। এই সব রাষ্ট্রের রাজাদের মধ্যে উপযুক্ত রাজা খুব কমই ছিল—প্রায় কোথাও শৃঙ্খলা বা সুশাসন ছিল না। এই দেশব্যাপী অরাজকতা ও বিদ্রোহের মধ্যে স্পেনীয় খৃষ্টানগণ প্রায় চুপচাপই ছিল। তাহারা এই সময় স্বাধীনতা লাভের কোন চেষ্টাই করে নাই।

কিন্তু খৃষ্টানগণও বেশীদিন চুপ করিয়া রহিল না। অষ্টারিয়স (Asturias), লিয়ন (Leon) ও কোষ্টাইল (Castile) তখন একই রাজ্যের অন্তর্গত। চতুর্থ অলফেন্‌সো (Alfanso IV) তখন এই রাজ্যের রাজা। এতদিন চুপ থাকিয়া, তিনি মুসলমানদের শক্তির অপব্যয় ও ক্ষয় দেখিতেছিলেন। যখন আত্মকলহে মুসলমানগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন অলফেন্‌সো নিজের শক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেন। ক্রমে এমন হইল যে, আণ্ডালুসিয়ার সমস্ত মুসলমান রাজারা তাহার অনুগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইত। খলিফা তৃতীয় আব্দ-র-রহমানের আমলে যেমন, খৃষ্টান রাজারা নিজেদের ঘরাণা বিবাদের মীমাংসার জন্য খলিফার শরণ লইত,

এখন মুসলমান রাজারাই নিজেদের ঘরাণা বিবাদে অলফেনসোর শরণ লইতে লাগিল। প্রায় অধিকাংশ মুলসমান রাজারাই তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হইল।

কিন্তু কিছুদিন পরই মুসলমানরা বুঝিল বেশী দিন এইভাবে চলিলে, আণ্ডালুসিয়া হইতে মুসলমান-শক্তি নিঃশেষ হইবে; অথচ নিজেদের মধ্যে কেহ যে বড় হইবে, তাহাও সহ্য হইবে না। তাই তাহারা বিদেশী মুসলমানদের সাহায্য চাহিল। তখন উত্তর আফ্রিকায় বারবারীদের এক নূতন বংশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। স্পেনীয়গণ তাহাদিগকে আলমোরাভাইদ (Almoravides) বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। আলমোরা-ভাইদদের তখন নেতা ছিলেন উসুফ (Yusuf)। অণ্ডালুসিয়ার মুসলমানদের আহ্বানে উসুফ স্পেন আক্রমণ করিলেন। ১০৮৬ অব্দে, সাক্রালিয়াসের (Sacralias) যুদ্ধে উসুফের নিকট অলফেন-সো ভীষণভাবে পরাজিত হন।

স্পেন আক্রমনের পূর্ব্বে, মূরদের নিকট তিনি কথা দিয়া-ছিলেন যে তিনি স্পেন নিজ রাজ্যভুক্ত করিবেন না। নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে, যুদ্ধ-জয়ের পরই তিনি চলিয়া গেলেন। আণ্ডালুসীয়দের সাহায্যের জন্য, তিনি ৩০০০ সৈন্য রাখিয়া যান এবং আলজিসিরাস (Algeciras) নামক বন্দরটি নিজে রাখেন। কিন্তু চার বৎসর পর, আবার স্পেনীয় মুসলমান-গণ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করে। এবার কিন্তু তিনি নিষ্কাম পরোপকার সাধন করিয়াই নিরস্ত হইলেন না। দেশের জন-সাধারণ ও পুরোহিতেরা তাঁহাকে অনুরোধ করিল যে, তিনি

যেন অরাজকতার হাত হইতে দেশকে রক্ষা করেন। বাহ্যতঃ তাহাদের অনুরোধে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজের রাজ্যলিপ্সায়, ১১০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে প্রায় সমস্ত আণ্ডালুসিয়া তিনি দখল করেন। ভেলেনসিয়াতে, (Valencia) বিখ্যাত খৃষ্টান বীর সিড (Cid) বহুদিন তাঁহাকে বাধা দেন। সিডের মৃত্যুর পর ১১০২ অব্দে, ভেলেনসিয়াও তাঁহার হাতে যায়। টোলেডো ভিন্ন সমস্ত আণ্ডালুসিয়া তাহার রাজ্যভুক্ত হইল।

প্রজারা আশা করিয়াছিল, এই নূতন রাষ্ট্রশক্তির শাসনে হয়ত তাহারা নিরাপদে বাস করিতে পারিবে। কিন্তু অল্প-দিনের মধ্যেই তাহারা বুঝিল এই বারবারীগণ নিতান্তই বর্ব্বর। খৃষ্টান, মুসলমান ও ইহুদি—সবাই সমান ভাবে অত্যাচারিত হইতে লাগিল। আবার ঠিক পূর্ব্বের মতই অত্যাচার ও অরাজকতা আরম্ভ হইল। এই সময় কেষ্টাইলের নূতন রাজা যোদ্ধা অলফেনসো (Alfanso the Battler) খৃষ্টান-বাহিনী লইয়া এক বৎসর ধরিয়া, অণ্ডালুসিয়া রাজ্য লুঠ করেন (১১২৫)। ১১৩৩ অব্দে তিনি কর্ডোভার কতকটা অংশ পোড়াইয়া দেন। তাঁহার বিজয় বাহিণী দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত গিয়াছিল। আবার আণ্ডালুসিয়াতে বহু ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হইল। প্রত্যেক সুরক্ষিত নগরেই এক একজন রাজা হইল। এমন সময় আব্দ-এল-মুমিন (Abd-el-mumin) আসিয়া আবার সমস্ত অণ্ডালুসিয়া জয় করেন। উত্তর আফ্রিকায় আলমোরাভাইদদিগকে জয় করিয়া, আলমোহেদগণ (Almohades) প্রবল হয়—আব্দ-এল-মুমিন ছিলেন এই আলমোহেদদিগের নেতা

মুসলশক্তির পতন

আণ্ডালুসিয়ার মুসলমানদের পতন আরম্ভ হইল। ফার্ণাণ্ডোর সময় লিয়ন ও কেষ্টাল একত্র হইল এবং এই সময় হইতেই খৃষ্টানদের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়। ফার্ণাণ্ডোর ছেলে অলফেন্‌সো প্রায় সমস্ত স্পেনই জয় করেন। সেই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সিডের (Cid) নামও পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে। স্পেনীয় খৃষ্টানদের নিকট সিড জাতীয় নেতারূপে পরিচিত। সিডের সত্য জীবনী পাওয়া খুবই কঠিন। খৃষ্টানদের মতে তিনি শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় অতিমানুষ। তাঁহার মৃত্যুর পর দশ বৎসর পর্য্যন্ত নাকি তাঁহার দেহে মৃত্যুর কোন লক্ষণই দেখা দেয় নাই—১০ বৎসর পর তাঁহার দেহ সমাহিত

করা হয়। অপর দিকে আরবীয়দের হাতে তিনি অতি জঘন্য ভাবে চিত্রিত হইয়াছেন। সিডের সম্বন্ধে এইটুকু খাটি জানা যায় যে, তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল রড্রিজো ডিয়াজ (Rodrijo Diaj) এবং আরবীয় সৈয়দ শব্দের অপভ্রংশ রূপে 'সিদ' এই উপাধি তিনি পান। ভেলেনসিয়ার মুসলমান রাজাকে সাহায্য করার জন্য, সিড তাঁহার চাকুরী গ্রহণ করেন; কিন্তু পরে নিজেই ভেলেনসিয়ার রাজা হন। উসুফ যখন সমস্ত আণ্ডালুসিয়া জয় করিলেন, তখনও সিড ভেলেনসিয়াতে স্বাধীন; এবং পরে বহুদিন যুদ্ধের পর, তিনি পরাজিত হন এবং ১০৯৯ অব্দে তিনি মারা যান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অলফেনসোই উসুফের নিকট পরাজিত হন; এই বার সিডও পরাজিত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন।

খৃষ্টানদের দ্বিতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। কিন্তু, মূরদের শক্তি ক্রমেই ক্ষয়ের পথে চলিতেছিল; উপযুক্ত নেতার অভাবে আত্ম-কলহে ও বিশৃঙ্খলায় মুসলমান শক্তি ক্রমে ক্ষয়িত হইতেছিল, কিন্তু অপর দিকে স্পেনীয় খৃষ্টানদের মধ্যে ক্রমেই শক্তির বিকাশ হইতেছিল। ফার্ণাণ্ডো, সিড ও অলফেনসোর মত উপযুক্ত নেতাও তাহাদের মধ্যে জন্মিতেছিল। এই অবস্থায় মূর রাষ্ট্র-শক্তির লোপ অনিবার্য্য। ক্রমে তাহাই হইল। এখন সংক্ষেপে মূরদের পরাজয়ের কাহিনী বলিয়া এই কাহিনী শেষ করিব। আমাদের মুখ্য বক্তব্য মূরদের বিজয়ের কথা—ইতিবৃত্তটা পূর্ণ করার জন্যই প্রাসঙ্গিক ভাবে তাহাদের পরাজয়ের কথাও বলিব।

১১৪৫ অব্দে বারবারী আলমোহাইদগণ আণ্ডালুসিয়া আক্রমণ করে এবং ১১৫০ অব্দের মধ্যে প্রায় সমস্ত দক্ষিণ স্পেনই তাহাদের করগত হয়। কিন্তু তখনও উত্তরে খৃষ্টানগণ ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। ১১৯৫ অব্দে খৃষ্টানদের সহিত তাহাদের এক যুদ্ধ হয়—আলর্কসের (Alorcos) যুদ্ধে খৃষ্টানগণ ভীষণ ভাবে পরাজিত হইল। এই পরাজয়ের পর কয়েক বৎসর আর খৃষ্টানরা মাথা তুলিতে পারিল না। কিন্তু ১২১২ অব্দে লাস নাভাসের (Las Navas) যুদ্ধে খৃষ্টানদের নিকট আলমোহাইদগণ মারাত্মক ভাবে পরাজিত হইল। ৬ লক্ষ মুসলমান সৈন্যের মধ্যে অতি অল্পই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিল। এই যুদ্ধেই আলমোহাইদ শক্তির শেষ হইল। প্রায় সমস্ত আণ্ডালুসিয়া খৃষ্টানদের বশ্যতা স্বীকার করিল। এই বিপদের সময়েও মুসলমানগণ গৃহ-বিবাদ ভুলিতে পারিল না।

সমস্ত আণ্ডালুসিয়ার মধ্যে মাত্র গ্রাণাডা রাজ্য তখনও মুসলমানদের হাতে রহিল। ১২৩৮ হইতে ১২৬০ অব্দ মধ্যে কেষ্টাইলের রাজা তৃতীয় ফার্ণাণ্ডো ও আরাগোনের (Aragon) রাজা প্রথম জেইম একত্র হইয়া প্রায় সমস্ত স্পেন জয় করিল। তখন নানা স্থান হইতে মুসলমানগণ গ্রাণাডার বেনি-নসর (Beny-Nasr) রাজবংশের আশ্রয়ে আসিয়া জমা হইল। খৃষ্টানগণ যে যে প্রদেশ জয় করিত, সেই সেই প্রদেশেই মুসলমানদের উপরে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিত। গ্রাণাডার বেনি-নসর বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইবন-এল-আহমর (Ebn-el-Ahmr)। তিনি জাতিতে আরবীয়। নানা

প্রদেশ হইতে আগত মুসলমানদের সাহায্যে তিনি খৃষ্টানদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেন না। অবশেষে ফার্ণাণ্ডো ও তাঁহার পুত্র অলফেনসোকে, তিনি কর দিতে বাধ্য হন। গ্রাণাডার মুসলমান রাজারা অনেক সময় এইভাবে কর দিতেন। ১৪৬৩ অব্দে, ষষ্ঠ মহম্মদ বৎসরে ১২ হাজার স্বর্ণমুদ্রা (ducats) কর দিতেন। কর দেওয়া সত্বেও খৃষ্টানদের আক্রমণ হইতে গ্রাণাডা মুক্ত ছিল না—প্রায়ই তাহারা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া গ্রাণাডা রাজ্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

খৃষ্টান শত্রুদের দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়াও, গ্রাণাডা রাজ্য ক্রমেই সমৃদ্ধশালী হইতে লাগিল। বিদ্যা ও শিল্পালোচনার জন্য গ্রাণাডা তৎকালীন সমাজে বিখ্যাত ছিল। গ্রাণাডার আল-হামব্রা প্রাসাদ (Alhambra) জগতের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত দৃশ্য। ১৩শ শতাব্দীতে ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং ১৪শ শতাব্দীতে এই প্রাসাদ শেষ হয়।

এইভাবে দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত গ্রাণাডা বেশ সমৃদ্ধশালী রাজ্যই ছিল। ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে আবু-ল-হসাল নামে তথায় এক রাজা ছিলেন। নিজের সম্বন্ধে তাঁহার অত্যন্ত উচ্চ ধারণা ছিল—তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, খৃষ্টানদের উপেক্ষা করিয়া তিনি অনায়াসেই চলিতে পারিবেন। খৃষ্টানদের প্রাপ্য কর বন্ধ করিয়া, তিনি খৃষ্টানদের রাজ্য আক্রমণ করেন। ১৪৮১ অব্দে তিনি জাহারা নগর আক্রমণ, জয় ও লুণ্ঠন করেন। জাহারার

অধিবাসীদিগকে তিনি যথেচ্ছ হত্যা করিলেন এবং বহু নাগরিককে বন্দী করিয়া আনেন। এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া গ্রাণাডার অধিবাসীরা মর্ম্মাহত হইল—এই প্রকার নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে মূরগণ অভ্যস্ত ছিল না। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে আজ জাহারার (Zahara) প্রতি যে অন্যায় ও অত্যাচার করা হইল, অনতিবিলম্বে গ্রাণাডা তাহার প্রতিফল ভোগ করিবে। ইহার কিছুদিন পরই, গ্রাণাডার মূরগণ ইহার প্রতিফল পাইল। গ্রাণাডার নিকট আলহামা নগর খৃষ্টানগণ দখল করিল এবং এই নগরে একদল খৃষ্টানসৈন্য সমাবেশ করিল। খৃষ্টান সৈন্যগণ অনবরতই মুসলমানদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। আলহামাই ছিল গ্রাণাডার প্রবেশ পথের প্রধান দুর্গ। এই নগর ও দুর্গ মুসলমানদের হাতে যাওয়াতে গ্রাণাডা জয় করা তাহাদের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়াইল।

ইহার পর একদল খৃষ্টান মালাগা অঞ্চল আক্রমণ করিল। মালাগার (Malaga) পার্ব্বত্য প্রদেশে তাহারা দিশাহারা ও দিকহারা হইয়া গেল। মুসলমানদের আক্রমণে প্রায় সমস্ত খৃষ্টান সৈন্যই হত হইল; এই অভিযানের নেতা, সান্তিয়াগো-অধিপতি (Master of Santiago) মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া কোনক্রমে পালাইয়া গেলেন। এই ভীষণ পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য খৃষ্টানগণ সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। গ্রাণাডার সুলতান আবু-আব্দাল্লা অল্পদিন মধ্যে সেই সুযোগ দিলেন। পিতা, আবু-ল-হাসনকে সরাইয়া তিনি সিংহাসন দখল করেন এবং খৃষ্টানদের রাজ্য আক্রমণ করেন। লুকেনার (Lucena)

নিকট খৃষ্টান ও মূরদের যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে মূরগণ ভীষণভাবে পরাজিত হয় এবং সুলতান নিজেও বন্দী হন। হতাবশিষ্ট ও পরাজিত সৈন্যগণ যখন গ্রাণাডায় ফিরিয়া আসিল, তখন গ্রাণাডাবাসীদের মধ্যে তীব্র আশঙ্কা ও হাতাশার সঞ্চার হইল। তাহারা বুঝিল, গ্রাণাডা রাজ্যের আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। পুত্রের পরাজয়ের পর, আবু-ল-হাসন আবার সিংহাসন আরোহন করেন।

আব্দাল্লা বা বোয়াবদিল বন্দী হইয়া, রাজা ফার্দিনান্দের নিকট নীত হইলেন। পিতৃদ্রোহী আব্দাল্লা নিতান্তই স্বার্থপরায়ণ লোক ছিলেন। খৃষ্টানদের অনুগ্রহের বিনিময়ে, তিনি নিজের মুক্তি ক্রয় করেন। গ্রাণাডাতে ফিরিয়া, খৃষ্টানদের সাহায্যে ও প্ররোচনায়, পিতৃশাসন অমান্য করিয়া, খৃষ্টানদের সামন্তভাবে, গ্রাণাডার এক দুর্গে আড্ডা গাড়েন। জাতি যখন পতনোন্মুখ হয়—তখন স্বজাতিদ্রোহীর সংখ্যা খুবই বেশী হয়। তাই আব্দাল্লার অর্থের লোভে বহু সৈন্য তাঁহার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিল। এক গ্রাণাডা সহরের মধ্যেই দুই যুধ্যমান রাজশক্তি একে অন্যকে খর্ব্ব করার জন্য ব্যস্ত—পিতা-পুত্রের এই লড়াইতে প্রায় সব মূরই কোন না কোন পক্ষে যোগ দিল। ঠিক যে সময় তাহাদের সম্মিলিত চেষ্টার বিশেষ দরকার ছিল, সেই সময়ই তাহারা গৃহযুদ্ধে ব্যস্ত হইল। এই দৃশ্য দেখিয়া খৃষ্টান শত্রুগণ উল্লসিত হইয়া উঠিল।

আবু-ল-হাসন বেশীদিন জীবিত ছিলেন না—তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এজ-জাঘল (Ez-Zaghal)

সুলতান হন। তিনি খুবই বিচক্ষণ ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন। যদি গৃহ বিবাদ না থাকিত তবে, হয়ত অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য খৃষ্টানশক্তিকে প্রতিহত করা, তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত না।

এই সময়, ফার্দিনান্দ মালাগা (Malaga) আক্রমণ করেন। গ্রানাডা রাজ্যের মধ্যে মালাগা একটি সুরক্ষিত নগর—এইটি দখল করিলে গ্রাণাডা জয় অনেকটা সহজ হয়। তাই পূর্ব্বেও খৃষ্টানগণ এই নগর দখল করার চেষ্টা করিয়াছিল। এল-জাঘল মালাগা রক্ষা করার জন্য সসৈন্যে সেই দিকে যাত্রা করিলেন। বিপন্ন নগর উদ্ধার করার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফার্দিনান্দের হাতে ভীষণভাবে পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধে তাহার বহু সৈন্য হত হইল। অল্প কয়েকজন অনুচর লইয়া তিনি রাজধানী ফিরিয়া দেখেন গ্রাণাডার নগরদ্বার তাঁহার নিকট রুদ্ধ এবং রাজপ্রাসাদ হইতে আব্দাল্লার পতাকা উড়িতেছে। তাঁহার পরাজয়ের খবর শুনিয়াই গ্রাণাডা-বাসীরা আব্দাল্লাকে ডাকিয়া রাজপ্রাসাদ ছড়িয়া দেয়। এজ-জাঘল নগরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, গডিক্স (Gaudix) নগরে যাইয়া আশ্রয় লন।

এজ-জাঘলের পরাজয়ের পর, ফার্দিনান্দ, মালাগা অবরোধ করেন, ফার্দিনান্দ বহুবার চেষ্টা করিয়াও মালাগা দখল করিতে ব্যর্থকাম হন : অবশেষে তিনি মালাগার সেনাপতি এজ-জেগ্রিকে উৎকোচে বশীভূত করার চেষ্টা করেন। ফার্দিনান্দের দূত যখন এই ঘৃণ্য প্রস্তাব লইয়া তাঁহার নিকট আসিল, তখন মূর-সেনাপতি বলিলেন "শত্রুহস্তে নগর সমর্পন করার জন্য আমি সেনাপতি

হই নাই ; নগর রক্ষা করার জন্যই এখানে আছি।" এই মূর-বীর বহুবার চেষ্টা করিয়াও শত্রুশ্রেণী ভেদ করিয়া যাইতে পারিলেন না। ক্রমে নগরে খাদ্যাভাব আরম্ভ হইল ; নগর-বাসীরা তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিল। নারীরা নিজেদের বুভুক্ষু ক্রন্দনমান সন্তানদের আনিয়া তাঁহার বাড়ীর সাম্নে রাখিতে লাগিল। অবশেষে নগরবাসীরা আত্মসমর্পণ করিল। এজ-জেগ্রী তখন জিব্রালফারা (Gibralfara) পর্ব্বতশিখরস্থ দুর্গে আশ্রয় লইলেন কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিল এবং মালাগার শেষ দুর্গ খৃষ্টানদের হাতে সমর্পণ করিল। এজ-জেগ্রীর শেষ পরিণাম কি হইল কিছুই জানা যায় না—অকৃতজ্ঞ, ভীরু স্বজাতিদ্রোহীদের হাতে স্বজাতি-বৎসল বীর তাঁহার যোগ্য পুরস্কার পাইলেন! জাতীয় পতনের সময়, এমনি অবস্থাই হয়। ২।১ জনের ত্যাগে বা বীরত্বে পতনোন্মুখ জাতিকে রক্ষা করা যায় না। বাংলার প্রতাপ বা কেদারের আত্মাহুতি তাই জাতিকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

ফার্দিনান্দ নগর দখল করিয়া, ভীরু অকৃতজ্ঞ নাগরিক ও সৈন্যদিগকে সব বন্দী করিলেন। ১৫ হাজার লোক বন্দী হইয়া সেভাইল নগরে (Seville) চালান গেল। গ্রাণাডা রাজ্যের সমস্ত পশ্চিম অংশ ফার্দিনান্দের আয়ত্বাধীন হইল। গ্রাণাডাতে আব্দাল্লা কার্য্যতঃ ফার্দিনান্দের সামন্ত হইলেন। মালাগা বিজয়ের পর, আব্দাল্লা ফার্দিনন্দকে এই জয়ের জন্য অভিনন্দিত করিলেন। পূর্ব্বদিকে তখনও বৃদ্ধ এজ-জাঘল

খৃষ্টানদের প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত। মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে, তিনি তখনও মুর গৌরবের শেষ শিখা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এখানেও ফার্দিনান্দ তাঁহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিলেন না।

ফার্দিনান্দ প্রথম অভিযানে (১৪৮৮) পরাজিত হন। কয়েকমাস পরে আবার অগ্রসর হন—এইবার তিনি যুদ্ধ এড়াইয়া কেবল লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। সমস্ত দেশে খাদ্যাভাব আরম্ভ হইল। একে একে নগর ও দুর্গ তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিল। এজ-জাঘল বুঝিলেন, আর প্রতিরোধ করা বৃথা। পরাজয় স্বীকার করিয়া, তিনি সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আণ্ডারাক্স (Andarax) নামে সামান্য একটু প্রদেশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল—সেখানে কার্য্যতঃ ফার্দিনান্দের অধীনে তিনি আণ্ডারাক্সের রাজা হইলেন। কিন্তু এই অপমান তাঁহার নিকট অসহ্য হইল। তাই রাজ্য বিক্রি করিয়া, তিনি আফ্রিকা চলিয়া যান। সেখানে ফেজের (Fez) নৃশংস সুলতান তঁহাকে ধরিয়া অন্ধ করিয়া দেয়—অথচ সেই সুলতানও ছিলেন মুসলমান! গ্রাণাডার শেষ রাজা অন্ধভাবে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিতে লাগিলেন - তাঁহার অঙ্গে একখানা কাপড়ে লেখা ছিল "আণ্ডালুসিয়ার হতভাগ্য রাজা।" তাঁহার স্বাধীনতাস্পৃহা ও বীরত্বের এই হইল পুরস্কার!

একমাত্র গ্রাণাডা মূরদের হাতে রহিল। স্বাজাতিদ্রোহী আব্দুল্লা, এজ-জাঘলের পরাজয়ে বেশ আনন্দিত হইলেন। ফার্দিনান্দের প্রসাদ-আশায় ও এজ-জাঘলকে জব্দ করার

আকাঙ্ক্ষায়, তিনি যখন ফার্দিনান্দের সহিত সন্ধি করেন, তখন কথা ছিল যে, ফার্দিনান্দ যদি এজ-জাঘলকে পরাজিত করিতে পারেন, তবে আব্দাল্লাও তাঁহার রাজ্য ফার্দিনান্দের হাতে ছাড়িয়া দিবেন। সেই সর্ত্ত অনুসারে ফার্দিনান্দ আব্দাল্লার নিকট গ্রাণাডা দাবী করিলেন। আব্দাল্লা হাঁ কি না, কোন জবাবই দিতে পারিলেন না। কিন্তু গ্রাণাডার মূরগণ খৃষ্টান দূতকে জবাব দিয়া দিল। তাহাদের নেতা মুসা মূরদের শেষ বীর—তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুসার চেষ্টাই প্রায় শেষ চেষ্টা। ১৪৯০ অব্দে ফার্দিনান্দ গ্রাণাডা রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ফার্দিনান্দ জানিতেন সম্মুখ যুদ্ধে জয়ী হওয়া কঠিন—তাই মূরদিগকে খাদ্যাভাবে কাবু করার মতলব করিলেন। এজ-জাঘলের সহিত যুদ্ধেও বরাবরই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। গ্রাণাডার শস্যক্ষেত্র সকল একই বৎসরে দুইবার লুণ্ঠিত হইল।

তারপর উভয় পক্ষে ছোটখাটো যুদ্ধ হইল—মূরদের পূর্ব্ব বীরত্ব আবার যেন ফিরিয়া আসিল। মুসার উৎসাহে সমস্ত নাগরিকগণ মাতিয়া উঠিল—সুলতান বোয়াবদিলও তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই নূতন উৎসাহের ফলে খৃষ্টানগণ নানাস্থানে পরাজিত হইতে লাগিল। ফার্দিনান্দ তখন গ্রাণাডা অবরোধ করিলেন। অবরুদ্ধ নগর হইতে মূর বীরগণ মাঝে মাঝে খৃষ্টান শিবিরে আসিয়া, খৃষ্টান বীরদিগকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিত—ইহাতে বহু খৃষ্টান সেনাপতি হত হয়। শেষপর্য্যন্ত ফার্দিনান্দ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলিয়া আজ্ঞা প্রচার করিলেন। মূর যোদ্ধাগণ

খৃষ্টানদিগের শিবিরের ধারে আসিয়া নানাভাবে ব্যঙ্গ, ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া, তাহাদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া, ব্যর্থকাম হইতে লাগিল। এই সব অপমানের প্রতিশোধের জন্য একদিন রাত্রিতে কয়েকজন অসমসাহসিক খৃষ্টান যোদ্ধা গ্রাণাডা নগরের প্রধান মসজিদে প্রবেশ করিয়া, তাহা যিশুমাতা কুমারী মেরীর নামে উৎসর্গ করিয়া আসে। মূরগণ তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না।

বহুদিন অবরোধের পর, নগরে খাদ্যাভাব আরম্ভ হইল। খৃষ্টানশক্তিকে আর প্রতিরোধ করা যায় না। আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন কোনই উপায় নাই। কিন্তু মুসার নিকট ইহা অসহ্য বোধ হইল। তিনি একদিন খৃষ্টান সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া বাহিরে চলিয়া যান—তাঁহার আর কোন খবরই জানা যায় না। কেহ বলে, তিনি নদীর জলে ডুবিয়া জাতীয় অপমানের হাত হইতে রক্ষা পান।

১৪৯১ অব্দের ২৫শে নভেম্বর, গ্রাণাডা ফার্দিনান্দের নিকট আত্মসমর্পন করিল। বোয়াবদিল আফ্রিকায় চলিয়া যান—সেইখানে তাঁহার বংশধরগণ ভিক্ষা করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিত। স্পেনের মূর-প্রাধান্য শেষ হইল।

রাজা ফার্দিনান্দ ও রাণী ইসাবেল বিজয়গৌরবে গ্রাণাডায় প্রবেশ করিলেন। মূরদের সহিত সর্ত্ত হইল যে, তাহাদের জন্য মুসলমান আইনই প্রচলিত থাকিবে এবং তাহাদের ধর্ম্মে কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না। কিন্তু এই সর্ত্ত খৃষ্টানগণ মানিল না—সেই কাহিনী বলিয়াই মূরদের কথা শেষ করিব।

উপসংহার

ফার্দিনান্দের সহিত মূরদের যে সন্ধি হইল, খৃষ্টানগণ তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিল না। গ্রাণাডার প্রধান পুরোহিত (Archbishop) হার্ণাণ্ডো ডি টেলাভেরা (Hernando de Telavera) এই সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই চলিতেছিলেন। তিনি মূরদের ভাষা (আরবী), আচার ও পরিচ্ছদ বজায় রাখিয়াই খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। আরবী ভাষার সাহায্যে তিনি মূরদের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম্মের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই চেষ্টা সফল হইল; একদিনই ৩০০০ মুসলমান খৃষ্টান হইল। কিন্তু কার্ডিনাল ঝিমেনেস (Cardinal Ximenes)

আসিয়া গোলমাল বাঁধাইলেন। রাণী ইসাবেলকে তিনি বুঝাইলেন যে, বিধর্ম্মীদের সহিত কথা রক্ষা করার অর্থ, ঈশ্বরের সহিত কথা ভঙ্গ করা। তাঁহার প্রবর্ত্তিত অত্যাচারের ফলে মূরদের মধ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। গ্রাণাডার মূরগণ ক্ষেপিয়া দাঁড়াইল—এই বিপদের সময় পুরোহিত হার্ণাণ্ডো মাত্র একটি সঙ্গী লইয়া, সেই উন্মত্ত জনসংঘের মধ্যে যান। তাঁহার শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া মুসলমানগণও শান্ত হইল। কার্ডিনেল ঝিমেনেস, গ্রাণাডা হইতে চলিয়া গেলেন।

রাজধানীতে যাইয়াও ঝিমেনেস, চুপ করিয়া রহিলেন না। তাঁহার প্ররোচনায়, রাণী এক ইস্তাহার জারি করিলেন—তাহাতে বলা হইল যে, স্পেনীয় মুসলমানগণ অনেকেই খৃষ্টানদের সন্তান, বর্ত্তমানে ইহারা হয় আবার খৃষ্টান হউক, না হয় দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউক। ইহার পর হইতেই, মুসলমানদের উপর নানা অত্যাচার আরম্ভ হইল; বহু মসজিদ গির্জ্জায় পরিণত হইল, মুসলমানদের বই পোড়ান হইল। ইহার ফলে, আলপাক্সারাস (Alpuxuras) উপত্যকায় মূরগণ বিদ্রোহী হইল। ১৫০১ অব্দে খৃষ্টানগণ, ঐ অঞ্চলে পরাজিত হয়; কিন্তু পরে তাহারা জয়ী হইয়া বিদ্রোহীদের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করিল—দলে দলে মুসলমানগণ বাড়ী ঘর ছাড়িয়া, মরোক্কো, মিশর ও তুরস্কে পালাইতে লাগিল। ইহার পর, ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত সমানভাবে অত্যাচার চলিল।

১৫২৬ অব্দে, সম্রাট ৫ম্ চার্লস (Charles V) আইন করিলেন যে, মুসলমানগণকে নিজ পোষাক ত্যাগ করিয়া খৃষ্টানদের

পোষাক পরিতে হইবে, স্নান করা বন্ধ করিয়া খৃষ্টানদের মত নোংড়া থাকিতে হইবে, নিজেদের আচার, ব্যবহার, ভাষা এবং এমন কি নাম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইবে। চার্লসের আমলে, এই আইন প্রচলিত করিবার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই—তবে এই আইনের বলে মাঝে মাঝে চাপ দিয়া মুসলমানদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করা হইত। কিন্তু তাঁহার পুত্র ২য় ফিলিপ (Philip II) এই আইন প্রচলিত করার চেষ্টা করেন (১৫৬৭)। আবার মুসলমানদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব দেখা গেল। ১৫৬৮ অব্দে আবার আলপাক্সারাসে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল।

দুই বৎসর এই বিদ্রোহ চলিয়াছিল। এই বিদ্রোহ দমন করিতে খৃষ্টানদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতে হইয়াছিল। অকথ্য অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তহত্যা ও অন্যান্য নানাবিধ বর্ব্বরতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়া খৃষ্টানগণ জয়ী হইতে পারিয়াছিল। ওমেদ বংশীয় ফাণাণ্ডো ডি ভেলোর নামক একটি লোক এই বিদ্রোহের নেতা হইলেন। মূলে মহম্মদ এবেন ওমইদ এই নাম ও আণ্ডালুসিয়ার রাজা এই উপাধি গ্রহণ করিয়া, তিনি বিদ্রোহীদের চালক হন এবং ক্রমে সমস্ত অঞ্চলে একাধিপত্য স্থাপন করেন। ১৫৬৯ অব্দে, তাঁহার অনুচরগণ, ব্যক্তিগত বিরোধের জন্য নিদ্রিত অবস্থায় গলা টিপিয়া তাঁহাকে হত্যা করে এবং তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু মূলে আবদুল্লা এবেন আবো বিদ্রোহীদের নেতা হন। এই সময়, ফিলিপের পুত্র ডন জন (Don John) সেনাপতি হইয়া গ্রাণাডাতে আসেন। অত্যাচারে ও বর্ব্বরতায়, ডন জন পশুর চেয়েও অধম ছিলেন। স্ত্রী পুরুষ,

বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে, তিনি হত্যা করিতে লাগিলেন। আলপাক্সারাস অঞ্চল রক্তস্রোতে ডুবিয়া গেল—সমৃদ্ধ নগর ও গ্রাম সকল শ্মশানে পরিণত হইল। বিদ্রোহীদের নেতা এবেন আবোকে হত্যা করিয়া, তাঁহার ছিন্নমুণ্ড, গ্রাণাডা নগরে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখা হইল। অনেক মূর পর্ব্বতগহ্বরে পলায়ন করিল। খৃষ্টানগণ গহ্বরমুখে আগুন জ্বালাইয়া, তাহাদিগকে হত্যা করিল। ১৫৭০ অব্দে এইভাবে বিদ্রোহ দমিত হইল।

ইহার পর অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পাইল। যাহারা বন্দী হইল, তাহারা অনেকে ক্রীতদাস হইল এবং অপর সকল কপর্দ্দকহীন ভাবে নির্ব্বাসিত হইল। নির্ব্বাসনের পথে বহু লোক মারা গেল। অনেকেই আফ্রিকায় যাইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল—চাষ বাসের কোন জমিই তাহারা পাইল না। ১৫৭০ হইতে ১৬১০ অব্দ পর্য্যন্ত, অন্তত ৩০ লক্ষ মূর স্পেন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। জগতের ইতিহাসে এই প্রকার নির্ম্মম পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী দুর্লভ। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় এই কাহিনীতে।

স্পেন হইতে মূরগণ নির্ব্বাসিত হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্পেনেরও পতন আরম্ভ হইল। শিক্ষা, সভ্যতা, দর্শন, বিজ্ঞান, সমুদ্র ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে মূরগণ ইউরোপের শিক্ষাগুরু ও পথ প্রদর্শক ছিল। 'তাহাদের হারাইয়া, স্পেন অন্ধ কুসংস্কার, অজ্ঞানতা ও বর্ব্বরতায় নামিয়া আসিল—স্পেনীয় ইনকুজিষণের পাশব অত্যাচার ইহারই পরিণতি। নূতন যুগে অর্থ লালসায় ও

অন্ধ কুসংস্কারে স্পেন ইউরোপের দীক্ষা গুরুর স্থান গ্রহণ করিল। সভ্যতা ও জ্ঞানে আর স্পেন কখনও বড় হইতে পারিল না। স্পেন ও পর্তুগেল ইহার পর বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করে এবং ইউরোপীয় নূতন সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করে তাহারাই। কিন্তু এই সব হইল তাহাদের অর্থ লালসার পরিচয়। এই সাম্রাজ্য গঠনে তাহারা যে পাশব-মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহা জগতের ইতিহাসে বিরল। জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে স্পেন আর কখনও দাঁড়াইতে পারে নাই। জাতীয় স্বাধীনতা লাভের প্রেরণায় স্পেন অর্থ-উপার্জনে সকলের অগ্রণী হইল; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে সকলের পিছনে পড়িয়া গেল।

মূরদের ইতিহাস একদিকে যেমন গৌরবের, অপর দিকে তেমনই করুণ। প্রাচ্যের এই বিজয়ী সন্তানগণ যে কেবল যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই জয়ী হইয়াছিল, তাহা নহে, মনোরাজ্য ও কর্ম্মক্ষেত্রেও তাহারা বিজয়ী ছিল; কিন্তু আত্মকলহের ফলে, তাহাদের পতন ও দুরদৃষ্টের কাহিনীও তেমন করুণ। ইয়োরোপ শিখাইয়াছে, কি করিয়া বিদেশীদিগকে দেশ হইতে তাড়াইতে হয় এবং সেই জন্য ন্যায়, ধর্ম্ম, বিবেক, সবই বিসর্জ্জন দেওয়া যায়। আশা করি পাশ্চাত্যের এই শিক্ষা এসিয়াবাসীর ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠনে একেবারে ব্যর্থ হইবে না।

বিষয় নির্ঘণ্ট